উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

APD

সেনসেক্স : ৮৫,১৮৮.৬০ (-৩২.০০)
নিফটি : ২৬,১৪৬.৫৫ (-১৬.৯৫)

পানশালায় ভয়াবহ আগুনে মৃত ৪০ ১০

আজকের সম্ভাব্য তাপমাত্রা

শিলিগুড়ি		জলপাইগুড়ি		কোচবিহার		আলিপুরদুয়ার	
সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন
২৫°	১১°	২৬°	১১°	২৬°	১১°	২৬°	১১°

বিষজলে শেষ শৈশব, ইন্দোরে হাহাকার ১০

‘জীবনের আলোকে নিয়ে ২০২৬-এ পা রাখছি’ আবেগঘন পোস্ট বিরাটের ১১

১৭ পৌষ ১৪৩২ শুক্রবার ৫.০০ টাকা 2 January 2026 Friday 12 Pages Rs. 5.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 46 Issue No. 224

উত্তরের খোঁজে

ভুলভুলাইয়ায় ঘুরে বেড়ান বিভ্রান্ত ভোটারকুল

রূপায়ণ ভট্টাচার্য

ইদানীং কাগজ এবং টিভি খুললেই দুটো জিনিস দেখে মন খারাপ হয়ে যায় খুব।

এক, বাঙালি পরিযায়ী শ্রমিকদের ওপর ভিনরাজ্যে আক্রমণ আর থামছেই না।

দুই, স্রেফ ভোটার তালিকায় নাম তোলানোর জন্য কী ভোগান্তিই না হচ্ছে বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের!

অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকতে হয় তাঁদের বিস্মিত মুখের দিকে। দেখে প্রশ্ন জাগে, কী দরকার এত কষ্ট করে ভোটার তালিকায় নাম তোলানোর! কী দরকার ভোট দিয়ে! সেই তো থোড় বড়ি খাড়া খাড়া বড়ি থোড় কোনও এক সরকার হবে! ধর্ম ধর্ম ধর্ম করে, ঘৃণার আলখাল্লা পরে, হিন্দু-মুসলমান দ্বন্দ্ব লাগিয়ে, মন্দির-মসজিদের তলায় চাপা পড়ে যাবে আসল সব সমস্যা। উন্নয়ন, বেকারত্ব, দারিদ্র্য, ধর্মনিরপেক্ষতা, উদারতা, ন্যায়বিচার... । সংসদ এবং বিধানসভায় যত রাজ্যের অর্থহীন

এরপর আটের পাতায়

নতুন বছর সবার সমান নয়

নতুন বছরে নতুন প্রত্যাশা নিয়ে ছিন্নমস্তা কালী মন্দিরে পুজো। আলিপুরদুয়ারে। (নীচে) প্রবল শীতে কাতর খুদে ওম খুঁজছে মায়ের কোলে। নতুন বছর তার কাছে অর্থহীন। গুরুগ্রামে। ছবি : আয়ুষ্মান চক্রবর্তী ও পিটিআই

জঙ্গল লাগোয়া পিকনিক স্পটে উচ্চগ্রামে ডিজে

সায়ন দে

আলিপুরদুয়ার, ১ জানুয়ারি : বৃহস্পতিবার ইংরেজি নববর্ষের প্রথম দিনটিতে আলিপুরদুয়ার জেলার বিভিন্ন পিকনিক স্পটে মানুষের ঢল নামে। ছুটির দিন হওয়ায় সকাল থেকেই পোরো, পাম্পুবস্তি, পানিঝোরা এবং দমনপুরের মতো এলাকাগুলোতে পর্যটকদের ভিড় লক্ষ করা যায়। দক্ষিণ পোরো ইকো পার্কে প্রবেশের মুখে পর্যটকদের দীর্ঘ লাইন পড়েছিল। তবে আনন্দ উদযাপনের এই আবহে বন্যপ্রাণী ও পরিবেশ সুরক্ষার বিষয়টি সম্পূর্ণ উপেক্ষিত হওয়ায় প্রশাসনের ভূমিকা নিয়ে বড়সড়ো প্রশ্ন উঠেছে।

বন সংলগ্ন এই পিকনিক স্পটগুলোতে এদিন উচ্চস্বরে ডিজে বাজিয়ে নাচ-গান চলে। জঙ্গল থেকে মাত্র ৫০-১০০ মিটার দূরত্বের মধ্যে এমন তীব্র শব্দ দূষণ চললেও বন দপ্তর বা স্থানীয় প্রশাসন কোনও কার্যকরী পদক্ষেপ করেনি। অনেক পর্যটককে রীতিমতো মত্ত অবস্থায় সংরক্ষিত জঙ্গলের ভেতর ঢুকে ছবি তুলতে দেখা যায়। এর ফলে বন্যপ্রাণীদের স্বাভাবিক জীবনযাত্রা বিঘ্নিত হওয়ার আশঙ্কা প্রবল হয়ে ওঠে। পরিবেশকর্মী জীবনকৃষ্ণ রায় এই ঘটনার তীব্র বিরোধিতা করেছেন। তিনি বলেন, ‘সমাজে মানুষের মতো বন্যপ্রাণীদেরও শান্তিতে থাকার অধিকার আছে। উচ্চশব্দে ডিজে বাজিয়ে বন্যপ্রাণীদের অপূরণীয় ক্ষতি করা হচ্ছে। আনন্দের পাশাপাশি শব্দবিধির কথা সাধারণ মানুষকে অবশ্যই মাথায় রাখতে হবে।’

এদিন দক্ষিণ পোরো ইকো পার্কে আসা পর্যটকদের অনেকেই ডিজে এবং জেনারেটর আলাদা গাড়িভাড়া করে নিয়ে এসেছিলেন। বিকাশ পাল বা অর্পণ সাহাদের মতো পর্যটকদের দাবি, গেটে তাঁদের ডিজে বাজাতে কোনও নিষেধ করা হয়নি। অন্যদিকে, এই ইকো পার্কের দায়িত্বে থাকা স্বনির্ভর গোষ্ঠীর সদস্যা আরতি রাভা এক অদ্ভুত যুক্তি দিয়েছেন। এরপর আটের পাতায়

- আলিপুরদুয়ার জেলার বিভিন্ন পিকনিক স্পটে বৃহস্পতিবার মানুষের ঢল নামে
- বন সংলগ্ন এই পিকনিক স্পটগুলোতে এদিন উচ্চস্বরে ডিজে বাজিয়ে নাচ-গান চলে
- তীব্র শব্দ দূষণ চললেও বন দপ্তর বা স্থানীয় প্রশাসন কার্যকরী পদক্ষেপ করেনি

ভোট আসছে, বোঝাই যাচ্ছে। তা না হলে কি আর সব অঙ্ক পালটে প্রথম বন্দে ভারত স্লিপার পায় বাংলা! এবার শুয়ে শুয়েই পৌঁছে যাওয়া যাবে গুয়াহাটি-হাওড়া।

বন্দে ভারত স্লিপার প্রাপ্তি বঙ্গের

সানি সরকার

শিলিগুড়ি, ১ জানুয়ারি : নিউ ইয়ার গিফট না ভোটের উপহার! বছরের প্রথম দিনের ঘোষণায় এই জল্পনা চাগিয়ে ওঠা স্বাভাবিক। খোদ রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণো জানিয়ে দিলেন, দেশের প্রথম বন্দে ভারত স্লিপার ট্রেন চালু হচ্ছে বাংলা ও অসমে। দুটি রাজ্যই এখন ভোটমুখী। এতদিন প্রচার ছিল, দেশের প্রথম বন্দে ভারত স্লিপার পাবে দক্ষিণ ভারত। কিন্তু রেলমন্ত্রীর ঘোষণায় সেই কৌলীন্য পেয়ে গেল বাংলা ও অসম।

বৈষ্ণোর ঘোষণা অনুযায়ী, সেমিহাইস্পিড স্লিপার ট্রেনটির উদ্বোধন করতে ১৭ জানুয়ারি বাংলায় আসছেন স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। সন্দেহ নেই যে, ট্রেনটি বাংলা ও অসমের রেল যোগাযোগে নতুন দিগন্তের সূচনা করবে।

উত্তরবঙ্গ সেই যোগাযোগের অন্যতম উল্লেখযোগ্য ভাগীদার হবে। কেননা, উত্তরবঙ্গ পাবে ট্রেনটির তিনটি স্টপ- নিউ কোচবিহার, নিউ জলপাইগুড়ি ও মালদা টাউন স্টেশন।

ট্রেনটি উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে হাওড়ায় উপস্থিত করাতে বুধবারই চেষ্টা শুরু করে দিয়েছে রেল কর্তৃপক্ষ। এর পিছনেও রাজনীতির গন্ধ আছে। মনে করা হচ্ছে, মুখ্যমন্ত্রীর উপস্থিতিতে ট্রেনটি চালু করতে বিজেপির কৃতিত্বে সিলমোহর বসিয়ে দেওয়ার চেষ্টা চলবে। যদিও উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী উদয়ন গুহর কথায়, ‘ভোটের আশা নিয়ে এটা করছে। কিন্তু লাভ হবে না। আগে পরিষেবাটা তো ঠিক করুক।’

ট্রেনটির ভাড়া সাধ্যের মধ্যে রাখা হচ্ছে। এর পিছনেও ভোটের অঙ্ক আছে বলে মনে করা হচ্ছে। তবে নিশ্চিতভাবে মধ্যরাতে উত্তরবঙ্গ থেকে কলকাতা যাওয়ার ট্রেনের দীর্ঘদিনের দাবি এতে পূরণ হতে চলেছে। কেননা, উত্তরবঙ্গের তিনটি স্টপ থেকেই মধ্যরাতে ট্রেনটি কলকাতা রওনা হবে। বেশি রাতের ট্রেনের দাবি দীর্ঘদিন ধরে করছিলেন দার্জিলিংয়ের সাংসদ রাজু বিস্ট এবং শিলিগুড়ির বিধায়ক শংকর ঘোষ।

এই দুই বিজেপি নেতা সম্প্রতি রেলমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করেছিলেন। দাবি পূরণ হওয়ায় দুজনই সন্তোষ প্রকাশ করেছেন।

এরপর আটের পাতায়

চা শ্রমিক, জনজাতির শুনানিতে সরলীকরণ

অরূপ দত্ত

কলকাতা, ১ জানুয়ারি : চা বাগানের শ্রমিক ও আদিবাসীদের ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধনীতে (এসআইআর) বিশেষ ছাড়। আইন অনুযায়ী স্বীকৃত চা বাগানের শ্রমিক বা বাসিন্দাদের অন্য নথি না থাকলেও ভোটার তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা হবে। এতে মূলত দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি ও কোচবিহার জেলার চা শ্রমিকরা উপকৃত হবেন। কিন্তু তুলনায় নবীন বলে উত্তর দিনাজপুরের ছোট চা বাগানগুলি এই ছাড়ের আওতায় পড়বে না বলে বৃহস্পতিবার জানিয়েছেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্য নির্বাচনি আধিকারিক মনোজ আগরওয়াল।

নতুন ফরমান কমিশনের

চা বাগানের বাসিন্দাদের পাশাপাশি উত্তরবঙ্গ ও জঙ্গলমহলের আদিবাসী জনগোষ্ঠীগুলির ক্ষেত্রেও এসআইআর-এ সরলীকরণ করা হচ্ছে। এইসব আদিবাসী জনগোষ্ঠীর মানুষ যাতে বিধিবদ্ধ নথির অভাবে ভোটার তালিকার বাইরে না চলে যান, সেই বিষয়টিকে মাথায় রেখে বিশেষ উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে বলে মুখ্য নির্বাচনি আধিকারিক জানিয়েছেন। শুনানিতে একের পর এক হয়রানির ঘটনা সামনে আসায় অস্বস্তিতে পড়ে বয়স্ক ও অসুস্থদের বাড়ি গিয়ে নথি যাচাইয়ের সিদ্ধান্ত নিয়েছে কমিশন। যদিও এর অন্যথায় দায় চাপিয়ে দিচ্ছে বিএলও ইআরও-দের ওপর।

নিঃসন্দেহে চা বাগানের ক্ষেত্রে নির্বাচন কমিশনের বিশেষ উদ্যোগ অনেকের ক্ষেত্রে উদ্বেগের অবসান ঘটাবে। মুখ্য নির্বাচনি আধিকারিক মনোজ আগরওয়াল নিজেই বলেন, উত্তরবঙ্গের তিন জেলায় শতাধিক

এরপর আটের পাতায়

ঠিকাদার-ভরা জেলা কমিটি

অভিষেকের সফরের আগে অস্বস্তি তৃণমূলে

ভাস্কর শর্মা

আলিপুরদুয়ার, ১ জানুয়ারি : ঠিকাদার আর দল নিয়ে বছরখানেক আগেই বার্তা দিয়েছিলেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর বক্তব্য ছিল, ঠিকাদারি করলে তৃণমূল করা যাবে না। ওই বার্তার পর এই প্রথম সরাসরি রাজনৈতিক কর্মসূচিতে অংশ নিতে আলিপুরদুয়ারে আসছেন তিনি। অভিযোগ, আলিপুরদুয়ারে অভিষেকের কর্মসূচির যাবতীয় আয়োজনের নিয়ন্ত্রণ ঠিকাদারদের হাতেই। আলিপুরদুয়ার শহরে যাঁরা বড় মাপের ঠিকাদার তাঁরাই নাকি এখন তৃণমূলের বড় নেতা।

কথাটা যে সত্যি তা সম্প্রতি প্রকাশিত তৃণমূলের জেলা কমিটির দিকে তাকালেই স্পষ্ট হয়। দলের কোঅর্ডিনেটর থেকে সাধারণ সম্পাদক, এমনকি ব্লক সভাপতিরাও বড় ঠিকাদার। তাহলে কি আলিপুরদুয়ার জেলায় খোদ অভিষেকের হুঁশিয়ারিতেও কাজ হয় না, এমন প্রশ্ন উঠেছে দলের অন্দরেই। শনিবার অভিষেকের কর্মসূচির আগে এনিয়ে চরম অস্বস্তিতে পড়েছে জেলা নেতৃত্ব। যদিও কায়দা করে বিষয়টি এড়িয়ে গিয়েছেন দলের জেলা সভাপতি প্রকাশ চিকবড়াইক। তিনি বলেছেন, ‘দলের শীর্ষ নেতৃত্বই জেলা কমিটির তালিকা প্রকাশ করেছে। আমরা সেভাবে সবাইকে নিয়েই চলছি।’

প্রকাশ পাশ কাটালেও চেপে ধরেছেন বিরোধীরা। বিজেপির জেলা সভাপতি মিঠু দাস বলেন, ‘শুনেছি তৃণমূলে ঠিকাদার ছাড়া পদ পাওয়া যায় না। কারণ ঠিকাদাররাই তো তৃণমূলের উপরমহলে ভাগ্য পাঠান। ব্যতিক্রম নয় আলিপুরদুয়ারও। তাই সরকারি কাজেও উপরমহলে টাকা পাঠিয়ে পদ পেয়েছেন এক শ্রেণির ঠিকাদার।’ কংগ্রেসের জেলা সভাপতি মৃন্ময় সরকার বলেন, ‘ঠিকাদার আর তৃণমূল সমার্থক। না হলে রাজনৈতিক কর্মসূচির জন্য এত অর্থ পায় কোথা থেকে তৃণমূল? একে তো ঠিকাদার, তার উপর দলীয় পদ নিয়ে যা খুশি করছেন তৃণমূলের নেতারা। ঠিকাদার তৃণমূলিদের ভয়ে প্রশাসনও চুপ।’

অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সভাস্থলে প্রস্তুতি। বৃহস্পতিবার মাঝেরডাবরিতে।

- তৃণমূলের কোঅর্ডিনেটর থেকে সাধারণ সম্পাদক, এমনকি ব্লক সভাপতিরাও ঠিকাদার
- জেলা কমিটিতে সাধারণ সম্পাদক পদে ১৭ জনের মধ্যে অন্তত ১০ জন ঠিকাদার
- অভিষেকের সভায় বড় পদাধিকারী ছাড়া কোনও ঠিকাদার যেন ধারেকাছে না যান, তা নিয়ে সতর্ক দল

তৃণমূল সূত্রে খবর, সম্প্রতি দলের আলিপুরদুয়ার জেলা কমিটির পূর্ণাঙ্গ তালিকা প্রকাশ করা হয়েছে। অভিযোগ, কমিটিতে মূল পদাধিকারীদের বেশিরভাগই ঠিকাদার। তাও তাঁরা ছোটখাটো ঠিকাদার নন, বছরে কোটি কোটি টাকার কাজ করেন তাঁরা। দু’দিন আগে বিধানসভা ভোটকে সামনে রেখে কোঅর্ডিনেটর ঘোষণা করেছে দল। সেখানে আলিপুরদুয়ার, কুমারগ্রাম ও ফালাকাটার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে চিন্ময় ভট্টাচার্যকে। তিনিই নাকি এখন তৃণমূলের সবচেয়ে বড় ঠিকাদার। তিনি আবার জেলা সভাপতিরও অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। প্রকাশ জেলা সভাপতি হওয়ার পর চিন্ময়বাবুর ঠিকাদারির বহর আরও বাড়ে বলেই খোদ দলেরই একাংশ জানিয়েছে। এরপর আটের পাতায়

তোর্ষাপারে উন্নয়নই তুরুপের তাস

প্রতিটি বিধানসভা এলাকায় একেকটি জীবন্ত জনপদ। তার নিজস্ব রসায়ন আছে। একেক বিধানসভায় রাজনীতির বোঝাপড়া একেকরকম। ভোটের আগে প্রতিটি বিধানসভার সেইসব গোপন রাজনৈতিক রসায়নের কথা তুলে ধরছে উত্তরবঙ্গ সংবাদ

শুভঙ্কর চক্রবর্তী

কোচবিহার, ১ জানুয়ারি : ঘুঘুমারির কদমতলা মোড়। দুই যাত্রীর সঙ্গে তুমুল তর্ক জুড়েছেন টোটোচালক। মোড়ের মধ্যে টোটো দাঁড়িয়ে থাকায় আরও কয়েকটি টোটো ও গাড়ি আটকে পড়েছে। সেদিকে ভ্রূক্ষেপ নেই কারওই। হর্ন দিয়েও কাজ হচ্ছে না। কাছে যেতেই বোঝা গেল ভাড়া নিয়ে ঝামেলা। আঙুল উঁচিয়ে এক যাত্রী বলছেন, ‘আগে রাস্তা ভাঙাচোরা ছিল। তখন আমরা ২০-২৫ টাকা দিতাম। এখন তো রাস্তা ঝাঁ চকচকে। এখন যা ভাড়া (অর্থাৎ ১০ টাকা) তাই নিতে হবে।’ সেই যুক্তি অবশ্য মানতে নারাজ টোটোচালক। তিনি কিছুতেই ২৫ টাকার কমে যাবেন না। রাগে গজগজ করতে করতে ধাক্কা দিয়ে টোটো এগিয়ে দিলেন যাত্রীটি। অন্যদের উদ্দেশ্য করে বললেন, ‘সরকার রাস্তা তো বানিয়ে দিল। কিন্তু টোটোর ভাড়া এখনও ঠিক করতে পারল না।’

শুধু পশারিহাটের রাস্তাই নয়, কোচবিহার দক্ষিণ বিধানসভা এলাকায় থাকা ন’টি গ্রাম পঞ্চায়েতে কয়েক ডজন রাস্তা সারাই হয়েছে গত পাঁচ বছরে। না, তাতে অবশ্য স্থানীয় বিজেপি বিধায়কের কৃতিত্ব নেই। কৃতিত্ব আদতে রাজ্য সরকারের। শাসকদল তৃণমূলের কোচবিহার জেলা সভাপতি অভিজিৎ দে ভৌমিক (হিপ্পি) ২০২১-এর নির্বাচনে ওই কেন্দ্রে পরাজিত হয়েছেন বিজেপির নিখিলরঞ্জন দে’র কাছে। ২০২৬-এর নির্বাচনে তিনিই ওই কেন্দ্রের

সম্ভাব্য প্রার্থী হবেন ধরে নিয়েই গত পাঁচ বছরে ঘর গুছিয়েছেন হিপ্পি। সাম, দাম, দণ্ড, ভেদ প্রয়োগ করে পরিকল্পনামাফিক মন্ত্রীদের কাছে দরবার করে কোচবিহার দক্ষিণ বিধানসভা এলাকায় রাজ্য সরকারের নানা উন্নয়ন প্রকল্পে দেদার কাজ করিয়েছেন। জেলা তৃণমূলের অন্দরে একথা কেউ অস্বীকার করে না যে, মন্ত্রী হয়েও উদয়ন গুহর নির্বাচনি এলাকা দিনহাটায় যত কাজ হয়েছে তার চাইতে অনেক বেশি কাজ হয়েছে

এরপর আটের পাতায়

কেঁচোর অন্ত্রে শকুনের সঞ্জীবনীর খোঁজ

এক এক করে শেষ হয়ে যাচ্ছে উত্তরের শকুনকুল। কারণ জানতে গিয়ে মাথায় হাত। অবশেষে সঞ্জীবনীর খোঁজ। উদ্ভাবনে উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের বায়োটেকনলজির অধ্যাপক রণধীর চক্রবর্তী এবং দুই গবেষক পার্থ বর্মন ও শিল্পা সিনহা।

শুভঙ্কর চক্রবর্তী

শিলিগুড়ি, ১ জানুয়ারি : এই আবিষ্কার এক অলৌকিক মহাকাব্যর মতোই। হিমালয়ের পাদদেশে উত্তরবঙ্গের বিস্তীর্ণ প্রান্তরে দাঁড়িয়ে যদি আপনি ওপরের দিকে তাকান, তবে দেখবেন এক ধূসর শূন্যতা। অথচ তিন দশক আগেও এই আকাশে শকুনেরা ডানা মেলত। প্রকৃতির সেই অমোঘ সাফাইকর্মী, যারা মৃত্যুকে জীবনের চক্রে ফিরিয়ে আনত এক নিপুণ দক্ষতায়। আজ সেই আকাশ মৌন। এই নীরবতার আড়ালে লুকিয়ে আছে এক আধুনিক ট্র্যাজেডি, যার নাম ডাইক্লোফেনাক। মানুষের তৈরি একটি সামান্য ব্যথানাশক ওষুধ। গবেষণা বলছে, কার্যত সেই ওষুধই শকুনদের মেরে ফেলে গোটা বাস্তুতন্ত্রের মেরুদণ্ডে আঘাত হেনেছে। প্রাণ বাঁচানোর জন্য ব্যবহৃত সেই ওষুধ পক্ষীকুলের আতঙ্কের কারণ হয়ে উঠেছে। সেই ক্ষত সারাতে এক অদৃশ্য সঞ্জীবনী খুঁজে বের করলেন উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের বায়োটেকনলজি বিভাগের একদল গবেষক।

আইসেনিয়া ফেটিডা নামক এক সাধারণ কেঁচোর অন্ত্র থেকে খুঁজে পাওয়া সেই সঞ্জীবনী আসলে একটি ব্যাকটিরিয়া, যা ডাইক্লোফেনাক-কে গিলে খায়। আরও স্পষ্ট করে বললে, হজম করে ফেলে। আবিষ্কৃত নয়া ব্যাকটিরিয়ার নাম ‘সেরাসিয়া এসপি, স্ট্রেইন ইডব্লিউজি-৯’। এই ক্ষুদ্র ব্যাকটিরিয়াটি আজ বিশ্বের কাছে

- মানুষ ও গবাদিপশুর ব্যথানাশক ওষুধ ডাইক্লোফেনাক
- মৃত গবাদিপশুর শরীরে থেকে যাওয়া ওষুধের অবশিষ্টাংশ শকুনের শরীরের জন্য কালান্তক বিষ
- মাংসের সঙ্গে শরীরে ঢুকে ডাইক্লোফেনাক শকুনের কিডনি বিকল করে দিচ্ছিল
- কেঁচোর অন্ত্র থেকে এক ধরনের ব্যাকটিরিয়া আবিষ্কার করেছেন গবেষকরা, যা ডাইক্লোফেনাক-কে গিলে খায়

বিস্ময়। গবেষণা বলছে, সেরাসিয়া ডাইক্লোফেনাক-কে কেবল আক্রমণই করে না, বরং তাকে নিজের বেঁচে থাকার শক্তির উৎস হিসেবে গ্রহণ করে। অর্থাৎ, মানুষের ছড়িয়ে দেওয়া বিষই তার পরমান্ন। আমরা যখন প্রকৃতিকে বিষাক্ত করছি, প্রকৃতি তখন মাটির গহিনে তার নিরাময়ের বীজ বুনে রেখেছে। বায়োটেকনলজির অধ্যাপক রণধীর চক্রবর্তী এবং দুই গবেষক পার্থ বর্মন ও শিল্পা সিনহা সেই বীজ খুঁজে বের করেছেন।

ডাইক্লোফেনাক প্রথম যখন চিকিৎসাবিজ্ঞানে এল, তখন প্রাণী চিকিৎসকরা তাকে এক জাদুকরি নিরাময় হিসাবেই ব্যবহার করতেন। প্রদাহনাশক এই ওষুধ মানুষ ও গবাদিপশু উভয়ের ব্যথামুক্তি ঘটিয়েছিল দ্রুত। কিন্তু বিজ্ঞান ও প্রকৃতির নিবিড় সম্পর্কের সমীকরণটি আমরা বুঝতে ভুল করেছিলাম। মৃত গবাদিপশুর শরীরে থেকে যাওয়া ওষুধের সামান্য অবশিষ্টাংশ শকুনের শরীরের জন্য হয়ে উঠল কালান্তক বিষ। গবেষণায় দেখা যায়, মাংসের সঙ্গে শরীরে ঢুকে ডাইক্লোফেনাক শকুনের কিডনি বিকল করে দিচ্ছে। তাতেই মড়ক লাগে।

মাত্র এক দশকের ব্যবধানে দক্ষিণ এশিয়ায় ৯৫ শতাংশেরও বেশি শকুন বিলুপ্ত হয়ে যায়। নষ্ট হতে শুরু করে প্রকৃতির ভারসাম্য। শকুনের প্রস্থান শুধু একটি প্রজাতির হারিয়ে যাওয়া ছিল না, তা ছিল এক মহামারির আমন্ত্রণ। এরপর আটের পাতায়

বদলির নির্দেশ পেয়ে হাউহাউ কান্না পার্থর

কে দেখবে বন্যপ্রাণীদের...

নীহাররঞ্জন ঘোষ

মাদারিহাট, ১ জানুয়ারি : দক্ষিণ খয়েরবাড়ি ব্যাঘ্র পুনর্বাসনকেন্দ্রের ওয়াইল্ডলাইফ গার্ড হিসেবে চাকরি করতেন পার্থসারথি সিনহা। তাঁর দায়িত্ব ছিল চিতাবাঘগুলির রক্ষণাবেক্ষণ করা। নিয়মিত স্নান করানো, খাবার দেওয়া, অসুস্থ হলে চিকিৎসকের পরামর্শ মেনে চিতাবাঘগুলির দেখভাল করা ছিল তাঁর দায়িত্ব। তাদের দেখলেই পার্থ বুঝে যান কী অসুবিধা হচ্ছে। পার্থর পরিচর্যা ও হাতের স্পর্শেই দীর্ঘদিন বেঁচেছিল রাজা নামের বাঘ।

সেই পার্থকেই বদলি করে দেওয়া হল বক্সা ব্যাঘ্র-প্রকল্পের পশ্চিম রেঞ্জে ডেপুটি রেঞ্জ অফিসার পদে। হাতে বদলির কাগজ পেয়ে আনন্দের বদলে কান্নায় ভেঙে পড়েন পার্থ। জানালেন, নিজের সন্তানের মতো এখানকার চিতাবাঘগুলিকে লালনপালন করে আসছিলেন সেই ২০০৫ সাল থেকে। দীর্ঘ ২১ বছর পর ওদের মায়া ছেড়ে চলে যেতে হচ্ছে তাঁকে।

সুপ্রিম কোর্ট সার্কাসে বাঘের খেলা নিষিদ্ধ করার নির্দেশ দেওয়ার পর তিনটি সার্কাস থেকে ১৯টি রয়েল বেঙ্গল টাইগার দক্ষিণ খয়েরবাড়ি ব্যাঘ্র পুনর্বাসনকেন্দ্রে আনা হয়েছিল। তৎকালীন বনমন্ত্রী যোগেশচন্দ্র বর্মন ও রাজ্যের প্রধান মুখ্য বনপাল অতনু রাহা বাঘগুলির সঙ্গে পার্থকেও ওই জায়গায় নিয়ে এসেছিলেন। সেসময় পার্থ সার্কাসে বাঘগুলির দেখাশোনা

চিতাবাঘের শাবককে কোলে নিয়ে দুধ খাওয়াচ্ছেন পার্থসারথি সিনহা।

করতেন। ২০১১ সালে পার্থর ওয়াইল্ডলাইফ গার্ড পদে চাকরির স্থায়ীকরণ হয়।

দক্ষিণ খয়েরবাড়ি যৌথ বন পরিচালন কমিটির সম্পাদক কাজি রতনের অভিযোগ, 'কুঞ্জনগর আগেই শেষ হয়ে গিয়েছে। ২৫টি চিতাবাঘ

- দক্ষিণ খয়েরবাড়ি ব্যাঘ্র পুনর্বাসনকেন্দ্রের ওয়াইল্ডলাইফ গার্ড হিসেবে চাকরি করতেন পার্থসারথি সিনহা
- তাঁকে এবার বদলি করে দেওয়া হল বক্সা ব্যাঘ্র প্রকল্পের পশ্চিম রেঞ্জে ডেপুটি রেঞ্জ অফিসার পদে
- টানা ২১ বছর ধরে চিতাবাঘদের স্নান করানো, খাবার দেওয়া, অসুস্থ হলে চিকিৎসকদের পরামর্শ মতো দেখভাল করা ছিল দায়িত্ব

এই ব্যাঘ্র-প্রকল্পে রয়েছে। এদের দেখাশোনার দায়িত্ব পার্থ ছাড়া অন্য কাউকে দিলে বাঁচানো কঠিন হয়ে পড়বে।'

কাজি রতন জানালেন, নতুন যাঁকে দায়িত্বে আনা হয়েছে, তাঁর বাঘ সম্পর্কে কোনও অভিজ্ঞতাই নেই। তাছাড়া ওই কর্মী ৩১ জানুয়ারি অবসর নেবেন। তিনি বলেন, 'আমাদের দাবি, পার্থ এখানেই থাক।'

এব্যাপারে পার্থ বলেন, 'আমাকে বক্সায় বদলি করা হয়েছে। তবে সেখানে জঙ্গল পাহারার কাজ করতে হবে। এই কাজের অভিজ্ঞতা আমার একদম নেই। যদিও সরকারি চাকরি। স্যররা যেটা ভালো বুঝেছেন, সেটা করেছেন। আমাকে যে কাজই দেওয়া হবে, সেটা নিষ্ঠার সঙ্গে করার চেষ্টা করব।'

আবেগতাড়িত কণ্ঠে পার্থ বলেন, 'ওদের ছেড়ে যেতে কষ্ট হচ্ছে। কারণ এখানে চিতাবাঘের শাবক থেকে শুরু করে পূর্ণবয়স্ক চিতাবাঘ দেখাশোনার দায়িত্ব ছিল আমার ওপর। ওদের খাবার দেওয়া, নখ কেটে দেওয়া, স্নান করানো, অসুস্থ হলে স্যালাইন দেওয়া, রক্ত পরীক্ষার জন্য রক্ত নেওয়া- সব কাজ আমি করতাম। নিজের সন্তানের মতোই আগলে রাখতাম ওদের।'

পার্থর বদলির ব্যাপারে জলদাপাড়া জাতীয় উদ্যানের বিভাগীয় বনাধিকারিক পারভিন কাশোয়ানকে একাধিকবার ফোন করলেও তিনি ধরেননি। ফোন ধরেননি উত্তরবঙ্গের মুখ্য বনপাল ভাস্কর জেভি।

নিজের সামর্থ্য যেমনই হোক, অসহায় মানুষের পাশে উপস্থিত হতে তাঁর কখনও ভুল হয় না। এপর্যন্ত কয়েকশো রোগীকে তিনি হাসপাতালের দরজা অবধি পৌঁছে দিয়েছেন অক্লেশে। ৪০ জনেরও বেশি মানুষকে রক্ত দিয়ে বাঁচিয়েছেন। স্কুল জীবন থেকে সাহায্য করার এমন অভ্যাসই এখন লাটাগুড়ির অনির্বাণ মজুমদারকে করে তুলেছে ভরসার আরেক নাম।

মুমূর্ষুদের সুস্থ করে তৃপ্তি

শুভদীপ শর্মা

লাটাগুড়ি, ১ জানুয়ারি : পেশায় তিনি পর্যটন ব্যবসায়ী, অথচ নেশায় ত্রাতা। ত্রাতা কারণ, তাঁর জন্য বেঁচেছে প্রচুর জীবন। গভীর রাতে হোক কিংবা সদ্য আলো ফোটা ভোর, যন্ত্রণায় কাতরাতে থাকা মুমূর্ষু রোগীকে হাসপাতালে পৌঁছে দিতেই হবে, এমনই যেন পণ লাটাগুড়ির বাসিন্দা অনির্বাণ মজুমদারের। কেউ হঠাৎ অসুস্থ হলে, জরুরি ভিত্তিতে রক্তের প্রয়োজন পড়লে, তাঁকে খোঁজেন চেনা-অচেনা প্রচুর মানুষ। ডাক পড়লেই ছুটেও যান। পাড়াপ্রতিবেশী থেকে শুরু করে ভবঘুরে কিংবা অসহায় মানুষ, সকলের সাহায্যেই তিনি হাজির হন। কারও পরিচয় কী, বা তাঁর আর্থিক সামর্থ্যই বা কেমন সেসব বিচার না করে মানবিকতার হাত বাড়িয়ে দেওয়াই তাঁর লক্ষ্য। এখনও পর্যন্ত কয়েকশো অসহায় রোগীকে সরকারি হাসপাতালে পৌঁছে দিয়ে তিনি নজির গড়েছেন।

তবে কেবল পৌঁছে দিয়েই দায়িত্ব সারেন না অনির্বাণ। রোগীদের চিকিৎসার ব্যবস্থা করতেও তাঁর সক্রিয় ভূমিকা থাকে। লাটাগুড়ি বাজার এলাকায় মা সর্বাণী মজুমদার, দুই ভাই সৌমেন ও শুভজিৎকে নিয়ে অনির্বাণের বাস। মানুষের পাশে দাঁড়ানোর তাঁর এই অভ্যাস স্কুলজীবন থেকেই শুরু হয়েছে। কারও বাড়িতে কেউ গুরুতর অসুস্থ হলে তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া, চিকিৎসা করানো এবং সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরিয়ে আনার পুরো দায়িত্বই নিজের কাঁধে তুলে নেন। অনির্বাণ বললেন, 'লাটাগুড়িতে কোনও পূর্ণাঙ্গ চিকিৎসাকেন্দ্র নেই। এলাকার অসুস্থ মানুষদের তাই আজও মালবাজার, ময়নাগুড়ি কিংবা জলপাইগুড়িতে ছুটতে হয়। ছোটবেলা থেকেই দেখেছি চিকিৎসার জন্য মানুষকে এভাবে দৌড়াতে। সেই সময় থেকেই রোগীদের সঙ্গে হাসপাতালে যেতে যেতে এই কাজটাই আমার অভ্যাসে পরিণত হয়েছে।'

নিজের আর্থিক অবস্থাও সচ্ছল নয় অনির্বাণের। রোগীদের নিয়ে যাতায়াতের নানা খরচও কখনো-কখনো দিতে হয় তাঁকে। তা-ও করেন খুশি মনে। মালবাজার, ময়নাগুড়ি ও জলপাইগুড়ি তো বটেই, এছাড়া নিজের কাজ বাদ দিয়ে বহু রোগীকে ভিনরাজ্যেও চিকিৎসার জন্য নিয়ে গিয়েছেন অনির্বাণ। শুধু পরিচিত মানুষই নয়, রাস্তায় পড়ে থাকা মানসিক ভারসাম্যহীন, অসুস্থদের উদ্ধার করেও একাধিকবার হাসপাতালে ভর্তি করিয়েছেন তিনি। জরুরি রক্তের প্রয়োজনে ঝড়-বৃষ্টি উপেক্ষা করেও ছুটে যান বারবার। এখনও পর্যন্ত ৪০ জনেরও বেশি রোগীকে নিজের রক্ত দিয়ে তাঁদের নতুন জীবন ফিরে পেতে সাহায্য করেছেন।

এই কাজের জন্য অনির্বাণ অবশ্য তাঁর পরিবারকেও ধন্যবাদ দিতে ভোলেননি। তিনি জানান, তাঁর প্রয়াত বাবা সুবোধ মজুমদার

অনির্বাণ মজুমদার।

প্রথম থেকেই সেই কাজকে সমর্থন করেছেন। পারিবারিক অনুপ্রেরণাই তাঁর আসল সাহস। অনির্বাণের মা সর্বাণী বলেন, 'ছেলের কাজে আমি গর্বিত। মানুষের উপকার করতে পারলে সেটাই সবচেয়ে বড় প্রাপ্তি।'

আজকালকার দিনে অনির্বাণের মতো মানুষ পাওয়া দুষ্কর, মানছেন লাটাগুড়ির মানব ঘোষ। লাটাগুড়ি রিসর্ট ওনার্স ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক দিব্যেন্দু দেব জানান, অনির্বাণের এই কাজকে কুর্নিশ। নিঃস্বার্থভাবে মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে তিনি শুধু একজন পর্যটন ব্যবসায়ী নন, অসংখ্য অসহায় মানুষের কাছে ভরসার নামও।

১৬০০ টাকা কেজিতে মহার্ঘ্য বোরোলি

শুভ্রজিৎ বিশ্বাস

মেখলিগঞ্জ, ১ জানুয়ারি : ইংরেজি বছরের প্রথম দিনই মেখলিগঞ্জ বাজারে চড়া দরে বিক্রি হল তিস্তার বোরোলি। ১ হাজার থেকে ১৬০০ টাকা কেজিতে পৌঁছে যায় এই নদীয়ালি মাছ।

বরাবরই তিস্তার বোরোলির একটা আলাদা চাহিদা মানুষের মধ্যে থাকে। বিশেষ করে পয়লা বৈশাখ, জামাইষষ্ঠী, ইংরেজি নববর্ষের মতো দিনগুলিতে অনেকেরই লক্ষ্য থাকে পাতে দুটো হলেও যেন বোরোলি থাকে। বোরোলি কিনতে এদিনও মেখলিগঞ্জ বাজারে ক্রেতাদের ভিড় জমেছিল। স্বাভাবিকভাবেই জোগানের তুলনায় চাহিদা অনেক বেড়ে যায়। যে কথা স্বীকারও করেন মাছ বিক্রেতারা।

মাছ বিক্রেতা রবীন দাস বলেন, 'সাধারণত বোরোলি ৮০০ থেকে ১০০০ টাকা কেজি বিক্রি হয়। তবে আজ বড় সাইজের মাছ উঠেছে। তাছাড়া জোগান অপেক্ষা ক্রেতার সংখ্যা বেশি থাকায় ১৬০০ টাকা কেজি বোরোলি বিক্রি হয়েছে। মানুষ সকাল থেকেই মাছ কেনার জন্য ভিড় করেছিল। এমনকি জলপাইগুড়ি, ময়নাগুড়ি, হলদিবাড়ি, ধূপগুড়ি থেকেও বোরোলি কেনার জন্য পাইকাররা মেখলিগঞ্জ আসছেন।'

মেখলিগঞ্জ শহরে বছরের শুরুতেই দর হাঁকাল বোরোলি।

মাছ বিক্রেতা দুলাল দাসের কথায়, 'আমাদের ধারণা ছিল, আজ চিংড়ি থেকে ইলিশ জাতীয় মাছের চাহিদা বেশি থাকবে। কিন্তু সবাইকে টপকে বোরোলি নিজের স্বাদ চেনাল। শীতে বোরোলির চাহিদা বেশি হয়। জোগান তেমন না থাকলেও বোরোলি কিনতে দূরদূরান্ত থেকে ব্যবসায়ীরা মেখলিগঞ্জ আসছেন।'

মেখলিগঞ্জ শহরে এদিন খাসির মাংস বিক্রি হয়েছে প্রায় ৮০০ টাকা কেজি দরে, পাঁঠার মাংসের দাম ছিল ৮৫০ থেকে ৯০০ টাকা কেজি। অথচ বোরোলির দাম তার দ্বিগুণ হলেও এদিন সকাল থেকেই তার চাহিদা ছিল তুঙ্গে।

মেখলিগঞ্জ শহরের ক্রেতা দিব্যায়ণ সরকার বলেন, 'মাংস তো হামেশাই খাওয়া হয়। কিন্তু আজ বোরোলি দেখে আর লোভ সামলাতে পারলাম না। চড়া দামে হলেও বোরোলি কিনেছি। বছরের প্রথম দিন শীতের দুপুরে ধনে পাতা, ডালের বড়ি দিয়ে বোরোলি মাছের ঝোল ও গরম ভাত খাওয়ার যা মজা, এর চেয়ে ভালো বছরের শুরু আর কী হতে পারে।'

মেখলিগঞ্জ শহরের ক্রেতা রত্নাদিত্য দত্ত বলেন, 'তিস্তা নদীর বোরোলির রাজ্যজুড়ে খ্যাতি রয়েছে। বছরের প্রথম দিন তা নেওয়ার লোভ অনেকেই ছাড়তে চাননি। আর কথাতেই রয়েছে, মাছে-ভাতে বাঙালি। তাই আজ বোরোলির চাহিদা ছিল তুঙ্গে।'

পুরোহিতদের জন্য 'শুদ্ধি পাঠশালা'

পঙ্কজ মহন্ত

বালুরঘাট, ১ জানুয়ারি : 'ওঁ জবাকুসুম সঙ্কাশং...'— মন্ত্র তো অনেকেই পড়েন, কিন্তু সেই উচ্চারণের গভীরে লুকিয়ে থাকা সুর আর ছন্দের শুদ্ধতা সবার মুখে বজায় থাকে কতটা? শাস্ত্র বলে, ভুল উচ্চারণের একটি অক্ষরও বদলে দিতে পারে মন্ত্রের সম্পূর্ণ অর্থ। আর সেই 'শব্দ-বিভ্রাট' আশীর্বাদের বদলে নাকি ডেকে আনতে পারে অমঙ্গল। নতুন প্রজন্মের পুরোহিতদের মধ্যে এই ত্রুটি ঘোচাতে এবং সনাতনী রীতিনীতিকে বজায় রাখতে বছরের প্রথম দিনে বালুরঘাটে অভিনব উদ্যোগ নিল দক্ষিণ দিনাজপুর পুরোহিত কল্যাণ সমিতি। রঘুনাথপুর মন্দির চত্বরে যাত্রা শুরু করল বিশেষ সংস্কৃত অ্যাকাডেমি ও পাঠশালা।

রঘুনাথপুর মন্দিরের শান্ত পরিবেশে একটি ছোট্ট ঘর। দরজার কপাটে খোদাই করা প্রাচীন ঋষিবাক্য— 'সা বিদ্যা যা বিমুক্তয়ে'। অর্থাৎ সেই বিদ্যাই প্রকৃত বিদ্যা, যা মানুষকে অজ্ঞানতা থেকে মুক্তি দেয়। ঘরের ভেতরটা বদলে গিয়েছে এক আধুনিক চতুষ্পাঠীতে। দেওয়ালে হোয়াইট বোর্ড, সারি সারি সাজানো চেয়ার-টেবিল। সেখানে প্রবীণ পুরোহিত এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত অধ্যাপকদের সামনে ছাত্রের মতো বসে আছেন তরুণ যাজকরা। লক্ষ্য একটাই, কেবল জীবিকা নয়, শুদ্ধ আধ্যাত্মিক সাধনায় নিজেদের ও যজমানদের মঙ্গলসাধন।

এদিন পাঠশালায় উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট সংস্কৃত অধ্যাপক ডঃ কুন্তল গঙ্গোপাধ্যায়। অধ্যাপক বলেন, 'মহাভাষ্য ও সিদ্ধান্ত কৌমুদী ঘাঁটলে দেখা যায়, দেবতা ও অসুরদের যুদ্ধে অসুররা পরাজিত হয়েছিল শুধুমাত্র ভুল মন্ত্র উচ্চারণের কারণে। ভুল উচ্চারণে মন্ত্র তার প্রাণ হারায়।' এই পাঠশালায় তাই কেবল মন্ত্র মুখস্থ করানো নয়, বরং ব্যাকরণের চুলচেরা বিশ্লেষণে উদাত্ত, অনুদাত্ত ও স্বরিত— এই তিন প্রকার স্বরের প্রয়োগ শেখানো হবে।

সংগঠনের জেলা সম্পাদক প্রদীপ ভাদুড়ির চোখে এক বড় স্বপ্ন। তিনি বলেন, 'আমরা চাই না কোনও পুরোহিত কেবল পুজো সারার তাড়নায় ভুল মন্ত্র পাঠ করুন। নবাগতদের উচিত আগে পদ্ধতি শেখা, তারপর পুজো করা।' পাঠশালায় অংশ নেওয়ার পর নবীন পুরোহিত রাহুল চক্রবর্তীর কথায় ধরা পড়ল তৃপ্তির সুর, 'সঠিকভাবে উচ্চারণ শিখলে নিজের ভেতরের বৌদ্ধিক বিকাশ তো হবেই, যজমানদেরও পূর্ণ ফল দিতে পারব। এই পাঠশালা আমাদের জন্য ভীষণ জরুরি ছিল।'

এক হোয়াটসঅ্যাপেই বিজ্ঞাপন

জন্মদিনে অথবা বিবাহবার্ষিকীতে শুভেচ্ছা জানাতে, হবু জামাই অথবা পুত্রবধূ খুঁজতে, চাকরির খোঁজ পেতে অথবা শূন্যপদের জন্য প্রার্থী খুঁজতে, কখনও বা হারিয়ে যাওয়া প্রিয়জনকে খুঁজে পেতে বিজ্ঞাপন দেওয়ার প্রয়োজন হয়।

আর বিজ্ঞাপন দেওয়ার জন্য উত্তরবঙ্গের বাসিন্দাদের একমাত্র পছন্দ উত্তরবঙ্গ সংবাদ। আমরা সেই বিজ্ঞাপন দেওয়ার পথ অনেক সহজ করে দিচ্ছি।

আপনাকে আসতে হবে না। শুধু আপনি যেমন ভাষায় বিজ্ঞাপন দিতে চান লিখে পাঠিয়ে দিন আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে। আমাদের প্রতিনিধি যোগাযোগ করবেন আপনার সঙ্গে।

ভেবে দেখুন, আমাদের কাছে একটি হোয়াটসঅ্যাপ মেসেজ পাঠিয়ে আপনি কত সহজে কত লক্ষ মানুষের কাছে পৌঁছে যেতে পারছেন।

একইভাবে ফেসবুকেও বিজ্ঞাপন দিতে পারেন।

হোয়াটসঅ্যাপ অথবা মেসেজ করুন
৯০৬৪৮৪৯০৯৬

উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়
উত্তরবঙ্গ সংবাদ

ট্রেনের যাত্রা আরম্ভ হওয়ার সময়ে পরিবর্তন

যাত্রীদের সুবিধার জন্য, সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ ০১-০১-২০২৬ তারিখ থেকে নিম্নলিখিত ট্রেনগুলির **যাত্রা আরম্ভ হওয়ার সময় পরিবর্তন** করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

ট্রেন নং.	থেকে	পর্যন্ত	বিদ্যমান প্রস্থান	সংশোধিত প্রস্থান
12048	নর্থ লখিমপুর	গুয়াহাটি	17.00	17.20
12098	খোংসাং	আগরতলা	14.50	14.45
12423	ডিব্রুগড়	নিউ দিল্লী	20.55	20.50
12487	যোগবনী	আনন্দ বিহার (টি)	20.45	20.35
12502	আগরতলা	কলকাতা	07.35	07.30
12520	আগরতলা	লোকমান্য তিলক (টি)	07.20	07.30
13126	সাইরাং	কলকাতা	07.15	07.00
13148	বামনহাট	শিয়ালদহ	13.50	14.05
13150	আলিপুরদুয়ার জং.	শিয়ালদহ	15.15	15.40
15283	মনিহারী	জয়নগর	22.05	22.15
15417	আলিপুরদুয়ার জং.	শিলঘাট টাউন	18.00	18.45
15418	শিলঘাট টাউন	আলিপুরদুয়ার জং.	17.40	18.00
15609	গুয়াহাটি	সাইরাং	19.00	06.00
15610	সাইরাং	গুয়াহাটি	19.00	06.00
15612	শিলচর	রঙিয়া	22.40	23.00
15701	কাটিহার	শিলিগুড়ি জং.	05.00	04.45
15709	মালদা টাউন	নিউ জলপাইগুড়ি	16.50	14.30
15722	নিউ জলপাইগুড়ি	দিঘা	20.15	19.55
15768	আলিপুরদুয়ার জং.	শিলিগুড়ি জং.	05.15	05.45
15815	গুয়াহাটি	ডেকারগাঁও	16.45	16.55
15903	ডিব্রুগড়	চণ্ডীগড়	09.10	09.00
15926	ডিব্রুগড়	দেওঘর	23.55 (মঙ্গল)	01.30 (বুধ)
15933	নিউ তিনসুকিয়া	অমৃতসর	10.10	10.00
26301	যোগবনী	দানাপুর	03.25	03.30
75602	তিনসুকিয়া	লামডিং	07.15	07.40

জেনারেল ম্যানেজার (অপারেশনস)
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

অ্যাফিডেভিট

আমি Ongel Lama পিতা Sete Lama জয়ন্তী চা বাগান, আলিপুরদুয়ার নিবাসী আমার EPFO A/c.-এ নাম ভুল থাকায় গত 30-12-25 তাং APD. Notary Public-এ অ্যাফিডেভিট বলে Ongel Lama ও G. Lama এক ও অভিন্ন ব্যক্তি বলে পরিচিত হলাম। (U/D)

মালিগাঁওএ বিশ্রাম কক্ষের ব্যবস্থা করা

ই-টেন্ডার নোটিস নং ৫৫ অফ ২০২৫ তারিখ ৩০-১২-২০২৫। নিম্নলিখিত কাজের জন্যে নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে: ক্রমিক সংখ্যা. ১। টেন্ডার সংখ্যা. ডিইএনজিএইচওয়াই-৬৩-২০২৫। কাজের নাম এবং স্থান: পাণ্ডু (পশ্চিম) এ: জেডটিএমডি/পাণ্ডুতে ট্র্যাক মেশিন অফিস স্টাফের সঙ্গে সম্পর্কিত বিশ্রাম কক্ষের ব্যবস্থা করা। টেন্ডার রাশি: ৭১,৯৪,৯৫৩.৯২/- টাকা। বায়না রাশি: ১,৪৩,৯০০/- টাকা। ক্রমিক সংখ্যা. ২। টেন্ডার সংখ্যা. ডিইএনজিএইচওয়াই-৬৪-২০২৫। কাজের নাম এবং স্থান: গুয়াহাটি-কামাখ্যা- গুয়াহাটি এবং কামাখ্যা স্টেশনের সমগ্র প্ল্যাটফর্মে ২৩ বে পার্সেল শেডের নির্মাণ। টেন্ডার রাশি: ৫,১৭,৪১,৭৫৪.১৪/- টাকা। বায়না রাশি: ৪,০৮,৭০০/- টাকা। ক্রমিক সংখ্যা. ৩। টেন্ডার সংখ্যা. ডিইএনজিএইচওয়াই-৬৫-২০২৫। কাজের নাম এবং স্থান: গুয়াহাটিতে- রাশি কক্ষের সম্প্রসারণ। টেন্ডার রাশি: ২,৯৫,৭৪,৯৭৩.৭৯/- টাকা। বায়না রাশি: ২,৯৭,৯০০/- টাকা। ক্রমিক সংখ্যা. ৪। টেন্ডার সংখ্যা. ডিইএনজিএইচওয়াই-৬৬-২০২৫। কাজের নাম এবং স্থান: এসএসই/ওয়ার্ক্স/গুয়াহাটি অধিক্ষেত্রের অধীনে কলোনি এবং ইয়ার্ড নর্দমার মেরামত সহিত নর্দমা এবং কালভার্ট থেকে পলিযুক্ত সামগ্রীর অপসারণের সঙ্গে পলির নিষ্কাশন (এক বৎসরের জন্যে)। টেন্ডার রাশি: ১,৭৮,৫৬,২২৪.৯৯/- টাকা। বায়না রাশি: ২,৩৯,৩০০/- টাকা। টেন্ডার বন্ধ/খোলার তারিখ এবং সময়: ২১-০১-২০২৬ তারিখে ১৩.০০ ঘণ্টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের সম্পূর্ণ তথ্য www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।

মাণ্ডলিক অভিযন্তা/গুয়াহাটি
উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

অ্যাফিডেভিট

অমি Rajesh Oraon পিতা Bandhu Oraon জয়ন্তী চা বাগান, আলিপুরদুয়ার নিবাসী আমার EPFO A/c.-এ নাম ভুল থাকায় গত 30-12-25 তাং APD. Notary Public-এ অ্যাফিডেভিট বলে Rajesh Oraon ও K. Oraon এক ও অভিন্ন ব্যক্তি বলে পরিচিত হলাম। (U/D)

•

আমি Nikodin Munda পিতা Samoyel Munda জয়ন্তী চা বাগান, আলিপুরদুয়ার নিবাসী আমার EPFO A/c.-এ নাম ভুল থাকায় গত 30-12-25 তাং APD. Notary Public-এ অ্যাফিডেভিট বলে Nikodin Munda ও B.Munda এক ও অভিন্ন ব্যক্তি বলে পরিচিত হলাম। (U/D)

•

আমি Harimaya Chhetri স্বামী Rajesh Chhetri জয়ন্তী চা বাগান, আলিপুরদুয়ার নিবাসী আমার EPFO A/c. -এ নাম ভুল থাকায় গত 30-12-25 তাং APD. Notary Public-এ অ্যাফিডেভিট বলে Harimaya Chhetri ও S. Chhetri এক ও অভিন্ন ব্যক্তি বলে পরিচিত হলাম। (U/D)

•

আমি বিনা রানী রায়, স্বামী অজিত কুমার রায়, বামুন পাড়া, শিবযজ্ঞ রোড (বাইলেন), থানা-কোতয়ালী, জেলা-কোচবিহার, গত 30/12/25 তারিখে নোটারী পাবলিক কোচবিহার-এর অ্যাফিডেভিট বলে ঘোষণা করছি যে, আমার সঠিক জন্ম তারিখ 01/01/1966.

সোনা ও রুপোর দর

পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১৩৩৭০০
পাকা খুচরো সোনা (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১৩৪৩৫০
হলমার্ক সোনার গয়না (৯১৬/২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১২৭৭০০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি)	২৩০২০০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি)	২৩০৩০০

* দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা

পঃবঃ বুলিয়ান মার্চেন্টস অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাজারদর

CINEMA সিনেমা

Now Showing at
BISWADEEP
'45'
*ing : Shiva Rajkumar, Upendra
Time : 1:15 P.M.
প্রজাপতি-২
* Dev, Mithun
Time : 4:15 PM & 7:15 PM

Now Showing at
রবীন্দ্র মঞ্চ
শক্তিগড় ৩নং লেন (শিলিগুড়ি)
Dhurandhar
Time : 12:00 & 6:30 P.M.
Prajapati-2
Time : 3:45 P.M.
04th Jan. (Sunday) close.

আজ টিভিতে

১ ঘণ্টার মহাপর্ব

উজি-ঋষির সম্পর্কের কী হবে পরিণতি? **জোয়ার ভাঁটা** রাত ৯.০০

লেখাপড়া না সংসার, কী বেছে নেবে লাজু? **কনে দেখা আলো** রাত ১০.০০

সিরিয়াল দুটি দেখুন জি বাংলায়

এলাকে জব্দ করতে গোরার চরম সিদ্ধান্ত। **মিলন হবে কত দিনে?** রাত ৯.৩০ **স্টার জলসা**

সিনেমা

জলসা মুভিজ : সকাল ১০.৩০ রসগোল্লা, দুপুর ১.১৫ বিধাতার লেখা, বিকেল ৪.৩০ রাখী পূর্ণিমা, সন্ধে ৭.১৫ অরুন্ধতী, রাত ১০.১৫ কাঞ্চনা (বাংলা ভার্সন)
কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ৯.৪৫ বিদ্রোহ, দুপুর ১২.৪৫ আই লভ ইউ, বিকেল ৩.৪৫ সেজ বউ, সন্ধে ৭.০০ বন্ধু, রাত ১০.৩০ রোমিও ভার্সাস জুলিয়েট
জি বাংলা সোনার : বেলা ১১.০০ শিমুল পারুল, দুপুর ১.০০ সকার, রাত ১০.০০ ওগো বধূ সুন্দরী
ডিডি বাংলা : দুপুর ২.৩০ কেঁচো খুড়তে কেউটে
কালার্স বাংলা : দুপুর ২.০০ নাগ পঞ্চমী
আকাশ আট : বিকেল ৩.০৫ প্রতিশোধ

সেজ বউ বিকেল ৩.৪৫
কালার্স বাংলা সিনেমা

অ্যান্ড পিকচার্স : বেলা ১১.১২ বাগি, দুপুর ১.৩৮ মিস্টার ইন্ডিয়া, বিকেল ৪.৫৮ কোয়লা
সোনি ম্যাক্স টু : বিকেল ৪.৪১ চা ভতিজা, সন্ধে ৭.৫০ মিস্টার নটওরলাল, রাত ১০.৫৮ বড়ে ঘর কি বেটি
স্টার গোল্ড : দুপুর ১.০০ স্ত্রী-টু, বিকেল ৪.২৩ চুপ চুপ কে, সন্ধে ৭.৫০ দঙ্গল, রাত ১১.১২ রাউডি রক্ষক

স্ত্রী-টু দুপুর ১.০০ **স্টার গোল্ড**

আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : অপ্রিয় সত্যি কথা বলতে গিয়ে পরিবারে শান্তি নষ্ট হতে পারে। বহুদিনের পড়ে থাকা বকেয়া অর্থ ফেরত পেয়ে স্বস্তি। বৃষ : নিকট কোনও আত্মীয়ের প্ররোচনায় দাম্পত্যে শান্তি বিঘ্নিত হতে পারে। অতিরিক্ত বিলাসিতায় প্রচুর অর্থ নষ্ট। মিথুন : নতুন কোনও ব্যবসা শুরু করার আগে পরিবারের সঙ্গে আলোচনা করে নিন। বহুজাতিক কোম্পানিতে চাকরির সুযোগ পেতে পারেন। কর্কট : রাস্তাঘাটে একটু সাবধানে চলাফেরা করুন। আবেগের বশে কোনও দায়িত্ব নিয়ে পরে অনুশোচনা করতে হতে পারে। সিংহ : রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বরা আজ একটু কথাবার্তা সাবধানে বলুন। বাড়ি সংস্কার নিয়ে প্রতিবেশীর সঙ্গে মনোমালিন্যের সম্ভাবনা। কন্যা : বেহিসেবি খরচের কারণে মানসিক চাপ থাকবে। কর্মপ্রার্থীরা দুপুরের পর ভালো খবর পাবেন। লটারিতে অর্থপ্রাপ্তির যোগ। তুলা : গুরুত্বপূর্ণ কাগজপত্র খুব সাবধানে রাখুন। সন্তানের পড়াশোনায় আর্থিক বাধা কাটবে। পুরোনো কোনও জিনিস বিক্রি করে লাভবান হবেন। বৃশ্চিক : কর্মক্ষেত্রে বুদ্ধিবলে কোনও কাজের সমাধান করতে পেরে প্রশংসিত হবেন। বাবা-মাকে নিয়ে তীর্থভ্রমণের স্বপ্নপূরণ। ধনু : অংশীদারি ব্যবসায় নতুন বিনিয়োগে লাভবান হবেন। কোনও কাজের জন্য কাউকে উপহাস করে অনুশোচনায় ভুগতে হবে। মকর : স্ত্রীর পরামর্শে ব্যবসায় সাফল্য পাবেন। প্রতিবেশীর সঙ্গে বিবাদ বিতর্ক এড়িয়ে চলুন। সামাজিক কাজে অংশ নিয়ে প্রশংসিত হবেন। কুম্ভ : বড় কোনও কোম্পানিতে লোভনীয় চাকরির প্রস্তাব পেতে পারেন। নতুন জমি বাড়ি কেনার স্বপ্ন সফল হবে। মীন : সামান্য অলসতার কারণে বড় সুযোগ হাতছাড়া হওয়ার সম্ভাবনা। সৃষ্টিশীল কাজের জন্য প্রশংসিত হবেন।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে ১৭ পৌষ, ১৪৩২, ভাঃ ১২ পৌষ, ২ জানুয়ারি ২০২৫, ১৭ পুহ, সংবৎ ১৪ পৌষ সুদি, ১২ রজব। সূঃ উঃ ৬।২৩, অঃ ৫।০। শুক্রবার, চতুর্দ্দশী রাত্রি ৬।২৩। মৃগশিরানক্ষত্র রাত্রি ৮।১৩। শুক্রযোগ দিবা ১।২১। গরকরণ রাত্রি ৭।৩২ গতে বণিজকরণ রাত্রি ৬।২৩ গতে বিষ্টিকরণ শেষরাত্রি ৫।২০ গতে ববকরণ। জন্মে- বৃষরাশি বৈশ্যবর্ণ মতান্তরে শূদ্রবর্ণ দেবগণ অষ্টোত্তরী রবির ও বিংশোত্তরী মঙ্গলের দশা, দিবা ৯।১ গতে মিথুনরাশি শূদ্রবর্ণ মতান্তরে বৈশ্যবর্ণ , রাত্রি ৮।১৩ গতে নরগণ অষ্টোত্তরী চন্দ্রের ও বিংশোত্তরী রাহুর দশা। মৃতে- দোষ নাই। যোগিনী- পশ্চিমে, রাত্রি ৬।২৩ গতে বায়ুকোণে। বারবেলাদি ৯।২ গতে ১১।৪১ মধ্যে। কালরাত্রি ৮।২১ গতে ১০।১ মধ্যে। যাত্রা- শুভ পশ্চিমে নিষেধ, দিবা ২।৪৭ গতে দক্ষিণেও নিষেধ, রাত্রি ৬।২৩ গতে যাত্রা নাই। শুভকর্ম- দীক্ষা। বিবিধ (শ্রাদ্ধ)- চতুর্দ্দশীর একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। পূর্ণিমার নিশিপালন। অমৃতযোগ- দিবা ৭।৬ মধ্যে ও ৭।৪৯ গতে ৯।৫৭ মধ্যে ও ১২।৫ গতে ২।৫৫ মধ্যে ও ৩।৩৮ গতে ৫।০ মধ্যে ও রাত্রি ৫।৫৬ গতে ৯।৩০ মধ্যে ও ১২।৩০ গতে ৩।৪৪ মধ্যে ও ৪।৩৭ গতে ৬।২৩ মধ্যে।

সতর্কীকরণ ঃ উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সততা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

Great Eastern™
We serve you best
36 MONTHS EMI
CASH BACK Upto 45000* On Debit & Credit Cards
1 EMI OFF
YES
YEAR END SALE
0 DOWN PAYMENT
30 DAYS REPLACEMENT GUARANTEE
BAJAJ FINSERV
HDB FINANCIAL SERVICES
IDFC FIRST Bank
ONIDA 1.5 Ton 3 Star Inverter ₹24990* 1.5 Ton 5 Star Inverter ₹28990*
Godrej 1.5 Ton 3 Star Inverter ₹26490* 1.5 Ton 5 Star Inverter ₹30490*
VOLTAS 1.5 Ton 3 Star Inverter ₹27990* 1.5 Ton 5 Star Inverter ₹33990*
Haier 1.5 Ton 3 Star Inverter ₹28490* 1.5 Ton 5 Star Inverter ₹34990*
LLOYD 1.5 Ton 3 Star Inverter ₹28990* 1.5 Ton 5 Star Inverter ₹35990*
Carrier 1.5 Ton 3 Star Inverter ₹30990* 1.5 Ton 5 Star Inverter ₹34990*
HITACHI 1.5 Ton 3 Star Inverter ₹32490* 1.5 Ton 5 Star Inverter ₹36490*
LG 1.5 Ton 3 Star Inverter ₹30990* 1.5 Ton 5 Star Inverter ₹38490*
IFB 1.5 Ton 3 Star Inverter ₹28990* 1.5 Ton 5 Star Inverter ₹35490*
Whirlpool 1.5 Ton 3 Star Inverter ₹27990* 1.5 Ton 5 Star Inverter ₹30990*
BLUE STAR 1.5 Ton 3 Star Inverter ₹30990* 1.5 Ton 5 Star Inverter ₹36490*
MITSUBISHI ELECTRIC 1.5 Ton 3 Star Inverter ₹29990* 1.5 Ton 5 Star Inverter ₹33990*
Panasonic 1.5 Ton 3 Star Inverter ₹28990* 1.5 Ton 5 Star Inverter ₹35990*
SAMSUNG 1.5 Ton 3 Star Inverter ₹30490* 1.5 Ton 5 Star Inverter ₹37990*
SAMSUNG SONY LG LLOYD AKAI ONIDA Panasonic Haier
75 ₹55,990*
65 ₹40,990*
55 ₹25,990*
43 SMART ₹13,990*
32 SMART ₹7,990*
24 ₹5,990*
LLOYD 188 L FREE PHILIPS MIXER GRINDER OFFER PRICE ₹14490*
Godrej 184 L FREE PHILIPS MIXER GRINDER OFFER PRICE ₹15490*
Haier 185 L FREE PHILIPS MIXER GRINDER OFFER PRICE ₹15490*
Godrej 238 L FREE PHILIPS MIXER GRINDER OFFER PRICE ₹21490*
LG 242 L FREE PHILIPS MIXER GRINDER OFFER PRICE ₹22990*
Godrej 330 L FREE PHILIPS MIXER GRINDER OFFER PRICE ₹33990*
Haier 240 L FREE PHILIPS MIXER GRINDER OFFER PRICE ₹23990*
LG 308 L FREE PHILIPS MIXER GRINDER OFFER PRICE ₹28990*
Haier 300 L FREE PHILIPS MIXER GRINDER OFFER PRICE ₹30490*
Haier 596 L FREE MICROWAVE OFFER PRICE ₹64190*
LG 650 L FREE MICROWAVE OFFER PRICE ₹75190*
Godrej 7 KG FREE IRON OFFER PRICE ₹15590*
Haier 7 KG FREE IRON OFFER PRICE ₹14890*
LG 8 KG FREE IRON OFFER PRICE ₹18290*
BOSCH 7 KG FREE IRON OFFER PRICE ₹18090*
IFB 6.5 KG FREE IRON OFFER PRICE ₹21590*
LG 7 KG FREE IRON OFFER PRICE ₹26590*
Godrej 8 KG FREE IRON OFFER PRICE ₹31590*
LLOYD 7 KG FREE IRON OFFER PRICE ₹28590*
IFB 7 KG FREE IRON OFFER PRICE ₹32090*
BOSCH 7 KG FREE IRON OFFER PRICE ₹34190*
WATER HEATER KENSTAR BAJAJ USHA HAVELLS hindware Starting Price ₹2190*
PHILIPS INDUCTION ₹1890*
BAJAJ INDUCTION + IMMERSION ROD ₹1990*
BAJAJ MIXER GRINDER (3 JAR) +IMMERSION ROD ₹1990*
HAVELLS MIXER GRINDER (3 JAR) +IMMERSION ROD ₹2090*
PHILIPS MIXER GRINDER (3 JAR) +IMMERSION ROD ₹2090*
KENSTAR MIXER GRINDER (3 JAR) + INDUCTION + CHOPPER ₹2790*
AIR FRYER ₹2990*
GREAT EASTERN TRADING CO.
TRUSTED NAME SINCE 1959 - 6 STATES - 31 CITIES - 99+ STORES
OUR LOCATIONS NEAR YOU
BRANCHES:
SILIGURI Sevoke Road, Near North City, Opp. Planet Mall 84200 55257
BAGDOGRA Near Station More, Opp. Lower Bagdogra 85840 38100
RAIGANJ Near Sandha Tara, Bhawan 85840 64028
MALDA Pranta Pally, N H 34 85840 64029
BALURGHAT B.T. Park, Tank More 90739 31660
JALPAIGURI Siliguri Main Road, Beguntari 98301 22859
S.F. ROAD Platinum Square, Opp. SBI S.F. Road 85840 64025
COOCHBEHAR N N Rd, Maa Bhawani Chowpathi 84200 55240
DALHOUSIE - (ONLY AV) Opp. Great Eastern Hotel - 8240823718
OTHER BRANCHES : GARIA, KASBA, BECKBAGAN, RANIKUTHI, METIABRUZ, SINTHIMORE, NAGERBAZAR, KANKURGACHI, BAGUIHATI, CHINARPARK, SALKIA, KAZIPARA, ULUBERIA, CHINSURAH, SREERAMPORE, DANKUNI, ARAMBAGH, UTTARPARA, CHANDANNAGAR, SODEPUR, BARRACKPORE, HABRA, KANCHRAPARA, BONGAON, BASHIRHAT, BERACHAMPA, NAIHATI, BARASAT, BIRATI, MADHYAMGRAM, DUTTAPUKUR, HASNABAD, MALANCHA, JAYNAGAR, BATANAGAR, BARUIPUR, GHATAKPUKUR, BEHALA, DIAMOND HARBOUR, LAKSHMIKANTAPUR, USTHI, CHAMPAHATI, KAKDWIP, BOLPUR, BERHAMPORE, DURGAPUR, KHARAGPUR, KRISHNANAGAR, MEMARI, KALNA, KATWA, BURDWAN, TAMLUK, CHAKDAH, RAMPURHAT, CONTAI
*Conditions Apply. Pictures are indicative only. Offer not valid on Samsung,LG,Sony. Offer valid till stock last.*Price includes cashback & exchange offer.*Offer applicable on selected models & Brands.
WEST BENGAL | RAJASTHAN | BIHAR | JHARKHAND | ASSAM | MADHYA PRADESH | email : customercare@greateastern.in | HELPLINE : 033 - 40874444
LG SAMSUNG SONY Panasonic BLUE STAR ONIDA AKAI LLOYD Haier Whirlpool HITACHI VOLTAS Godrej Carrier BOSCH IFB BAJAJ PHILIPS USHA oppo vivo HAVELLS

প্রতিষ্ঠা দিবসে বিধানসভা ভোটের শপথ তৃণমূলের

আলিপুরদুয়ার ব্যুরো

১ জানুয়ারি : বছরের প্রথম দিন দলের প্রতিষ্ঠা দিবসে বিধানসভা ভোটে জয়ের শপথ নিল তৃণমূল কংগ্রেস। ভুলভ্রান্তি শুধরে এক মাসের মধ্যে ভোট প্রচারে নেমে পড়ার নির্দেশ দিল দলের আলিপুরদুয়ার জেলা নেতৃত্ব। দলীয় পতাকা উত্তোলন এবং প্রবীণদের সংবর্ধনা জানানোর মধ্যে দিয়ে দিনটি পালন করে তৃণমূল। তবে বৃহস্পতিবার জেলা তৃণমূল কার্যালয়ে পতাকা উত্তোলনে উপস্থিত ছিলেন না খোদ জেলা সভাপতি প্রকাশ চিকবড়াইক, প্রাক্তন বিধায়ক সৌরভ চক্রবর্তীর মতো নেতারা। যদিও প্রকাশ বলছেন, একাধিক পার্টি অফিসে আমি দলের পতাকা উত্তোলন করেছি। জেলা অফিসের দায়িত্বে ছিলেন চেয়ারম্যান। সব জায়গায় বিধানসভা ভোটের জন্য শপথ নিয়েছি। এক মাসের মধ্যেই আমরা নিজেদের ভুলভ্রান্তি ঠিক করে ভোটের কাজে ঝাঁপিয়ে পড়ব।'

এদিন জেলা তৃণমূল কার্যালয়ে দলীয় পতাকা উত্তোলন করেন চেয়ারম্যান গঙ্গাপ্রসাদ শর্মা। উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক সুমন কাঞ্জিলাল। টাউন ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের উদ্যোগেও দলের প্রতিষ্ঠা দিবস পালন করা হয়। এছাড়াও শহরের ২০টি ওয়ার্ডেই শাসকদলের তরফে দিনটি পালিত হয়েছে। ফালাকাটাতেও দিনটি পালিত হয়েছে। কালচিনি চা বাগানের ট্রলি লাইনে কেক কেটে দলের প্রতিষ্ঠা দিবস উদযাপন করেন দলের জেলা সভাপতি প্রকাশ, জেলা চেয়ারম্যান গঙ্গাপ্রসাদ, জেলা কমিটির সহ সভাপতি অসীমকুমার লামা। হ্যামিল্টনগঞ্জের দলীয় কার্যালয়ে দিনটি দলের সমর্থকদের নিয়ে পালন করেন জেলা সহ সভাপতি অসীমকুমার লামা।

বৃদ্ধার মৃত্যু

পলাশবাড়ি, ১ জানুয়ারি : গত বুধবার নিজের বাড়িতেই অগ্নিদগ্ধ হন পূর্ব কাঁঠালবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের ব্যাংডাকি গ্রামের বছর সত্তরের গায়ত্রী রাই। বৃহস্পতিবার তাঁর মৃত্যু হয়। বুধবার দুপুরে হঠাৎ করেই আগুন লেগে যায় ঘরে। শর্টসার্কিট থেকেই আগুন লাগে বলে প্রাথমিকভাবে জানা যায়। সেই অগ্নিকাণ্ডে বৃদ্ধার শরীরের পঞ্চাশ শতাংশ পুড়ে যায়। একই সঙ্গে জখম হয় বৃদ্ধার নাতনি মনীষা রাই। দুজনকেই কোচবিহার এমজেএন মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানেই চিকিৎসারত অবস্থায় এদিন বৃদ্ধার মৃত্যু হয়। তবে তার নাতনি সুস্থ হওয়ায় হাসপাতাল থেকে ছুটি দেওয়া হয়।

সচেতনতা

শামুকতলা, ১ জানুয়ারি : নতুন বছরের প্রথম দিন আলিপুরদুয়ার-২ ব্লকের সিঙ্গিমারি বিএফপি স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে একটি সচেতনতা শিবির হয়। ভাটিবাড়ি ফাঁড়ির তরফে এই উদ্যোগ। শিবির শেষে ছাত্রছাত্রীদের হাতে চকোলেট এবং কেক দেওয়া হয়।

কল্পতরু দিবস

শামুকতলা, ১ জানুয়ারি : শামুকতলা শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রমের উদ্যোগে বৃহস্পতিবার কল্পতরু দিবস উদযাপন এবং শামুকতলা শ্রী রামকৃষ্ণ সেবাশ্রমের দ্বারোদ্ঘাটন অনুষ্ঠান হয়। শামুকতলার বাসিন্দা পৃথ্বীরাজ সাহার বাড়িতে বিশেষ পুজো হয়। ভজন, স্তোত্র, কথামৃত পাঠ, কল্পতরু দিবস সম্পর্কে আলোচনা শেষে প্রসাদ বিতরণ করা হয়।

নতুন প্রাণ জলদাপাড়ায় : বছরের প্রথম দিনই মিলল সুখবর। জলদাপাড়ায় জন্ম নিল গন্ডার শাবক। বিভাগীয় বনাধিকারিক পারভিন কাশোয়ান জানান, মা ও শাবক সুস্থ রয়েছে। কুনকির পিঠে চড়ে টহলদারির সময় বনকর্মীরা শাবকটিকে দেখতে পান।

বর্ষবরণে আনন্দে ভাসল আলিপুরদুয়ার

পিকনিক স্পটে হুল্লোড়

আলিপুরদুয়ার ব্যুরো

১ জানুয়ারি : বলা যায়, হাট বসেছে রেতির পাড়ে! বছরের প্রথম দিন উৎসাহী মানুষের ভিড় উপচে পড়ছিল ভারত-ভুটান সীমান্তের লঙ্কাপাড়া চা বাগানের শেষ প্রান্তের টিলাটায়। সেখানে ২০২৩ সালের ২৯ ডিসেম্বর ইকো পার্ক এবং পিকনিক স্পট গড়ে এলাকার স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা মনোকামনা ওয়েলফেয়ার সোসাইটি। বৃহস্পতিবার সকাল ৯টা থেকেই ভিড় সেখানে। কেউ রান্নায় ব্যস্ত। কেউ হর্স রাইডিংয়ে। কেউ আবার নজরমিনারে উঠে ক্যামেরাবন্দি করছিলেন ভুটানের পাহাড়গুলি। অনেকটা নীচে রেতি নদী আর চন্দ্রবীরধারার সঙ্গমস্থল। ছোটরা ব্যস্ত দোলনায়। ইকো পার্কে তখন তিলধারণের জায়গা নেই! বীরপাড়ার ব্যবসায়ী সঞ্জয় জৈন মাকরাপাড়ার কালী মন্দিরে পুজো সেরে সপরিবারে বেড়াতে গিয়েছিলেন লঙ্কাপাড়া ইকো পার্কে। তবে গিজগিজ ভিড়ে বেশিক্ষণ থাকা হয়নি ওঁদের। সঞ্জয় বলছিলেন, 'বাপ রে, কি ভিড়! মনে হচ্ছে হাট বসেছে!' বেলা দুটো নাগাদ লঙ্কাপাড়া ছাড়লেন সঞ্জয়রা।

বুধবার রাত ঠিক ১২টায় হাজার হাজার বাজি পোড়ে মাদারিহাট, বীরপাড়া, রাঙ্গালিবাজনা, শিশুবাড়ি, য়েরবাড়িতে। বৃহস্পতিবার সকাল থেকেই টোটোপাড়া এবং লঙ্কাপাড়ায় পিকনিক পার্টির শয়ে-শয়ে গাড়ি ঢুকতে থাকে। স্থানীয়রা বাইক নিয়েই বেড়াতে যান। লঙ্কাপাড়া ইকো পার্কে ঢোকার মুখে দাঁড়িয়ে বীরপাড়ার বিমান পাল বলছিলেন, 'ভেতরে ঢোকাই যাচ্ছে না! এ তো দেখছি জনজোয়ার!' কুমারগ্রামের বারবিশার আনন্দ সরকাররা বাড়ির ছাদেই পিকনিক করেন বুধবার রাতে। তিনি বলছিলেন, 'পিকনিক করতে করতেই বাজি ফাটিয়ে নববর্ষকে বরণ করলাম।'

পোরো পিকনিক স্পটে ঘোরার গাড়িতে পর্যটকরা। ছবি : আয়ুষ্মাণ চক্রবর্তী

বৃহস্পতিবার ভিড় উপচে পড়ে কালচিনির দক্ষিণ লতাবাড়ি গ্রামের গ্রিন পার্ক পিকনিক স্পটেও। প্রচুর মানুষের সমাগম হয়। আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার, জয়গাঁ, হ্যামিল্টনগঞ্জ, কালচিনি থেকে আগত হাজারখানেক মানুষ সেখানে নববর্ষকে স্বাগত জানান। ভিড় জমান। কেউ পিকনিক করতে, আবার কেউ এসেছিলেন প্রাকৃতিক সৌন্দর্য উপভোগ করতে। আলিপুরদুয়ার শহরের প্রদীপ রায় বলছিলেন, 'বছরের প্রথম দিন। তাই পরিবারের সদস্যদের নিয়ে দিনটি উপভোগ করতে আসা।' গ্রিন পার্ক ছাড়াও এদিন ডিমা, তোর্ষা সড়কসেতু, হাসিমারার কাছে এশিয়ান হাইওয়ের ফ্লাইওভারেও অনেকেই বাইক ও ছোট গাড়ি নিয়ে বেড়াতে যান।

বুধবার গভীর রাত পর্যন্ত কেক কাটা, নাচ-গান, হইচই করায় বৃহস্পতিবার আলিপুরদুয়ার শহরের ঘুম ভাঙে একটু দেরিতে। এরপরই বিভিন্ন পিকনিক স্পটে ছুটতে থাকেন শহরের বাসিন্দারা। আবার অনেকে হোটেল, রেস্টুরেন্টেই ভুরিভোজ করেন। ক্যাফেতে কমবয়সিদের ভিড়। তবে বছরের প্রথম দিনটা অনেকেই শুরু করেছেন মন্দিরে পুজো দিয়ে। বেলা দশটা থেকেই পানিঝোরা, পাম্পু বস্তি পোরো বস্তিতে শহরবাসীর ভিড়। অনেকে কাপড়চোপড় কেনাকাটা করেন। মিষ্টির দোকানগুলিতেও ভিড় নজরে এসেছে।

পলাশবাড়িতে বৃহস্পতিবার নববর্ষবরণে স্থানীয় মেয়েদের নবনৃত্যবাসা প্রেরণা সংস্থার পরিচালনায় নাচ, গান, নাটকের বিচিত্রানুষ্ঠান হয় শিলবাড়িহাট ফুটবল ময়দানে। সংস্থার সম্পাদক মলি ভুঁইয়া বলছিলেন, 'খুদে শিল্পীরাই মঞ্চ মাতিয়েছে।' অনুষ্ঠানে ওই সংস্থাটির নৃত্যালেখ্য 'রস রাগে শ্রীচৈতন্য' দর্শকদের নজর কাড়ে। মেয়েরাই অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন। সকাল থেকে সন্ধ্যা অবধি অনুষ্ঠানে দর্শক শ্রোতার ভিড় ছিল। অন্যদিকে, নববর্ষের সৌজন্যে এদিন যেন প্রাণ ফিরে পায় একপ্রকার পরিত্যক্ত কুঞ্জনগর প্রকৃতি পর্যটনকেন্দ্রটি। কুঞ্জনগরের ভারপ্রাপ্ত বিট অফিসার বিপ্লব রায় জানান, এদিন প্রায় চার হাজার মানুষের ভিড় হয়।

সভাস্থল নিয়ে উদ্বেগ

আলিপুরদুয়ার, ১ জানুয়ারি : অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সভাস্থলের আশপাশে চিতাবাঘের হানার আশঙ্কা করে আগাম সতর্ক হচ্ছে বন দপ্তর। চা বাগান ঘেরা জায়গায় সভা চলাকালীন চিতাবাঘ বের হলে বড় বিপদ ঘটতে পারে। বৃহস্পতিবার তাই সভাস্থলের আশপাশে লেপার্ড তাড়াতে পটকা ফাটানো হল। এছাড়াও এলাকায় পুলিশি নজরদারি বাড়ানো হচ্ছে। আগামী ৩ জানুয়ারি আলিপুরদুয়ারে আসছেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক। শহর সংলগ্ন মাঝেরডাবরি চা বাগানের আউট ডিভিশনের মাঠে তাঁর কর্মসূচি রয়েছে। সেখানেই চিতাবাঘ থাকার সম্ভাবনা আছে। এছাড়া এসময় চিতাবাঘের প্রসবের সময়। তাই মাঠ বা সংলগ্ন জায়গায় সেগুলি ডেরা বাঁধতে পারে।

এনিয়ে বন দপ্তরের মোবাইল স্কোয়াডের রেঞ্জ অফিসার অমিতাভ পাল বলেন, 'যে মাঠে সভা, তার চারদিকে চা বাগান। তাই কোনও ঝুঁকি নিচ্ছি না। এদিন বাগানের বিভিন্ন দিকে পটকা ফাটানো হল। অনুষ্ঠানের দিনও সতর্ক থাকব।' এছাড়া বৃহস্পতিবার মাঝেরডাবরি চা বাগানের আউট ডিভিশনের মাঠ ঘুরে দেখে বন দপ্তর। চলে তল্লাশিও। সঙ্গে ছিলেন অভিষেকের ক্যামাক স্ট্রিটের অফিস থেকে আসা প্রতিনিধিরাও।

হাতি দর্শন

জয়গাঁ, ১ জানুয়ারি : বর্ষবরণের প্রথম সকালে ঘুম চোখে হাতি দর্শন। যথারীতি আতঙ্ক ছড়াতে বেশি সময় লাগেনি। একটা মাদ্রাসার দেওয়াল ভাঙা ছাড়া হাতিটি তেমন ক্ষতি করেনি। কিছুক্ষণের মধ্যে হাতিটি তোর্ষা নদীর দিকে চলেও যায়। কিন্তু কিছুতেই আতঙ্কমুক্ত হতে পারছেন না জয়গাঁ শহর সংলগ্ন ছোট মেচিয়াবস্তি এলাকার বাসিন্দারা। বৃহস্পতিবার ভোরে হাতির ঘুরে বেড়ানো দেখতে অবশ্য কম ভিড় হয়নি এলাকায়। কেউ বারান্দা থেকে, কেউ ছাদে উঠে হাতি দেখতে থাকেন ভোর পাঁচটাতে।

তৃণমূলে যোগ

কালচিনি, ১ জানুয়ারি : বৃহস্পতিবার কালচিনি গ্রাম পঞ্চায়েতের সদস্য নবীন থাপা তৃণমূলে যোগদান করলেন। নবীন ২০২৩ সালের পঞ্চায়েত নির্বাচনে কংগ্রেসের টিকিটে জয়ী হয়েছিলেন। তাঁর হাতে পতাকা তুলে দেন তৃণমূলের জেলা সভাপতি প্রকাশ চিকবড়াইক, দলের জেলা চেয়ারম্যান গঙ্গাপ্রসাদ শর্মা প্রমুখ।

চিতাবাঘের আতঙ্ক বারবিশা বটতলায়

নৃসিংহপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়

বারবিশা, ১ জানুয়ারি : কুমারগ্রাম ব্লকের বারবিশার বটতলায় প্রণয় ঘোষের বাড়ির পেছনে বাঁশঝাড়ের মধ্যে কাঁঠাল গাছে রাতের অন্ধকারে আশ্রয় নেয় চিতাবাঘ। তবে বাসিন্দারা টের পাননি। বৃহস্পতিবার বিকেলে পড়শি সাগরিকা সাহা ছাদ থেকে লক্ষ করেন, কাঁঠাল গাছে বড় চিতাবাঘ! স্থির বসে লেজ নাড়ছে। ঘটনার কথা প্রতিবেশীদের জানান। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছোন ভল্কা রেঞ্জের বনকর্মী এবং বারবিশা ফাঁড়ির পুলিশকর্মীরা। ব্যাপক আতঙ্ক ছেড়ায় এলাকাজুড়ে।

ভল্কা রেঞ্জ অফিস জানিয়েছে, মাইকিং করে বাসিন্দাদের সচেতন করা হয়। অযথা ঘর থেকে বের হতে বারণ করা হয়। আলিপুরদুয়ার থেকে বন দপ্তরের দল রওনা দিয়েছে। দ্রুত চিতাবাঘটিকে ঘুমপাড়ানি গুলিতে কাবু করা হবে। এরপর খাঁচাবন্দি করে নিরাপদে জঙ্গলে ছেড়ে দেওয়া হবে বুনোকে। তবে সন্ধে পর্যন্ত বুনোকে উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি।

এদিকে, চিতাবাঘ দেখতে বারবিশা বটতলা লোকে লোকারণ্য। বটতলায় কাঁঠাল গাছে চিতাবাঘ বসে আছে- লোকমুখে চাউর হতেই উৎসাহীরা ভিড় করেন। স্থানীয় বাসিন্দা শিবা দাস বলেন, 'কাঁঠাল গাছে চিতাবাঘটি বসে লেজ নাড়াচ্ছে। কীভাবে এতবড় বুনো পাড়ার মধ্যে ঢুকে পড়ল বুঝতে পারছি না। চিতাবাঘটিকে খাঁচাবন্দি করা না হলে সমস্যা আরও বাড়বে।'

ষষ্ঠ শ্রেণির অরিন্দম সাহা চিতাবাঘ দেখতে এসেছিল। তাকে অবশ্য বনকর্মীরা কাঁঠাল গাছের কাছে ঘেঁষতে দেননি। দূর থেকে বাঘের লেজ দেখেই সন্তুষ্ট থাকতে হয়েছে খুদেকে। প্রণয়ের কথায়, 'বাড়ির পেছনে এতবড় একটা প্রাণী নিঃশব্দে এসে আশ্রয় নিয়েছে, আমরা বুঝতেই পারিনি। চিতাবাঘটিকে উদ্ধার করে না নিয়ে যাওয়া পর্যন্ত শান্তি পাচ্ছি না। গোটা রাত ঘুমাতে পারব না।' স্থানীয় বাসিন্দা শংকর সাহা বলেন, 'আগে আমাদের পাড়ায় চিতাবাঘ ঢোকেনি। ছোটদের নিয়ে ভয় হচ্ছে।' এলাকাবাসী মিঠুন সাহা বলেন, 'বনকর্মীরা কখন ঘুমপাড়ানি গুলি ছুড়বেন? এভাবে আমরা কতক্ষণ আতঙ্কে থাকব?'

বৃহস্পতিবার সকালে অসম-বাংলা সীমানার পাকরিগুড়িতে অজানা জন্তুর পায়ের ছাপ দেখে আতঙ্ক ছড়ায়। পেশায় দিনমজুর আইজল হক চৌধুরী বলেন, 'কাজে এসে দেখি বিড়ালের মতো পায়ের ছাপ। কিন্তু আকারে অনেক বড়। তাই বাঘ বলে সন্দেহ হচ্ছে। আগে কোনওদিন এখানে বন্যজন্তুর পায়ের ছাপ দেখিনি।' একই বক্তব্য জালালউদ্দিন জোতদারেরও। যদিও বনকর্মীদের একাংশ দাবি করেন, এটা চিতাবাঘ বা বাঘের পায়ের ছাপ নয়। এটা শিয়ালের পায়ের ছাপ।

১) বৃহস্পতিবার বিকেলে বারবিশা বটতলায় চিতাবাঘ দেখতে সাধারণ মানুষের ভিড়। ২) অসম-বাংলা সীমানার পাকরিগুড়িতে অজানা জন্তুর পায়ের ছাপে আতঙ্ক।

রাজনীতির অন্দরমহলে

দাপুটে চেয়ারম্যান থেকে সমাজসেবী

ছাত্র জীবনে রাজনীতিতে হাতেখড়ি। পরে ভোটে জিতে পুরসভার চেয়ারম্যান। দায়িত্ব পেয়ে শহরের রাস্তাঘাটের ভোল বদলে দেন। ডুয়ার্স উৎসব সূচনার নেপথ্যেও ছিল তাঁর অগ্রণী ভূমিকা। তবে এখন রাজনীতি থেকে শতহস্ত দূরে। ভালোবাসেন মানুষকে। তাই সমাজসেবাই একমাত্র ধ্যানজ্ঞান দীপক দে ওরফে বাবুলালের।

ভাস্কর শর্মা

আলিপুরদুয়ার, ১ জানুয়ারি : প্যারেড গ্রাউন্ডকে বলা হয় আলিপুরদুয়ারের ফুসফুস। সেখানে এখন ঘটা করে চলছে ডুয়ার্স উৎসব। কিন্তু যিনি জন্মলগ্ন থেকে ডুয়ার্স উৎসবের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন, কেবল তিনিই আজ ব্রাত্য। শুধু তাই নয়, রাজনীতি থেকেও তিনি শতহস্ত দূরে। বরং এখন তাঁর পরিচয় একজন সমাজসেবী হিসেবে। কথা হচ্ছে, দীপক দে'র। তিনি আলিপুরদুয়ার পুরসভার প্রাক্তন চেয়ারম্যান। তবে শহরবাসীর কাছে তিনি 'বাবুলাল'। একসময়ের কংগ্রেসের দাপুটে নেতা। রাজনীতি থেকে সহস্র যোজন দূরে থাকলেও এখনও গোটা শহর পায়ে হেঁটে জনসংযোগ সারেন। কোনও রাজনৈতিক স্বার্থে নয়, সামাজিক দায়বদ্ধতা থেকে।

কংগ্রেসের প্রাক্তন জেলা সভাপতি বিশ্বরঞ্জন সরকারের হাত ধরে বাবুলালের রাজনীতিতে প্রবেশ। ছাত্র পরিষদের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। পরে যুব কংগ্রেস এবং কংগ্রেসের হয়ে সক্রিয় রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়েন। একটা সময় কংগ্রেস ছেড়ে তৃণমূল কংগ্রেসে যোগদানের হিড়িক পড়লেও দীপক কখনও সে পথে হাঁটেননি। দলের দুঃসময়েও তিনি ছিলেন কংগ্রেসের পাশে। রাজনীতির বাইরে ব্যক্তি দীপক অত্যন্ত নম্র ও ভদ্র মানুষ। তাই হয়তো পুরসভার ১ নম্বর ওয়ার্ডে বাবুলালের জনপ্রিয়তা এখনও ম্লান হয়নি।

বাবুলাল ১৯৯৩ সালে বাম আমলে প্রথমবার পুরভোটে দাঁড়ান। প্রথমবারেই বাজিমাত। ভোটে জিতে কাউন্সিলার হন বাবুলাল। পরবর্তী ভোটগুলোয় ১ নম্বর ওয়ার্ডের আসনটি সংরক্ষিত হয়ে পড়ে। তবে ফের বাবুলালের কাছে সুযোগ আসে। ২০০৩ সালে ওই ওয়ার্ড থেকে ফের কংগ্রেসের টিকিটে ভোটে দাঁড়িয়ে তিনি জিতে যান। সেইবার ২০টি ওয়ার্ডের মধ্যে কংগ্রেস জিতেছিল ১২টি এবং বামফ্রন্ট ৮টি ওয়ার্ডে। কংগ্রেসই পুর বোর্ড গঠন করে। আর ওই বোর্ডের চেয়ারম্যান হন দীপক ওরফে বাবুলাল। চেয়ারম্যান হয়েই শহরের প্রতিটি ওয়ার্ডের বেহাল রাস্তার ভোল বদলে দেন। তৈরি হয় ঝাঁ চকচকে রাস্তা, ড্রেন। একাধিক ছোট রাস্তা চওড়া করা হয়। ২০০৫ সালে ডুয়ার্স উৎসব পরিকল্পনার অন্যতম কারিগর ছিলেন এই বাবুলাল। তৎকালীন মহকুমা শাসক সৌমিত্র মোহনের পৌরোহিত্যে শুরু হয় ডুয়ার্স উৎসব। এরই মধ্যে কংগ্রেসের কয়েকজন কাউন্সিলার বামফ্রন্টের সঙ্গে হাত মিলিয়ে বোর্ডে অনাস্থা আনেন। ২০০৬ সালে বাবুলাল চেয়ারম্যান পদ থেকে ইস্তফা দেন। তারপর থেকে আর কোনওদিন তাঁকে পুরসভামুখী হতে দেখা যায়নি। দলের সঙ্গেও দূরত্ব বাড়িয়ে নেন। বাবুলালের কথায়, 'আমি পুরসভার চেয়ারম্যান থাকাকালীন ডুয়ার্স উৎসবের সূচনা হয়। কিন্তু এখনের কমিটি আমাকে মনে রাখেনি। আমার অবশ্য আফসোস নেই। ইস্তফা দেওয়ার সময়ই বুঝতে পারি বর্তমান রাজনীতির সঙ্গে আমি খাপ খাওয়াতে পারছি না। কিন্তু শহরের মানুষ আমাকে ভালোবাসে। তাই মানুষের বিপদে পাশে দাঁড়ানোর চেষ্টা করি। আমৃত্যু তাই করতে চাই।'

- ১৯৯৩ সালে কংগ্রেসের টিকিটে জয়লাভ করে আলিপুরদুয়ার পুরসভার ১ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলার হন দীপক দে
- ২০০৩ সালে বামফ্রন্টের থেকে পুর বোর্ড ছিনিয়ে নেয় কংগ্রেস, দীপককে চেয়ারম্যান করে দল
- ২০০৬ সালে বাবুলাল চেয়ারম্যান পদ থেকে ইস্তফা দেন, তারপর আর পুরসভামুখী হননি

পাঠকের লেন্সে
8597258697
picforubs@gmail.com

জীবন ও জীবিকা।। *জামালদহে জলঢাকা নদীতে ছবিটি তুলেছেন আশুতোষ বর্মন।*

পর্যটকদের 'স্বর্গই' আতঙ্কের আরেক নাম

উত্তরবঙ্গ মানেই পাহাড় আর অরণ্যের এক আদিম হাতছানি। সূর্য ডুবলেই যেখানে নিস্তব্ধতা কথা বলে ওঠে। ঝিঁঝিঁ পোকার একটানা সুর, জোনাকির বিন্দু বিন্দু আলো আর মায়াবী চাঁদের আলোয় ঘেরা সেইসব নির্জন বন লাগোয়া গ্রামের অলিন্দে লুকিয়ে থাকে কত না-বলা কথা। সেই রহস্য, রোমাঞ্চ আর নস্টালজিয়াকে সঙ্গী করেই উত্তরবঙ্গ সংবাদের নতুন নিবেদন 'বনবাড়ির গল্প'

বনবাড়ির গল্প

অভিরূপ দে

ময়নাগুড়ি, ১ জানুয়ারি : জঙ্গল ঘেঁষা বনবস্তি। পাশে গড়ে উঠেছে একের পর এক ট্যুরিস্ট লজ। সেখান থেকে পূর্ণিমার চাঁদ দেখে মোহিত হন পর্যটকরা। তাঁদের কাছে বন ঘেঁষা লজ, খোলা আকাশ, পোকামাকড়ের ডাক যেন আলাদাই স্মৃতি তৈরি করে। বারবার ডেকে আনে সেখানে। কিন্তু বন ঘেঁষা এলাকা হওয়ায় এর দাম কী দিতে হয়, সেটা স্থানীয়রাই জানেন।

রামশাই ভেলোয়ারডাঙ্গা বনবস্তি। গরুমারা জঙ্গলের ধারে একরত্তি বস্তি। মেরেকেটে এখানে ২৫ ঘরের বাস। রাত হলে বাসিন্দাদের আতঙ্কে থাকা যেন নিয়ম হয়ে দাঁড়িয়েছে। সব ঘরের সব বাসিন্দাই সারারাত আতঙ্কে থাকেন। কখন বুনো হাতি, বাইসন কিংবা গন্ডার আসে। রাত হলে গ্রামের মানুষ যদি ঘরে না ফেরেন, সারা গ্রাম প্রায় তাঁর অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে থাকেন রাস্তায়, সাবধানে লোকটা ফিরবে তো!!

গ্রামে পরিষেবা বলতে কিছুই নেই। বিদ্যুতের আলো আর পানীয় জলটুকুই পৌঁছেছে। স্কুল-কলেজ যেতে হয় জঙ্গল ঘেঁষা রাস্তা পেরিয়ে। ছেলেমেয়েদের স্কুলে পাঠিয়েও নিশ্চিন্তে থাকেন না বাবা-মা। ফিরতে বিকেল হয়ে যায়। রাস্তায় চিতাবাঘ, হাতি, বুনো শুয়োরের পাল থাকে। ছেলেমেয়েদের পইপই করে বুঝিয়ে দিয়েছেন, তারা যেন দলবেঁধে আসে। গ্রামে দোকান বলতে একটাই। সেখানেই মোজা থেকে কাপড় কাচার সাবান পাওয়া যায়। বাড়িতে অতিথি এলে মিষ্টি পাতে দেওয়ার সামর্থ্য নেই। যদিওবা দেওয়ার ইচ্ছে করে, তাহলেও সম্ভব নয়। মিষ্টি আনতে গেলেও পাড়ি দিতে হবে ১০ কিমি। গ্রাম লাগোয়া এলাকায় ইদানীং হোমস্টে হয়েছে। পর্যটকরাও আসেন নিয়মিত। বলেন, 'কী সুন্দর এই গ্রাম। ঝিঁঝিপোকার ডাক শুনতে শুনতে নিঝুম রাতে আকাশে তারা দেখা যায়। আমাদের শহরে এইসব দেখি না।' গ্রামের মানুষ জানেন এই তারা দেখতে পাওয়ার মূল্য তাঁদের কতটা দিতে হয়, যখন হাতি সারারাত গ্রাম দাপিয়ে বেড়ায়। গা ছমছমে গ্রামের পরিবেশ। সন্ধে হলেই গোটা গ্রামটাই কেমন হয়ে যায়।

রামশাই ভেলোয়ারডাঙ্গা বনবস্তি।

একপাশে শাল-সেগুন-মেহগনির ঘন জঙ্গল গরুমারা, একপাশে দিগন্তজোড়া চা বাগান। পাশ দিয়ে শান্ত ছন্দে বয়ে চলেছে সুন্দরী জলঢাকা নদী। তার মাঝে ভেলোয়ারডাঙ্গা বনবস্তি। সন্ধ্যা নামলেই সেখানে হাতির দল ঘোরাফেরা করে। কখনও নালায় ওঁত পেতে থাকে লেপার্ড। ভেলোয়ারডাঙ্গাই নয়, রামশাই গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত কালীপুর বনবস্তি, চটোয়া বনবস্তি, বুধুরাম বনবস্তির চিত্রটাও একই রকম।

ভেলোয়ারডাঙ্গার বাসিন্দা শিবু মুন্ডার কথায়, 'একেবারে জঙ্গল ঘেঁষা এলাকা হবার ফলে প্রায় প্রতিদিনই কোনও না কোনও বন্যজন্তু ঘুরে বেড়ায়। বনকর্মীরা তাদের জঙ্গলে ফেরান।' পাশ থেকে জিৎবাহান মুন্ডা বলেন, 'বন্যপ্রাণীর হানায় গ্রামের অনেকেই আহত হয়েছেন। বাড়িঘড় ভেঙেছে হাতি। প্রাণ হাতেই বাড়ি থেকে বের হতে হয় আমাদের।' পাশ থেকে মাথা নেড়ে সম্মতি জানান বিফাই মুন্ডা, চন্দ্র খেয়োরা, মহারঙ্গ মুন্ডারা।

রামশাই জয়েন্ট ফরেস্ট ম্যানেজমেন্ট কমিটির কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্য বিনয় ঝা বলেন, 'আমাদের গ্রাম ভয়ংকর, কিন্তু সুন্দর। গ্রামের শোভা দেখতে এখন পর্যটকদের সংখ্যাও বৃদ্ধি পেয়েছে।' কিন্তু গ্রামবাসী কতটা আতঙ্কে রয়েছেন, সেই খোঁজ কর্তারা রাখেন কি!

নামেই নেত্রী

বকলমে প্রধানের চেয়ারে বসেন স্বামী। পঞ্চায়েতে যাবতীয় কাজকর্মের পাশাপাশি ছড়ি ঘোরান তিনি।

অনেকে জানেন মন্টুই প্রধান

অভিজিৎ ঘোষ

আলিপুরদুয়ার, ১ জানুয়ারি : আপনাদের প্রধানের নাম কি যেন? এই গ্রামেই তো বাড়ি না? বীরপাড়া কৃষক বাজারে ঢোকার রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে থাকা দুজনকে জিজ্ঞেস করায় একজন বললেন, 'মন্টুর বাড়ি তো! একটু এগিয়ে যান, কালভার্ট পার করেই রাস্তার পাশের বাড়িটা।' পাশের জনের সংযোজন, 'আরে দাদা মন্টু নয়, ওর বৌ প্রধান।'

এখানে মন্টু নামে যাঁর কথা বলা হচ্ছে, তিনি টিংকু রায়। গ্রামে পরিচিত মন্টু নামে। তাঁর স্ত্রী শ্রীতা রায় আলিপুরদুয়ার-১ ব্লকের পররপার গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান। সরকারি নথিতে শ্রীতা প্রধান হলেও, বেশিরভাগ কাজ সামলান মন্টু। বিভিন্ন বড় সিদ্ধান্ত নেওয়া, গ্রামের সালিশি সভা, সবেতেই মধ্যমণি মন্টু। যে কারণে পররপার গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার সিংহভাগ বাসিন্দার কাছে প্রধান মন্টু। সূচনা দেওয়ার ক্ষেত্রে প্রশাসনিক আধিকারিকদের ফোনও নাকি আসে মন্টুর মোবাইল নম্বরে। অর্থাৎ স্ত্রী জনপ্রতিনিধি হলেও, স্বামীর কাঁধেই বিভিন্ন দায়িত্ব এবং তা দীর্ঘদিন ধরেই। গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান শ্রীতাকে বিভিন্ন জায়গায় দেখা যায় বটে, তবে তাঁর স্বামী মন্টুর উপস্থিতি বেশি থাকে বলে অভিযোগ। তা অবশ্য মানতে নারাজ শ্রীতা। তাঁর কথায়, 'আমি গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান। আমার কাজটা আমিই করি। আমিই সব জায়গায় যাই। সেটা সবাই দেখতেই পায়।' একই বক্তব্য মন্টুরও। তিনি বলছেন, 'প্রধানের কাজ প্রধান করে। সেখানে আমার কোনও ভূমিকা নেই। আমি বেশি গ্রাম পঞ্চায়েত কার্যালয়েও যাই না। গ্রাম পঞ্চায়েতে নিয়ম রয়েছে সেখানে শুধু পঞ্চায়েত সদস্যরা থাকবে। কারও স্বামী সেখানে জায়গা পায় না। গ্রামেও প্রধানকেই বেশি ডাকা হয়।'

পররপার গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান শ্রীতা রায়।

আমি গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান। আমার কাজটা আমিই করি। আমিই সব জায়গায় যাই। সেটা সবাই দেখতেই পায়।

--শ্রীতা রায়, প্রধান, পররপার গ্রাম পঞ্চায়েত

যদিও এমন দাবি মানতে নারাজ বিরোধীরা। এলাকার বাসিন্দা তথা বিজেপির জেলা কমিটির সদস্য দীপক কার্জি বলেন, 'প্রধান নামে এবং সই দেওয়ার জন্য। সব কাজ করেন তাঁর স্বামী। এটা গ্রামের সবাই জানে। দেখাও যায়। ক্ষমতা ধরে রাখার জন্যই এটা করা হয়েছে। আর কিছু নয়।' একসময় পররপার গ্রাম পঞ্চায়েতের ১২/৯৯ বুথের পঞ্চায়েত সদস্য ছিলেন মন্টু। আসনটি মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত হওয়ায় সেখানে তৃণমূলের হয়ে ভোটে দাঁড়ান তাঁর স্ত্রী শ্রীতা। নির্বাচনে জেতার পর তাঁকে প্রধান করা হয়।

পঞ্চায়েত সদস্য থাকাকালীন মন্টু নিজের এলাকায় যেভাবে পরিষেবা দেওয়ার ক্ষেত্রে যুক্ত থাকতেন, এখন স্ত্রী প্রধান হওয়ায় তাঁর ডাক পড়ছে বিভিন্ন এলাকাতেও। তৃণমূল যুবর অঞ্চল সভাপতির দায়িত্বেও রয়েছেন তিনি। দলের বিভিন্ন কর্মসূচিতেও স্ত্রীকে নিয়ে যান মন্টু। ফলে, প্রশাসনিক ও রাজনৈতিক, দুই ক্ষেত্রেই শ্রীতার কাজ হয় স্বামীর হাত ধরেই।

মান-অভিমানে বিড়ম্বনায় বিজেপি

ইস্তফা জেলা সভানেত্রীর

অভিজিৎ ঘোষ

আলিপুরদুয়ার, ১ জানুয়ারি : আচমকা বিজেপির আলিপুরদুয়ার মহিলা মোর্চার জেলা সভানেত্রী পদ থেকে ইস্তফা দিলেন অ্যাঞ্জেলা কর্মকার। তিনি জেলা সভাপতি মিঠু দাসের কাছে পদত্যাগপত্র জমা দিয়েছেন। তবে পদ ছাড়লেও দলের হয়ে কাজ করবেন বলে তাঁর দাবি।

সামাজিক মাধ্যমে অ্যাঞ্জেলা লিখেছেন, 'আমি আলিপুরদুয়ার মহিলা মোর্চা জেলা সভানেত্রী পদ থেকে স্বেচ্ছায় পদত্যাগ করলাম। এখন থেকে দলের সাধারণ কর্মী হয়েই দলের পাশে থাকব।'

বিষয়টি নিয়ে মিঠুকে ফোন করা হলেও কোনও উত্তর পাওয়া যায়নি। অন্যদিকে, দলের জেলা সাধারণ সম্পাদক বাবুলাল সাহা বলেন, 'পদ কারও জন্য স্থায়ী নয়। পরিবর্তন হবেই। অ্যাঞ্জেলা দলে রয়েছেন। দলের হয়ে বিভিন্ন কাজ করছেন। দল তো ছাড়েনি।'

২০২১ সালের মতোই আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে আলিপুরদুয়ার জেলার পাঁচটি আসন জেতার টার্গেট নিয়েছে বিজেপি। তবে নির্বাচনের আগে দলের অভ্যন্তরীণ কোন্দল সামলাতেই নাজেহাল পদ্ম শিবির। দলের মণ্ডল সভাপতি নির্বাচন থেকেই কোন্দলের সূত্রপাত। এরপর বিভিন্ন পদাধিকারী নিয়োগ সহ দলের বিভিন্ন সিদ্ধান্ত নিয়ে নানা প্রশ্ন উঠেছে। দলের সঙ্গে কিছু নেতার ঘনিষ্ঠতা ও দূরত্ব নিয়েও চর্চা চলেছে। সেই তালিকায় এবার নতুন সংযোজন অ্যাঞ্জেলা।

পদত্যাগ প্রসঙ্গে অ্যাঞ্জেলা জানিয়েছেন, তিনি ব্যক্তিগত কারণে পদ ছাড়ছেন। এই পদে অন্য কাউকে আনলে ভালো কাজ হবে বলেও তাঁর দাবি। তবে বিজেপির অন্দরে কান পাতলে শোনা যাচ্ছে, বিগত কয়েক মাস ধরে অ্যাঞ্জেলার সঙ্গে দলের কয়েকজন নেতার মনোমালিন্য চলছে। দলের হয়ে অ্যাঞ্জেলাকে কাজ দেওয়া হচ্ছে না বলে তাঁর আক্ষেপ। উলটে অন্য একজন নেত্রী বেশি প্রাধান্য পাচ্ছেন। অভিমানের কারণেই অ্যাঞ্জেলা পদত্যাগ করলেন বলে রাজনৈতিক মহলের একাংশের দাবি।

- মহিলা মোর্চার দায়িত্ব পাওয়ার আগে অ্যাঞ্জেলা বিজেপির যুব মোর্চার জেলা সহ সভাপতি ছিলেন
- পদত্যাগ করলেও দলের সাধারণ সৈনিক হিসাবে কাজ করার ইঙ্গিত
- বিধানসভা নির্বাচনের আগে দলের অভ্যন্তরীণ কোন্দলে জেরবার বিজেপি

ব্যক্তিগত কারণে পদত্যাগ করেছি। কারও সঙ্গে মনোমালিন্য বা বিবাদ নেই। এমন কাউকে দায়িত্ব দেওয়া উচিত যিনি জেলাজুড়ে দলের হয়ে কাজ করতে পারবেন।

-অ্যাঞ্জেলা কর্মকার

তবে অ্যাঞ্জেলা এই দাবি মানতে নারাজ। তিনি বলেন, 'ব্যক্তিগত কারণে পদত্যাগ করেছি। কারও সঙ্গে মনোমালিন্য নেই। কারও সঙ্গে বিবাদও নেই। দলের সাধারণ কর্মী হিসেবে থাকব।' অন্য একজনকে প্রাধান্য দেওয়ার বিষয়ে অ্যাঞ্জেলা বলেন, 'সামনেই বিধানসভা নির্বাচন। এই সময় এমন কাউকে দায়িত্ব দেওয়া উচিত যে জেলাজুড়ে দলের হয়ে কাজ করতে পারবে। আমি সেটা করতে পারছি না। তাই সরে যাচ্ছি।'

মহিলা মোর্চার দায়িত্ব পাওয়ার আগে অ্যাঞ্জেলা বেশ কয়েক বছর বিজেপির যুব মোর্চার জেলা সহ সভাপতি ছিলেন।

জেলার বিজেপির নেতাদের একাংশের অভিযোগ, অ্যাঞ্জেলাকে বিভিন্ন অনেক দায়িত্বই দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু কোনও সময়ই তিনি তা সঠিকভাবে সেই দায়িত্ব করতে পারেননি। যে কারণে দলের শীর্ষ নেতৃত্ব রুষ্ঠ ছিলেন। দায়িত্ব পালন না করতে পারায় দলের নেতাদের সঙ্গে মান অভিমান হয়েছে। দলের তরফে জানানো হচ্ছে, বিজেপির বিভিন্ন মোর্চার দায়িত্ব বদল হতে পারে। আগে থেকে নিজের পরিণতি আন্দাজ করেই অ্যাঞ্জেলা পদ ছেড়েছেন বলে বিজেপির অন্দরেই চর্চা শুরু হয়েছে।

জিপিএস ডিভাইস বনকর্মীদের

মাদারিহাট, ১ জানুয়ারি : বন্যপ্রাণীদের সুরক্ষা আরও নিশ্চিত করতে, চোরাশিকারিদের দমন এবং বনকর্মীদের নিরাপত্তার কথা মাথায় রেখে ফের কিছু পদক্ষেপ করা হল। জলদাপাড়া জাতীয় উদ্যানের তরফে এবার কিছু প্রযুক্তিগত কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে। এব্যাপারে বিভাগীয় বনাধিকারিক পারভিন কাশোয়ান বললেন, 'জলদাপাড়ার প্রতিটি বিটে টহলদারি দলের জন্য নতুন জিপিএস ডিভাইস দেওয়া হয়েছে। সেগুলির মাধ্যমে দিন ও রাতে গাড়িতে কিংবা হাতির পিঠে বনকর্মীরা কোথায়, কখন টহল দিচ্ছেন সেইসব যাবতীয় তথ্য নথিভুক্ত করা হচ্ছে। প্রতিদিনের এই তথ্য ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে পাঠানোও শুরু হয়েছে। এরপর এইসব তথ্য বিশ্লেষণ করে আধিকারিকরা পরবর্তী নানা সিদ্ধান্ত নিতে পারবেন।'

এই প্রযুক্তি জলদাপাড়ার বন্যপ্রাণীদের রক্ষার জন্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে বলেই মত বিভাগীয় বনাধিকারিকের। নজরদারির একেবারে প্রাথমিক স্তরে কর্মীদের যোগাযোগ ব্যবস্থা আরও উন্নত করতেও এই প্রযুক্তি কাজ করবে। নজরদারি চালানোর শিবিরগুলিতে রেডিও টেলিকমিউনিকেশন বেস স্টেশন স্থাপন করা হয়েছে। এছাড়াও সব টহলদারি দলকে ওয়াকি-টকি দেওয়া হয়েছে। তার সঙ্গে বুনোদের উদ্ধারকারী দলের সদস্যরাও ওয়াকি-টকি পেয়েছেন।

কড়া পুলিশ

শামুকতলা, ১ জানুয়ারি : বছরের শেষ রাত এবং বছরের প্রথম দিন সকাল থেকেই পিকনিক এবং ঘুরে বেড়ানোর হিড়িক দেখা যায়। উঠতি বয়সিরা হেলমেট ছাড়া বেপরোয়াভাবে বাইক চালায়। চলে জোরে গাড়ি চালানোও। এতে দুর্ঘটনার আশঙ্কা তৈরি হয়। সে সব এড়াতে শামুকতলা রোড, ভাটিবাড়িজুড়ে বিশেষ নজরদারিতে নেমেছে পুলিশ। তার জন্য আলিপুরদুয়ারের পুলিশ সুপার রীতিমতো কড়া নির্দেশ পাঠিয়েছেন থানা এবং ফাঁড়িগুলিতে। ৩১ ডিসেম্বর রাতে শামুকতলা রোড ফাঁড়ির ওসি সঞ্জীব মোদকের নেতৃত্বে অভিযানে নেমে ট্রাফিক নিয়মভঙ্গের অভিযোগে মোট ৬ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়। বৃহস্পতিবার বছরের প্রথম দিন শামুকতলা, ভাটিবাড়ি এবং শামুকতলা রোড এলাকায় দিনভর অভিযান চালিয়ে ৬৫ জন বাইক এবং গাড়ি চালকের বিরুদ্ধে জরিমানা এবং মামলা করেছে পুলিশ।

৮ চালক আটক

কালচিনি, ১ জানুয়ারি : বৃহস্পতিবার কালচিনি থানার নিমতি ফাঁড়ির পুলিশ ৩১সি জাতীয় সড়কের পোরো এলাকায় মদ্যপ চালকদের বিরুদ্ধে বিশেষ অভিযান শুরু করে। হাসিমারার ট্রাফিক ওসি প্রভাত শর্মা জানিয়েছেন মোট ৮ জন মদ্যপ চালকে আটক করা হয়েছে।

মদ পাচারে ফের বীরেন্দ্রর নাম

বীরপাড়া, ১ জানুয়ারি : বুধবার রাতে সিংহানিয়া চা বাগানে বিপুল পরিমাণ ভুটানি মদ এবং বিয়ার বাজেয়াপ্ত হল। ঘটনায় ফের জড়াল ওই বাগানেরই বীরেন্দ্র ভুজেলের নাম। রাতে বাগানের একটি পরিত্যক্ত ঘর থেকে ৬৩৯ লিটার ভুটানি মদ এবং ৯৩.৬ লিটার ভুটানি বিয়ার বাজেয়াপ্ত করেন আবগারিকর্মীরা। দপ্তরের বীরপাড়া জোনের ডেপুটি এক্সাইজ কালেক্টর সাহেব আলি বলেন, 'বাজেয়াপ্ত করা সামগ্রীর মূল্য প্রায় ১৬ লক্ষ ৪৪ হাজার ৩০০ টাকা। বীরেন্দ্র ভুজেল এবং ভগবান দাস মদ এবং বিয়ারগুলি মজুত করেছিলেন বলে প্রাথমিক তদন্তে জানা গিয়েছে। দুজনই এখন পলাতক। ভুটানি মদ, বিয়ার পাচারে বীরেন্দ্র সহ তাঁর পরিবারের সদস্যদের বিরুদ্ধে আগেই একটি মামলা রুজু করা হয়েছে।'

আবগারি দপ্তরের জয়গাঁ এক্সাইজ স্টেশনের ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক জাকির হোসেনের কাছে বুধবার সিংহানিয়া চা বাগানে মদ, বিয়ার মজুতের খবর পান দপ্তরের আলিপুরদুয়ারের সুপারিন্টেন্ডেন্ট উগেন সেওয়াং। তাঁর নির্দেশে দপ্তরের বীরপাড়া সার্কেলের সাব-ইনস্পেকটর শুকদেব বসাক, বীরপাড়া রেঞ্জ প্রিভেন্টিভ ইউনিটের ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক সৌরভ শর্মারা অভিযান করেন। দপ্তরের জয়গাঁ এক্সাইজ স্টেশন, আলিপুরদুয়ার সার্কেল এবং রেঞ্জ প্রিভেন্টিভ ইউনিট, কালচিনি সার্কেল, বীরপাড়া সার্কেল সহ কর্মীদের একটি বিরাট দল রাতে হানা দেয় বাগানের নীচ লাইনে। ৮৩টি কার্টনে রাখা ৮৫২টি মদ এবং ১৪৪টি বিয়ারের বোতল বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। তবে পরিত্যক্ত বাড়িতে কাউকে পাওয়া যায়নি।

নতুন বছরের অনুষ্ঠান এবং পিকনিকের মরশুমে মদ, বিয়ারের চাহিদা বেড়েছে। আলিপুরদুয়ার জেলায় ভুটানি মদের চাহিদা রয়েছে। মাদারিহাট-বীরপাড়া ব্লকের লক্ষাপাড়া এবং মাকড়াপাড়া চা বাগানের রাস্তাগুলি ব্যবহার করে ভুটান থেকে কোটি কোটি টাকার মদ, বিয়ার পাচার করে আনা হয় এদেশে। সীমান্ত লাগোয়া চা বাগানগুলিতে প্রথমে সেগুলি মজুত করা হয়। পরে সন্নিহিত এলাকা সহ জেলার বিভিন্ন জায়গায় পাচার করা হয়। চা শ্রমিকদের উপার্জন খুবই কম। শ্রমিক ছাড়াও চা বাগানের অন্য বাসিন্দাদেরও 'নুন আনতে পান্তা ফুরোয়' অবস্থা। আর্থিক অনটনের সুযোগ নিয়েই ওই দরিদ্র পরিবারগুলির সদস্যদের মদ পাচারচক্রে যুক্ত করছে মাফিয়ারা।

'ধূসর' চিলিল্যান্ডে পিকনিক হচ্ছে না

সুভাষ বর্মন

পলাশবাড়ি, ১ জানুয়ারি : গত অক্টোবরের প্রভাব এখনও কাটেনি। সেই বিপর্যয়ে শিলতোর্ষা নদী প্লাবিত হয়ে ডলোমাইটের পলি বিভিন্ন চাষের জমির ক্ষতি করেছে। একইভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয় আলিপুরদুয়ার-১ ব্লকের পূর্ব কাঁঠালবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের নতুন পিকনিক স্পট চিলিল্যান্ড। গতবারও বছরের শেষ দিন ও নতুন বছরের প্রথম দিনে এই চিলিল্যান্ডে পিকনিক করতে বহু মানুষ ভিড় করেছিলেন। কিন্তু এবার চিলিল্যান্ডে পিকনিক হচ্ছে না। কারণ, যে নদীর তীরে সবুজ ঘাসের মাঠে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য উপভোগ করা যেত সেই চিহ্নটাই এবার উধাও। এখনও গোটা এলাকা ধূসর। ঘাসের উপর জমে আছে পলির আস্তরণ।

মরিচঝাঁপি গ্রামের নামেই এই পিকনিক স্পটের নাম হয় চিলিল্যান্ড। এখানে কিন্তু কোনও সরকারি উদ্যোগে পিকনিক স্পট চালু হয়নি। প্রকৃতির মনোরম পরিবেশই জায়গার পরিচিতি বাড়ায়। প্রথমে স্থানীয়রা শীতের সময় বেড়াতে যেতেন চিলিল্যান্ডে। তারপর স্থানীয়রাই ধীরে ধীরে সেখানে পিকনিক শুরু করেন। আর গত কয়েকবছর ধরে বাইরের অনেকেই চিলিল্যান্ডে পিকনিক করতে আসেন। মরিচঝাঁপি গ্রামের পঞ্চায়েত সদস্য জীবন সরকারের কথায়, 'এবার চিলিল্যান্ডের পরিস্থিতি ভালো নেই। কোথাও সবুজ ঘাস দেখা যাচ্ছে না। সেইসব ঘাস চাপা পড়েছে পলির আস্তরণে। বিস্তীর্ণ এলাকা। তাই এই পলি সরানোও সম্ভব হয়নি। তবু গ্রাম পঞ্চায়েত কর্তৃপক্ষকে বিষয়টি জানিয়েছি।'

এই ব্যাপারে পূর্ব কাঁঠালবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান কমলেশ্বর বর্মনের বক্তব্য, 'একশো দিনের কাজ চালু থাকলে চিলিল্যান্ডের পলি সরানো যেত। তবু পিকনিকের কথা ভেবে যদি কোনওভাবে পলি সরানো যায় তা খতিয়ে দেখা হবে।'

এখনও পলিতে ঢেকে চিলিল্যান্ড।

গত ৫ অক্টোবরের কথা ভুলতে পারছেন না স্থানীয় বাসিন্দারা। সেদিন হঠাৎ করে ভুটান পাহাড়ে ভারী বৃষ্টির জন্য শিলতোর্ষা নদীতে জল বেড়ে যায়। সেই জলে মুহূর্তের মধ্যে প্লাবিত হয় নদীর উভয় প্রান্তের চর ও চাষের জমিতে। আর সেই জলেই ছিল ভুটান পাহাড় থেকে নেমে আসা ডলোমাইটের পলি। এতে চিলিল্যান্ডেও জমে যায় পলির আস্তরণ। ঢাকা পড়ে সব সবুজ ঘাস।'

মারধরে জখম

শামুকতলা, ১ জানুয়ারি : আলুখেতে গোরু ঢোকাকে কেন্দ্র করে শুরু হওয়া মারপিটের ঘটনায় জালালউদ্দিন হোসেন নামে এক ব্যক্তি গুরুতর জখম হলেন। শামুকতলা থানার উত্তর ঢালকর গ্রামে ঘটনাটি ঘটেছে।

পূর্ব রেলওয়ে

ই-টেন্ডার নোটিস নং : সিগ_ডব্লু_৫_পলিসি, তারিখ ৩০.১২.২০২৫। সিনিয়র ডিভিসনাল সিগন্যাল অ্যান্ড টেলিকম ইঞ্জিনিয়ার, পূর্ব রেলওয়ে, মালদা, মালদা টাউন অফিস বিল্ডিং, ডাকঘর : ঝলঝলিয়া, জেলা-মালদা, পিন: ৭৩২১০২ (পশ্চিমবঙ্গ) কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য ওপেন ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে : ক্র. নং ১, ই-টেন্ডার নং: এমএলডিটি_এসএনটি_২৫-২৬_৪৩_ওটিআর, তারিখ ৩০.১২.২০২৫। কাজের নাম : নিম্নলিখিতের পরিপ্রেক্ষিতে এস অ্যান্ড টি-র কাজ : (ক) জামালপুর ডক লাইনে ১২ (বারো) কোচের এমইএমইউ রেক ধরানোর জন্য সম্প্রসারণ। (খ) অভয়পুর স্টেশনে লাইন নং ৪ কে সাধারণ লুপ-এ রূপান্তরের প্রস্তাব। (গ) জরুরি পরিস্থিতিতে ব্যবহারের জন্য সুরক্ষা সরঞ্জাম রেখে দিতে মালদা ডিভিসনের সকল স্টেশনে লোকেশন বক্স-এর ব্যবস্থা করার কাজ। (ঘ) মালদা ডিভিসনের বারাহাট-বাঁকা শাখায় কিমি ৪৩/২-৩-এ সীমিত উচ্চতার সাবওয়ের ব্যবস্থা করার কাজ। (ঙ) মালদা ডিভিসনের বারাহাট-বাঁকা শাখায় কিমি ৪৪/৫-৬-এ সীমিত উচ্চতার সাবওয়ের ব্যবস্থা করার কাজ। টেন্ডার মূল্য : ১,৯৩,৪৫,৩৬০.৭২ টাকা। বায়না অর্থ : ২,৪৬,৭০০ টাকা। টেন্ডার দাখিলের তারিখ ও সময় : ০৭.০১.২০২৬ তারিখ থেকে ২১.০১.২০২৬ তারিখ সকাল ১১টা পর্যন্ত। ওয়েবসাইট বিবরণ ও নোটিস বোর্ড ওয়েবসাইট www.ireps.gov.in নোটিস বোর্ড : সিনি. ডিএসটিই অফিস, ডিআরএম বিল্ডিং মালদা। MLD-280/2025-26

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

অনুসরণ করুন : @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

ভারত সরকার GOVERNMENT OF INDIA

নজর দিন!

পানমশলা প্রস্তুতকারকদের জন্য

'হেলথ সিকিউরিটি সে ন্যাশনাল সিকিউরিটি' (HSNS) সেস অ্যাক্ট, ২০২৫; কার্যকর হবে ১লা ফেব্রুয়ারি, ২০২৬ থেকে।

পান মশলা তৈরির মেশিন বা প্রক্রিয়ার ওপর HSNS সেস ধার্য করা হয়েছে। প্রত্যেক করযোগ্য ব্যক্তিকে অবশ্যই নাম নথিভুক্ত (রেজিস্ট্রেশন) করতে হবে এবং সেস প্রদান করতে হবে।

বাধ্যতামূলক রেজিস্ট্রেশন (ফর্ম HSNS REG-01)

- রেজিস্ট্রেশনের জন্য www.cbic-gst.gov.in ওয়েবসাইটটি দেখুন এবং HSNS Cess ট্যাবের অধীনে "New User"-এ ক্লিক করে আবেদন করুন।
- এনরোলমেন্ট রেফারেন্স নম্বর (ERN) পেতে নাম, প্যান (PAN), ইমেল এবং মোবাইল নম্বর দিয়ে নথিভুক্ত করুন।
- ফর্ম HSNS REG-01 পূরণ করতে ERN ব্যবহার করুন।
- প্রাথমিক পেমেন্টের জন্য একটি অস্থায়ী রেজিস্ট্রেশন নম্বর (TRN) সংগ্রহ করুন।

মাসিক সেস পেমেন্ট (ফর্ম HSNS PMT-01)

- সংশ্লিষ্ট মাসের ৭ তারিখের মধ্যে ইলেকট্রনিক পদ্ধতিতে পেমেন্ট করতে হবে
- (যেমন: ২০২৬ সালের ফেব্রুয়ারি মাসের সেস ৭ই ফেব্রুয়ারি ২০২৬-এর মধ্যে দিতে হবে)।
- ট্যাক্সপেয়ার ড্যাশবোর্ডে লগ-ইন করে মেনু ট্যাবের অধীনে 'e-Payment' বিকল্পটি বেছে নিয়ে আপনি সেস জমা দিতে পারেন।

সেস ডিক্লেয়ারেশন (ফর্ম HSNS DEC-01)

- রেজিস্ট্রেশন পাওয়ার ৭ দিনের মধ্যে এটি ফাইল করতে হবে।
- ট্যাক্সপেয়ার ড্যাশবোর্ডে লগ-ইন করে মেনু ট্যাবের অধীনে 'Declaration'-এ ক্লিক করে আপনার ডিক্লেয়ারেশন ফাইল করতে পারেন।

মাসিক রিটার্ন (ফর্ম HSNS RET-01)

- পরবর্তী মাসের ২০ তারিখের মধ্যে ইলেকট্রনিক পদ্ধতিতে এটি ফাইল করতে হবে (যেমন: ফেব্রুয়ারি ২০২৬-এর রিটার্ন ২০শে মার্চ ২০২৬-এর মধ্যে জমা দিতে হবে)।
- ট্যাক্সপেয়ার ড্যাশবোর্ডে লগ-ইন করে মেনু ট্যাবের অধীনে 'Return'-এ ক্লিক করে আপনি আপনার রিটার্ন ফাইল করতে পারেন।

বিস্তারিত তথ্যের জন্য অনুগ্রহ করে DoR বিজ্ঞপ্তি নম্বর S.O. 6153(E) (তারিখ ৩১.১২.২০২৫) এবং 01/2026-HSNS Cess (তারিখ ০১.০১.২০২৬) দেখুন।

আরও জিজ্ঞাসার জন্য হেল্পডেস্কে যোগাযোগ করুন: cbicmitra.helpdesk@icegate.gov.in 18004250232

@cbic_india @cbicindia @CBICINDIA @cbicindia @CBICIndia www.cbic.gov.in

CBC 15502/13/0049/2526

■ ৪৬ বর্ষ ■ ২২৪ সংখ্যা, শুক্রবার, ১৭ পৌষ ১৪৩২

অমানবিক

লানিনার দৌলতে এবার ঠান্ডা যে অনেক বেশি পড়বে, বর্ষাকাল থেকেই তার পূর্বাভাস শোনা যাচ্ছিল। আবহাওয়া তার কথা রেখেছে। নভেম্বরের তৃতীয় সপ্তাহ পেরোতেই একটু একটু করে ঠান্ডা পড়তে শুরু করেছিল। বছর শেষে কলকাতায় সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ১১ ডিগ্রি সেলসিয়াসে নেমেছে।

এই হাড়কাঁপানো শীতে ফুটপাথবাসী মানুষের যেমন খুব দুর্ভোগ, তেমনই রাস্তার কুকুর, বিড়ালদের অবর্ণনীয় কষ্ট। গভীর রাতে কনকনে ঠান্ডায় রাস্তার কুকুর-বিড়ালদের তীব্র আর্তনাদ শোনা যাচ্ছে। তাতে ঘুমের ব্যাঘাত ঘটছে বহুতলের ফ্ল্যাটে লেপ-কম্বল মুড়ি দিয়ে থাকা লোকজনের। দিনকয়েক আগে হাওড়ায় জগাছার হাটপুকুর এলাকায় মধ্যরাতে একটানা আর্তনাদে বিরক্ত লোকজন তেল ঢেলে আগুন ধরিয়ে দেয় মাদি কুকুর ও তার চার শাবকের গায়ে।

পুড়ে মারা যায় চারটি ছানাই। মৃত্যুর সঙ্গে লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে গুরুতর দগ্ধ মাদি কুকুরটি। এই নিষ্ঠুর, মর্মান্তিক ঘটনা জানাজানি হতে শোরগোল পড়েছে। ঘটনাটির নিন্দা করেছে বিভিন্ন পশুপ্রেমী সংগঠন। পুলিশ ভারতীয় ন্যায় সংহিতার সংশ্লিষ্ট ধারা অনুযায়ী মামলা দায়ের করেছে। দোষীদের বিরুদ্ধে উপযুক্ত শাস্তির দাবি উঠেছে। পুলিশ সিসিটিভি ফুটেজ উদ্ধার করেছে।

কিন্তু দেখা যাচ্ছে, অপরাধীরা যথেষ্ট চিন্তাভাবনা করে এই জঘন্য কাণ্ড ঘটিয়েছে। কারণ, সিসিটিভি ফুটেজে দেখা গিয়েছে, স্থানীয় যে বাসিন্দারা রাস্তায় দাঁড় করানো গাড়ির তেলের ট্যাংক থেকে পেট্রোল-ডিজেল বের করে কুকুরদের গায়ে ঢালছেন এবং আগুন ধরাচ্ছেন, তাঁদের সকলের মুখ কাপড় দিয়ে ঢাকা। হাওড়ার মমতাময়ী মা নামে একটি পশুপ্রেমী সংগঠন প্রথম এই ঘটনা নিয়ে সরব হয়।

পুলিশ ঘটনার কথা জানতে পারে ওই সংগঠনের মাধ্যমে। মাদি সারমেয়র চিকিৎসার দায়িত্ব ওই সংগঠন নিয়েছে। বিভিন্ন এলাকায় রাস্তার কুকুরদের ওপর মানুষের নৃশংস অত্যাচারের ঘটনা মাঝেমধ্যে দৈনিক সংবাদপত্রের খবর হয়। হঠাৎ হঠাৎ খবর চোখে পড়ে যে, কোনও কোনও অঞ্চলে বিষ মেশানো খাবার খাইয়ে একসঙ্গে ছয়-সাতটি কুকুরকে মেরে ফেলা হয়েছে।

দীপাবলিতে অথবা বছর শেষের কিংবা বর্ষবরণের রাতে শব্দবাজির দাপটে কুকুর-বিড়ালের প্রাণ ওষ্ঠাগত হয়ে পড়ে। আবার কখনও দেখা যায়, কুকুরের লেজে চকোলেট বোম বেঁধে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়েছে। সে এক চরম অমানবিকতার উদাহরণ। নির্দয়, নিষ্ঠুর মানুষের কাছে যেটা খেলা, সেটা পশুর পক্ষে প্রাণঘাতী। যে কোনও ধর্ষণ-গণধর্ষণের ঘটনাকে পাশবিক অত্যাচার বলা যেন নিয়ম হয়ে গিয়েছে। বাস্তবে তাতে পশুদের অমর্যাদা করা হয়। পশুকুলে কোনও অহেতুক হিংসা নেই। মানুষই বরং বেশি নিষ্ঠুর, হৃদয়হীন।

পাড়ায় পাড়ায় এখন কুকুর তথা পশুপ্রেমী মানুষের অভাব নেই। মেট্রো হোক বা মফস্সল- অনেক পরিবারকে দেখা যায় রোজ রাতে পথকুকুরদের খাওয়াতে। বহু ক্ষেত্রে দেখা যায়, রাস্তার কুকুরদের নিয়ে গৃহকর্ত্রীর 'আদিখ্যেতায়' গৃহকর্তা যারপরনাই বিরক্ত। তা সত্ত্বেও গৃহকর্ত্রী যথেষ্ট নিষ্ঠার সঙ্গে কুকুরদের খাওয়ানোর কাজটা আন্তরিকতার সঙ্গে করে যান।

গ্রাম থেকে শহর, সর্বত্র মানুষের এব্যাপারে সচেতনতা বাড়ছে। ভারতে পশুদের প্রতি নিষ্ঠুরতা প্রতিরোধ আইন (১৯৬০) রয়েছে। আইন সংশোধন করে জরিমানা ও কারাদণ্ডের মেয়াদও বাড়ানো হয়েছে। কিন্তু এই আইন প্রয়োগে গয়ংগচ্ছ মনোভাব এবং সমাজের একাংশের নিষ্ঠুরতার কারণে খুব একটা সফলতা আসে না।

এতসবের পরেও বহু জায়গায় গভীর রাতে দেখা যায়, মাঝবয়সি মহিলা পাড়ার এ গলি ও গলি ঘুরে বেড়াচ্ছেন, কুকুরদের খাইয়ে বেড়াচ্ছেন আর কুকুররা সেই মহিলার পিছন পিছন হাঁটছে। আবার কখনও দেখা যায়, ঠান্ডায় যাতে কষ্ট না পায়, তার জন্য পাড়ার নেড়ি কুকুরটির গায়ে কেউ একটা সোয়েটার পরিয়ে দিয়েছেন বা কম্বল জড়িয়ে দিয়েছেন। সমাজে দৈনন্দিন জীবনে অনেক খারাপ কিছুর মধ্যে মাঝেমধ্যে এমন ভালো মুহূর্তগুলো মন ভালো করে দেয় আমাদের।

অমৃতধারা

জীবনের ভিত্তি খুব পাকা হওয়া চাই। ত্যাগ, সংযম, সত্য, ব্রহ্মচর্য জীবনের মূল ভিত্তি। এই ভিত্তির উপর জীবন সুপ্রতিষ্ঠিত হইলেই প্রকৃত মানুষ হওয়া যাইবে। খুব উচ্চাকাঙ্ক্ষা চাই। উচ্চাকাঙ্ক্ষাই মানুষকে সমস্ত বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করিয়া উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে সাহায্য করে। কায়মনোবাক্যে বীর্য ধারণ করিবে। বীর্য জীবন, বীর্যই প্রাণ,বীর্যই মানুষে যথাসর্বস্ব। বীর্যই মানুষের মনুষ্যত্ব। এই বীর্য রক্ষা করিলেই মানুষ দেবতা হয়। আর এই বীর্য নষ্ট করিলেই মানুষ পশুত্বপ্রাপ্ত হয়। প্রতিদিন কিছু সময় প্রার্থনা ও ভগবানের নাম জপ করিবে। নাম করিলে হৃদয়ের সমস্ত অন্ধকার দূর হইবে, কু-বাসনা, কু-প্রবৃত্তি নষ্ট হইবে।

-শ্রীশ্রী প্রণবানন্দ

উচ্চশিক্ষার সমাধি ও আধুনিক দাসত্ব

২৯টি কেন্দ্রীয় শ্রম আইনকে বিলুপ্ত করে ৪টি শ্রমকোড গঠনের মাধ্যমে চুক্তির ভিত্তিতে নিয়োগের আইনি ব্যবস্থা প্রশস্ত করা হয়েছে।

সন্দীপন নন্দী

-এআই

'আমায় একটা কাজ দেবেন স্যর, লেখার কাজ। বহুদিন কিছু লিখিনি।' গাড়ি চালাতে চালাতে ভরদুপুরে কথাগুলো শুনিয়েছিলেন বাংলা অনার্সে উত্তীর্ণ ড্রাইভার ধনঞ্জয় মাহালি। সম্পূর্ণ শ্রবণে সেদিন নাকি লজ্জায় গাড়ি থেকে লাফ দিয়ে নেমে যেতে ইচ্ছে করছিল পাশে বসা আধিকারিকের। পরদিন ধনঞ্জয়ের প্রিয় অফিসে চা নিয়ে ছুটে এলেন অম্বরীশ তলাপাত্র। বয়স ৪০ পেরিয়ে সরকারি চাকরির সকল দরজা তাঁর কাছে বন্ধ। বর্তমানে গানের টিউশনে কোনওমতে সংসার চলে। রবীন্দ্রভারতীর 'এম মিউজ' পাশ করা অম্বরীশ এখন সরকারি দপ্তরে চুক্তিভিত্তিক শ্রমিকের কাজ করেন। তিনি ফাইলের ধুলো ঝাড়েন, অফিস গেটে তালা দেন আর রোজ বেতনবৃদ্ধির পরম আকাঙ্ক্ষায় ডাকচিঠি বয়ে বেড়ান অফিসের এ ঘর থেকে সে ঘর। যেখানে একদা ঝড়ের বেগে টাইপ করা জব-ওয়ার্কার অনুভাদি টিফিনবেলায় খাবার চাইতে আসেন কলিগের কাছে। আটের দশকে রাষ্ট্রবিজ্ঞানে এমএ পাশ করা অনুভাদি মাঘের দুপুরকে বিষণ্ণ করে বলেছিলেন, 'ভাইরা এটিএম কার্ডে সব বেতন তুলে নেয়, তাই পয়সা নেই। একটু মুড়ি দিবি রে?' শোনা যায়, একবার হাতে সামান্য পয়সা পেয়ে বিষ কিনে এনেছিলেন অনুভাদি। ব্যাস, আর কোনওদিন নিজের হাতে বেতন তোলা হয়নি তাঁর। একটি পাকা ও যোগ্য সরকারি চাকরি লাভে ব্যর্থ ও বিব্রত অনুভাদিকে এ অফিস ভালো রাখতে পারেনি। যে মেয়ে অধ্যাপক হবার স্বপ্ন দেখত, লুকিয়ে নেট দিতে যেত, রাষ্ট্র তার দায় নেয়নি। শেষমেশ তাঁকে ছুড়ে ফেলেছে 'জব-লেবারের' জঙ্গলে। আজ আস্ত অফিস তাকে 'অনুভা পাগলি' বলে ডাকে। এই তো এদেশের উচ্চশিক্ষার পুরস্কার ও পরিচয়।

রাষ্ট্রযন্ত্রের উদাসীনতা ও চুক্তিপ্রথার অন্ধকার

গড়পড়তা মানুষ বলবেন এমন তো হয়েই থাকে। কিন্তু রাষ্ট্র যদি প্রকৃত অর্থে সকলের জন্য ভাবত, তবে হয়তো শাসকের রাতের ঘুম উড়ে যেত। অতএব আপন আনন্দে উদ্বেল থাকাটাই দস্তুর। তাতে চুক্তিভিত্তিক কর্মীদের দুর্ভোগ বদলায় না; বরং এক সর্বময় দুর্দশার করুণ চিত্র উল্কির মতো জাতীয় মানচিত্রের আঁকেবাঁকে কলঙ্কের মতো টুঁটি চেপে বসে থাকে। অথচ এই চরম সত্য জেনেও রাষ্ট্রকর্তারা শোকসভার মতো নীরব। হাস্যকর বিষয় হল, যাদের দেওয়া কাজে ন্যূনতম সুরক্ষা বা নির্ভরতা নেই, তারাই আজ ভাগ্যবিধাতা। তাই পিএইচডিধারী ছাত্র যখন ডোমের পদের জন্য আবেদন করেন, তখন তাঁকে 'ছোট ঘটনা' জ্ঞানে ভুলে যেতে হয়। সরকারের হাবভাব এমন যেন— দুর্মূল্য চাকরির বাজারে যতটুকু পেয়েছ, সেটুকুই অনেক। ফলে কাজের জগতে উচ্চশিক্ষা যেন এখন মুড়কি আর মুড়ির সমতুল্য। মাত্র তিন-চার হাজার টাকা বেতনের কর্মী দিয়ে যখন সরকারি দপ্তর দিব্যি চলছে, তখন নতুন করে স্থায়ী কর্মী নিয়োগের বিজ্ঞাপন দেওয়াকে প্রশাসন এক প্রকার বোকামোই মনে করে। সেই লক্ষ্যেই অধিকাংশ স্থায়ী নিয়োগ বন্ধ রেখে শিক্ষিত ছেলেমেয়েদের নামমাত্র বেতনে খাটিয়ে সরকারি দপ্তরগুলো তাদের গতির চাকা সচল রেখেছে। বিনিময়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজের নিরিখে সুনাম ও শৃঙ্খলার সম্মান অর্জন করছে প্রশাসন, কিন্তু আড়ালে পড়ে থাকছে চুক্তিপ্রথায় নিযুক্ত কর্মীদের দক্ষতা, মেধা ও শ্রমের প্রকৃত মূল্যায়ন।

নতুন শ্রমকোড : আধুনিক দাসত্বের আইনি সিলমোহর

ফলাফল দাঁড়িয়েছে এই যে, স্থায়ী কর্মীর চাইতেও কয়েকগুণ বেশি খাটিয়ে অফিসে, স্কুলে বা আদালতে নামমাত্র বেতনে কর্মী পুষছে সরকার। যাঁরা প্রতিদিন কাজ হারানোর ভয়ে নিজেদের শেষটুকু নিংড়ে দিচ্ছেন অবলীলায়। খবর আসে, আধিকারিককে যে কোনও কাজে 'না' বলার স্বাভাবিক প্রত্যাখ্যান ক্ষমতা পর্যন্ত তাঁরা আজ বিস্মৃত হয়েছেন। এই কুঁকড়ে থাকা আসলে কাজ হারানোর এক ভীষণ ভয়। এটাই শ্রমজগতের আধুনিক কিসসা। শুধু তাই নয়, কেন্দ্রীয় সরকার প্রবর্তিত স্থায়ী চাকরি তুলে দেওয়ার যে অমানবিক শ্রম আইন পাশ হয়েছে, তাতে ২৯টি কেন্দ্রীয় শ্রম আইনকে বিলুপ্ত করে মাত্র ৪টি শ্রমকোড গঠনের মাধ্যমে স্থায়ী মেয়াদি চাকরির বদলে চুক্তির ভিত্তিতে নিয়োগের আইনি ব্যবস্থা প্রশস্ত করা হয়েছে। যে শর্তের জাঁতাকলে এবার থেকে হাজার হাজার সরকারি নিয়োগ হলেও তাদের আর কোনও চাকরিগত নিরাপত্তা থাকবে না। প্রয়োজন ফুরোলে যেদিন খুশি কর্মীদের বরখাস্ত করতে পারবে কর্তৃপক্ষ, এমনকি এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আইনি লড়াইয়ের পথও সংকুচিত করা হয়েছে। এটাই যেন সাধারণ মানুষের জন্য রাষ্ট্রের দেওয়া এক 'বিষাক্ত' উপহার। এ এক এমনতর 'একুশে আইন', যা আপাতদৃষ্টিতে সংস্কার মনে হলেও আসলে কর্মীর সুরক্ষা কেড়ে নেওয়ার হাতিয়ার। ফলে অদূরভবিষ্যতে দেশে হয়তো স্থায়ী সরকারি চাকরি বলে আর কিছুই অবশিষ্ট থাকবে না। দায়মুক্তির এই নয়া আইন থেকেই ব্যাংক, অফিস, স্কুল— সর্বত্র বেসরকারিকরণের যে মন্দ হাওয়া বইতে শুরু করেছে, তাতে সরকারি চাকরি এখন কেবলই এক অলীক মরীচিকা।

কে বলে দাসপ্রথা অবলুপ্ত? অন্য নামে, অন্য রূপে সে এ যুগেও বর্তমান। আশ্চর্য এই যে, এই শ্রেণির কর্মীদের সার্ভিস বুক নেই অথচ 'সার্ভিস' ও 'সার্ভিস রুল' দুই-ই আছে। ফলে এক অশনিসংকেতের মেঘ আজীবন বইছেন নীচুতলার এই কর্মীরা। তাঁদের নিয়োগের কোনও জোরালো সরকারি সিলমোহর নেই।

শূন্য সার্ভিস বুক ও আত্মমর্যাদার শেষ লড়াই

কে বলেছে সরকারি চাকরি করলে 'সার্ভিস বুক' থাকবেই? উল্লেখযোগ্য বিষয় হল, সুদীর্ঘ কর্মজীবনে সহস্রবার বেতনবৃদ্ধির চিঠি লিখেছেন এই অফিসের ডিআরডব্লিউ (ডেইলি রেটেড ওয়ার্কার) খ্যাত সুনীলদা। ঝড়-জলে ট্রেড ইউনিয়নের মিছিলে হেঁটেও তিনি পাননি কিছুই। তাঁর প্রাপ্তি কেবলই একরাশ শূন্যতা। চুক্তিশ্রমিক সুনীলদা মুখ বুজে অফিসকে জীবনভর পরিষেবা দিলেও এক টুকরো সার্ভিস বুক তাঁর কপালে জোটেনি। এভাবেই একটি স্থায়ী চাকরির ভূত আজও তাড়া করে বেড়ায় অফিসের আরেক অস্থায়ী কর্মী আবেদন টোপনোকে। জেলা দপ্তরের সাইরেন অন-অফ করার দায়িত্ব নিয়ে ৩৩ বছর কাটিয়ে দেওয়া এই বিস্ময়পুরুষের 'আবেদন' আজও কেউ রাখেনি। এটাই চুক্তিপ্রথার সার্ভিস রুল— জীবনভর বলদের মতো খেটে বিদায়লগ্নে সামান্য নগদ বিদায়ের আশ্চর্য প্রথা। কে বলে দাসপ্রথা অবলুপ্ত? অন্য নামে, অন্য রূপে সে এ যুগেও বর্তমান। আশ্চর্য এই যে, এই শ্রেণির কর্মীদের সার্ভিস বুক নেই অথচ 'সার্ভিস' ও 'সার্ভিস রুল' দুই-ই আছে। ফলে এক অশনিসংকেতের মেঘ আজীবন বইছেন নীচুতলার এই কর্মীরা। তাঁদের নিয়োগের কোনও জোরালো সরকারি সিলমোহর নেই। যে নিয়োগ মৌখিক ও ভঙ্গুর, সেখানে 'সমকাজে সমবেতন'-এর দাবি নির্মম ইট-পাথরের দেওয়ালে মাথা কুটে মরে। অথচ কী পোড়া কপাল! অফিসের রিক্রিয়েশন ক্লাব বড়বাবু থেকে মেজোবাবুদের জন্য এলাহি ফেয়ারওয়েলের আয়োজন করে, কিন্তু ১৫ বছর চা-জল সার্ভ করা নিতাইদাকে অবসরের দিন স্বীকৃতিটুকুও দেয় না কেউ। তবু বেকার বোকারা প্রবল প্রত্যাশায় নিজেদের দশটা-পাঁচটার জীবন উজাড় করে দিচ্ছে। ভবিষ্যতে টেবিলের কাজ পাওয়ার আশায় তারা আত্ম অধিকারের কথা বলার স্পর্ধাটুকুও হারিয়েছে। কিন্তু এটি যে এক সামগ্রিক আত্মমর্যাদার লড়াই, তা উপলব্ধি করেছিলেন সেই উচ্চশিক্ষিত পাগল মেয়েটি। চারতলার কার্নিশ থেকে মরণঝাঁপ দেওয়ার আগে অনুভাদি বারবার বলেছিলেন, 'ফুল দিবি কি না বল?' আজ সেই পরিণতির জেরেই হয়তো প্রত্যেক জব-লেবার ৬০ বছর বয়সে চাকরির শেষ দিনে এই অফিসে 'ফেয়ারওয়েল' পান। কানাকড়ি সম্মানের ফুল-মিষ্টি নিজের দুয়ার অবধি সগর্বে বয়ে নিয়ে যান তাঁরা। আজও এই রীতি পাকাপাকিভাবে চলছে।

(লেখক প্রাবন্ধিক)

আজ

১৯২৫

পণ্ডিত বিমলেন্দু মুখোপাধ্যায়ের জন্ম আজকের দিনে।

১৯৪৪

আজকের দিনে জন্মগ্রহণ করেন অভিনেতা শমিত ভঞ্জ।

আলোচিত

তৃণমূলের লোকেরা আমাকে চিরদিন কালো পতাকা দেখাত। সেখান থেকে কিছু লোক বিজেপিতে ঢুকে পড়েছে। কিন্তু অভ্যাসটা রয়ে গিয়েছে। তারা বিজেপির সংস্কৃতির সঙ্গে মানিয়ে নিতে পারবে কি না, দলে থাকবে কি থাকবে না, সেটা তাদের ব্যাপার। দিলীপ ঘোষের এটা সমস্যা নয়।

- দিলীপ ঘোষ

ভাইরাল/১

যান চলাচল নিয়ন্ত্রণ করছে ট্রাফিক পুলিশ। মাথায় হেলমেট, পরনে হলুদ পোশাক। রাস্তার গাড়িগুলিকে হাত দেখিয়ে যাওয়ার ইঙ্গিত করছে। কোনও মানুষ নয়, এটি আসলে রোবট। চিনে ট্রাফিক পুলিশের জায়গায় রোবট ব্যবহার করা হচ্ছে।

ভাইরাল/২

অফিসের কাজের চাপে সবাই দিশেহারা। তখন অঙ্কিত দ্বিবেদীর পোস্ট করা একটি ভিডিওতে ক্যাজুয়াল পোশাকে অফিসের কাজের ফাঁকে 'ব্যাং ব্যাং' গানের তালে একজনকে নাচতে দেখা গেল। অবিকল হৃত্বিক রোশনের স্টাইলে। তাঁকে হাততালি দিয়ে উৎসাহ দিলেন অফিসের অন্য কর্মীরা।

জনমত

প্রাথমিকে একের পর এক শ্রেণি, আখেরে শিক্ষার সর্বনাশ

প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পঞ্চম শ্রেণি যুক্ত করা এখন খবরের শিরোনামে। গত ২০২৫ শিক্ষাবর্ষে রাজ্যে ২৩৩৫টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পঞ্চম শ্রেণি যুক্ত করা হয়েছিল। ২০২৬-এ যুক্ত করা হচ্ছে ২৩৩৮টি স্কুল। ২০১৮ সালে সমস্ত প্রাথমিকে পঞ্চম শ্রেণি যুক্ত করার ঘোষণা করেছিল রাজ্য সরকার। সেই মোতাবেক ২০১৯ সালে আঠারো হাজার বিদ্যালয়ে পঞ্চম শ্রেণি যুক্ত হয়। বলা হয়েছিল তারপর ধীরে ধীরে স্কুলগুলির পরিকাঠামো উন্নয়ন করে বাকি ৩৩ হাজার স্কুলে পঞ্চম শ্রেণি যুক্ত হবে।

স্কুলগুলিতে ধাপে ধাপে পঞ্চম শ্রেণি তো যুক্ত হচ্ছে কিন্তু পরিকাঠামোগত উন্নয়ন শিকেয়। ২০১৩ সালে প্রাকপ্রাথমিক এবং ২০১৮ সালে পঞ্চম শ্রেণি যুক্ত হওয়ার কথা ঘোষণা হলেও অতিরিক্ত এই দুটি ক্লাস পরিচালনার জন্য কোনও সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা ঘোষিত হয়নি। প্রাকপ্রাথমিকের জন্য কোনও শিক্ষক নিয়োগ হয়নি, এমনকি কোনও সিলেবাস পর্যন্ত নেই।

বেশিরভাগ প্রাথমিক স্কুলে ক্লাসরুমের অবস্থা শোচনীয়। বহু জায়গায় ক্লাসরুম স্যাঁতসেঁতে, পুরোনো। চতুর্থ শ্রেণি পর্যন্ত পরিচালনার জন্য পর্যাপ্ত ক্লাসরুম নেই। প্রধান শিক্ষকের রুম তো নেই-ই, শিক্ষকদের কমনরুমও নেই। বেশিরভাগ স্কুলে একই রুমে অন্তত দুটি ক্লাস নিতে হয়। পাশাপাশি রয়েছে পর্যাপ্ত শিক্ষকের অভাব। বেশিরভাগ স্কুল চলছে ২ বা ৩ জন শিক্ষক দিয়ে। পঞ্চম শ্রেণি যুক্ত হয়ে গেলে প্রাথমিকে মোট ছয়টি ক্লাস হচ্ছে। তুলনায় হাইস্কুলে কম ক্লাস। ষষ্ঠ থেকে দশম শ্রেণি পর্যন্ত একটি হাইস্কুলে ৮/১০ জন শিক্ষক আছেনই, কিন্তু প্রাথমিকে ২/৩ জন। এছাড়াও প্রাথমিকে কোনও শিক্ষাকর্মী বা ক্লার্ক নেই। সব কাজ শিক্ষকদেরই করতে হয়। সত্যিই কি শিক্ষার মানোন্নয়নের জন্য এই সিদ্ধান্ত!

বাস্তবে দেখা যাবে শিক্ষার যে দুরবস্থা দাঁড়িয়েছে তা আরও বাড়বে। আরও কিছু বিষয় উঠে আসছে। প্রাথমিকে বেতন কম, হাইস্কুলে বেতন বেশি। সরকার কৌশলে প্রাথমিকে ছাত্রসংখ্যা বৃদ্ধি ঘটিয়ে হাইস্কুলে নিয়োগ কমিয়ে অর্থ বাঁচাতে চাইছে, সেখানে ছাত্রদের স্বার্থ তাদের কাছে গৌণ।

তাই জাতীয় শিক্ষানীতিই হোক আর রাজ্য শিক্ষানীতিই হোক, সত্যিই যদি সরকার শিক্ষার মানোন্নয়ন ঘটাতে চায়, তাহলে সবার প্রথমে তাদের পর্যাপ্ত শিক্ষক নিয়োগ করতে হবে। যে প্রাথমিক বিদ্যালয় এখনও শ্রেণিভিত্তিক শিক্ষকই পেল না, সেখানে একের পর এক শ্রেণি যুক্ত করে শিক্ষার সর্বনাশই করা হচ্ছে আর বেসরকারি শিক্ষার প্রসার ঘটানো হচ্ছে। তাই প্রাথমিকে পঞ্চম শ্রেণি যুক্ত হোক, কিন্তু দাবি উঠুক শ্রেণিভিত্তিক শিক্ষক নিয়োগের। প্রতিটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ৬টি ক্লাসের ন্যূনতম ৬ জন শিক্ষক এবং ১ জন প্রধান শিক্ষক নিয়োগ হোক। অল্প কয়েক বছরেই সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার চিত্র পালটে যেতে বাধ্য। জনদরদি সরকার হলে নিশ্চয়ই শিক্ষার স্বার্থে তারা এই পথে হাঁটবে।

পার্থপ্রতিম ভট্টাচার্য, কোচবিহার।

সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারীর পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : বিহানি আবাসন, গ্রাউন্ড ফ্লোর (নেতাজি মোড়ের কাছে), গোলাপট্টি, বাঁধ রোড, মালদা-৭৩২১০১, ফোন : ৯৮০০৫৮৫৯৫০। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

Editor & Proprietor : Sabyasachi Talukdar
Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Proprietor from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Regn. No. 35012 and Postal Regn. No. WB/DE/010/2024-26. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com,
Website : http://www.uttarbangasambad.in

তোমার হাতে কলম আছে, মানব!

গবেষণায় দেখা গিয়েছে, টাইপ করা শিক্ষার্থীরা হাতে লেখা শিক্ষার্থীদের তুলনায় ২০% থেকে ২৫% কম নম্বর পায়।

সুজনকুমার দাস

-এআই

বর্তমানে আমাদের হাতের তালুতে থাকা প্রযুক্তি কয়েক দশক আগের কল্পনাকেও হার মানিয়েছে। ল্যাপটপ, ট্যাবলেট আর স্মার্টফোনের ভিড়ে আমাদের হাজার বছরের পুরোনো সঙ্গী 'কাগজ-কলম' আজ কোণঠাসা। আমরা এখন টাইপ করি ঝড়ের গতিতে, এমনকি মুখ দিয়ে বললেই 'ভয়েস টাইপিং' তা লেখায় রূপান্তর করে দিচ্ছে। কিন্তু আধুনিক স্নায়ুবিজ্ঞান এক চমকপ্রদ এবং কিছুটা ভয়ংকর সত্যের মুখোমুখি দাঁড়িয়েছে : আমরা যত বেশি ডিজিটাল উপায়ে তথ্য সংগ্রহ করছি, আমাদের মস্তিষ্ক তত কম তা ধারণ করছে। প্রিন্সটন ও ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণায় দেখা গিয়েছে, টাইপ করা শিক্ষার্থীরা হাতে লেখা শিক্ষার্থীদের তুলনায় ২০% থেকে ২৫% কম নম্বর পায়। এর কারণ হল কিবোর্ড ব্যবহারের সময় মস্তিষ্ক কেবল একটি 'পাইপলাইনের' মতো কাজ করে, যেখানে তথ্য এক কান দিয়ে ঢুকে আঙুল দিয়ে বের হয়ে যায়। কাগজ-কলম নামক এই প্রাচীন প্রযুক্তিটি আসলে যে কোনও আধুনিক অ্যাপের চেয়ে হাজারগুণ বেশি শক্তিশালী।

মনোবিজ্ঞানীরা ল্যাপটপে দ্রুত নোট নেওয়াকে বলছেন 'শেখার বিভ্রম'। যখন কেউ ল্যাপটপে নোট নেয়, সে বক্তার প্রতিটি কথা হুবহু টাইপ করার চেষ্টা করে, যাকে বলা হয় 'ট্রান্সক্রাইব' করা। এতে মস্তিষ্কের সিংহভাগ অংশ নিষ্ক্রিয় থাকে। অন্যদিকে, হাতে লেখার গতি মানুষের কথার গতির চেয়ে কম হওয়ায় মস্তিষ্ক তথ্যটি 'প্রসেস' করতে বাধ্য হয়। লেখককে তথ্যটি শুনতে হয়, বিশ্লেষণ করতে হয় এবং নিজের ভাষায় ছোট করে লিখতে হয়। এই 'শোনা-বোঝা-সংশ্লেষণ' করার প্রক্রিয়াই হল প্রকৃত শিক্ষার ভিত্তি। ভয়েস টাইপিং বা দ্রুত টাইপিং মস্তিষ্ককে এই উপকারী পরিশ্রম থেকে বিরত রাখে। আমাদের মস্তিষ্ক কোনও তথ্যকে তখনই গুরুত্ব দেয়, যখন সেই তথ্যটি পেতে তাকে কিছুটা ঘাম ঝরাতে হয়। ফলে দ্রুত টাইপিং তথ্যের জগৎকে সমৃদ্ধ করলেও মানুষের অভ্যন্তরীণ জ্ঞানকে সমৃদ্ধ করতে পারে না।

স্নায়ুবিজ্ঞানীদের মতে, কলম দিয়ে লেখার সময় মস্তিষ্কের মোটর কর্টেক্স আঙুলের সূক্ষ্ম চলন নিয়ন্ত্রণ করে নিউরাল সার্কিটে গভীর ছাপ ফেলে। আমাদের মস্তিষ্কে 'রেটিকুলার অ্যাক্টিভেটিং সিস্টেম' নামক একটি ছাঁকনি আছে, যা সিদ্ধান্ত নেয় কোন তথ্যটি মনে রাখা উচিত। যখন আপনি হাত, চোখ এবং চিন্তাকে কাজে লাগিয়ে কিছু লেখেন, তখন মস্তিষ্ক একটি শক্তিশালী সংকেত পায়— 'মনোযোগ দাও! এটি গুরুত্বপূর্ণ।' কিবোর্ডের প্রতিটি 'কি' অনুভব করতে একই রকম, তাই সেখানে মস্তিষ্ক কোনও বিশেষ উদ্দীপনা পায় না। গবেষণায় দেখা গিয়েছে, হাতে লেখার সময় মস্তিষ্কে বিশেষ তরঙ্গ বা আলফা ওয়েভ সৃষ্টি হয়, যা নতুন তথ্যকে দীর্ঘমেয়াদি স্মৃতিতে রূপান্তর করতে সাহায্য করে। এছাড়া ল্যাপটপে নোট নেওয়ার সময় ই-মেল বা নোটিফিকেশনের কারণে বিক্ষিপ্ত মনোযোগ আমাদের শেখার ক্ষমতা প্রায় ৪০% কমিয়ে দেয়।

বিশ্বের শ্রেষ্ঠ চিন্তাবিদদের দিকে তাকালে দেখা যায়, তাঁরা প্রযুক্তির শিখরে বসেও কলম ছাড়েননি। বিল গেটস তাঁর 'থিংক উইক'-এ কেবল বই আর কাগজ-কলম নিয়ে নির্জনে চলে যান। জেকে রাউলিং হ্যারি পটারের জটিল প্লট সাজিয়েছিলেন হাতে লিখে। রিচার্ড ব্র্যানসন তাঁর সাফল্যের মূল চাবিকাঠি হিসেবে হাতে লেখা ডায়েরিগুলোকে কৃতিত্ব দেন। তাঁরা জানেন যে, গভীর চিন্তা ও সৃজনশীলতার জন্য কলমের ডগা আর কাগজের ঘর্ষণই সবথেকে বড় উদ্দীপক। দ্রুততা সবসময় উৎকর্ষের পরিচয় দেয় না। টাইপিং আপনার সময় বাঁচাতে পারে, কিন্তু আপনার বুদ্ধিকে শানিত করবে আপনার হাত ও কলম। তাই পরেরবার কোনও গুরুত্বপূর্ণ কিছু শিখতে চাইলে ল্যাপটপটি বন্ধ করে একটি সাধারণ ডায়েরি ও কলম নিয়ে বসুন। আপনার মস্তিষ্ককে পরিশ্রম করতে দিন, কারণ সেই পরিশ্রমেই লুকিয়ে আছে মেধার প্রকৃত বিকাশ। সবচেয়ে শক্তিশালী অস্ত্রটি আপনার পকেটেই আছে—একটি সাধারণ কলম।

(লেখক শ্রীপৎ সিং কলেজের (জিয়াগঞ্জ) অধ্যাপক)

**সম্পাদকীয় বিভাগে লেখা পাঠান। ৪০০ শব্দের মধ্যে।
ইউনিকোডে ডক ফাইলে লেখা পাঠান।
মেল—ubsedit@gmail.com**

শব্দরঙ্গ ■ ৪৩৩৪

পাশাপাশি : ১। সহযোগিতা বা উৎসাহ ৩। ঘানিতে যে তেল তৈরি করে ৫। অতি কাঁচা, নবীন ৬। মুসলমান আমলের নগর ৮। ব্যবসায়ী, সওদাগর, বাঙালি হিন্দুর পদবিবিশেষ ১০। স্বর্ণকার ১২। কৃপণ ১৪।প্রচণ্ড, তীব্র, কড়া, কোপন বা রূঢ় ১৫। শপথ, দিব্যি ১৬। হত্যা বা বধ।

উপর-নীচ : ১। অভিপ্রায়, অভিসন্ধি, উদ্দেশ্য, ফন্দি ২। পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার ভাব বা অবস্থা ৪। ব্যাধ, লম্পট, নক্ষত্রমণ্ডলবিশেষ ৭। ময়ূরের আরেক নাম ৯। আওয়াজ, ধ্বনি, জনরব বা গুজব ১০। বিবাহ বা হস্তধারণ ১১। রাক্ষসরাজ রাবণের আরেক নাম ১৩। বাড়ির পেছনের দরজা।

সমাধান ■ ৪৩৩৩

পাশাপাশি : ১। নন্দিনী ৩। নীলাচল ৪। বাদাল ৫। কতশত ৭। নভ ১০। ধাম ১২। আনকোরা ১৪। মানক ১৫। গিটকিরি ১৬। চতুর।

উপর-নীচ : ১। নয়জ্ঞান ২। নীবার ৩। নীলকণ্ঠ ৬। শতধা ৮। ভজন ৯। মারামারি ১১। মনান্তর ১৩। বিকচ।

বিন্দুবিসর্গ

বিশৃঙ্খলায় ধৃত

বর্ষবরণের রাতে ট্রাফিক আইন লঙ্ঘনের অভিয়োগে কলকাতায় ধৃত ১৩০০ জন। বিশৃঙ্খলায় ২৬৩ জনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। অভিযানের সময় উদ্ধার হয়েছে বিপুল পরিমাণ মাদকও।

দুর্ঘটনায় মৃত্যু

ছেলেকে কলকাতা বিমানবন্দরে ছাড়তে আসার সময় বর্ধমানে দুর্ঘটনার কবলে পড়ে এক পরিবার। তিনজনেরই মৃত্যু হয়েছে। দুর্ঘটনাগ্রস্ত গাড়িটি থেকে উদ্ধার করা হয়েছিল তাঁদের।

উদ্ধার ব্যবসায়ী

ব্যবসার কাজে বেরিয়ে অপহৃত কলকাতার ব্যবসায়ী আফতাব মহম্মদকে নদিয়া থেকে উদ্ধার করল পুলিশ। ২ অপহরণকারীকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। অভিযোগ, ৪ লক্ষ টাকা মুক্তিপণ দাবি করা হয়েছিল।

গ্রেপ্তার পুলিশ

দক্ষিণ ২৪ পরগনায় মহিলা হোমগার্ডের রহস্যমৃত্যুর ঘটনায় গ্রেপ্তার হলেন অভিযুক্ত ক্যানিং থানার সাব-ইনস্পেকটর সায়ন ভট্টাচার্য। আলিপুর আদালতে তাঁকে পেশ করেছে পুলিশ। তদন্ত চলছে।

শা'র দাওয়াই : দিলীপেই কি বাজিমাত?

ভোট-পাখি

কলকাতা, ১ জানুয়ারি : কলকাতার রাজপথে যখন কনকনে ঠান্ডার আমেজ, ঠিক তখনই নিউটাউনের এক অভিজাত হোটেলের রুদ্ধদ্বার কক্ষে চলল ২০২৬-এর মহাযুদ্ধের ব্লু-প্রিন্ট তৈরির কাজ। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের ঝটিকা সফর কেবল বাংলার আসন্ন উপনির্বাচনের রণকৌশল সাজাতে নয়, বরং এক গভীর অসুখের 'সার্জারি' করতে। বঙ্গ বিজেপির অন্দরে যে অন্তর্কলহ আর নেতৃত্বের টানাপড়েন গত কয়েক বছর ধরে ঘুণপোকার মতো কাজ করছিল, তাতে এবার চাবুক মারলেন দিল্লির 'চাণক্য'। আর সেই দাওয়াইয়ের প্রধান অঙ্গ হিসেবে ফের মূলস্রোতে ফিরিয়ে আনা হলো বঙ্গ বিজেপির একদা 'পোস্টার বয়' দিলীপ ঘোষকে। প্রশ্ন উঠছে, একুশের হারের পর যাঁকে ব্রাত্য করে রাখা হয়েছিল, সেই 'দিলীপ-টনিক'-এই কি তবে চব্বিশের লোকসভা নির্বাচনের ক্ষত সারিয়ে ছাব্বিশের বৈতরণী পার করতে চাইছে পদ্ম শিবির?

অমিত শাহের এবারের বঙ্গ সফরের নির্যাস যদি এক লাইনে বলতে হয়, তবে তা হল— 'দলাদলি বন্ধ করো'। দলীয় সূত্রের খবর, শাহ স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে ২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনে জয় এখন আর কেবল একটি রাজনৈতিক লক্ষ্য নয়, বরং বিজেপির অস্তিত্ব রক্ষার লড়াই। বৈঠকে শাহ যখন কোর কমিটির সদস্য ও জেলা নেতৃত্বদের সঙ্গে বসলেন, তাঁর শরীরী ভাষায় দাপট ছিল স্পষ্ট। তিনি সাফ জানিয়ে দিয়েছেন, রাজ্যে নেতার সংখ্যা বাড়ছে কিন্তু কর্মীদের সঙ্গে সংযোগ কমছে। সুকান্ত মজুমদার, শুভেন্দু অধিকারী আর দিলীপ ঘোষ— এই তিন ভিন্ন মেরুর নেতৃত্বকে একই টেবিলে বসিয়ে শাহ যে বার্তা দিলেন, তা হলো 'যৌথ নেতৃত্ব'। বঙ্গ বিজেপির ট্র্যাডিশনাল 'আদি' বিজেপি এবং তৃণমূল থেকে আসা 'নব্য' বিজেপির মধ্যে যে অদৃশ্য দেওয়াল তৈরি হয়েছে, তা ভেঙে ফেলাই এখন শাহের প্রধান লক্ষ্য।

এই বৈঠকের সবচেয়ে বড় চমক অবশ্যই দিলীপ ঘোষের 'কোর গ্রুপ'-এ ফেরা। ২০১৯-এ বিজেপির ১৮টি আসন জয়ের কারিগর ছিলেন দিলীপ ঘোষ। তাঁর মেঠো ভাষা আর আরএসএস-এর কড়া অনুশাসন বিজেপিকে গ্রাম বাংলায় পৌঁছে দিয়েছিল। কিন্তু একুশের হারের পর তাঁকে সুকৌশলে কোণঠাসা করার অভিযোগ উঠেছিল। ফল হাতেনাতে মিলেছে চব্বিশের লোকসভায়— উত্তরবঙ্গ থেকে জঙ্গলমহল, সর্বত্রই গেরুয়া ভোটব্যাংকে ধস নেমেছে। শাহ বুঝেছেন, শুভেন্দু অধিকারীর আগ্রাসন আর সুকান্ত মজুমদারের মার্জিত ইমেজের সঙ্গে দিলীপের সাংগঠনিক শক্তির 'ককটেল' না বানালে তৃণমূলের দুর্ভেদ্য দুর্গ ভাঙা অসম্ভব।

বুধবার শা সাক্ষাতের পরের দিন শমীকের সঙ্গে বৈঠকে দিলীপ ঘোষ।

উত্তরবঙ্গের জন্য শাহর এই কৌশল অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। কোচবিহার হাতছাড়া হওয়া বা বালুরঘাটে জয়ের ব্যবধান কমে যাওয়া দিল্লির কপালে চিন্তার ভাঁজ ফেলেছে। রাজবংশী ভোটব্যাঙ্ক এবং চা-বাগানের শ্রমিকদের মধ্যে দিলীপ ঘোষের জনপ্রিয়তা এখনও অটুট। শাহর নির্দেশে যে নতুন ১৫ জনের কোর গ্রুপ তৈরি হয়েছে, তার প্রধান লক্ষ্যই হলো উত্তরবঙ্গের হারানো জমি পুনরুদ্ধার। শা নির্দেশ দিয়েছেন, কেবল জনসভা নয়, প্রতিদিন অন্তত ৫-৬টি ছোট 'উঠোন বৈঠক' করে মানুষের ক্ষোভ বুঝতে হবে।

এবারের লড়াইয়ে শাহ দুটি নতুন হাতিয়ার দিয়েছেন। একটি হল 'অনুপ্রবেশ' এবং অন্যটি ভোটার তালিকার 'স্পেশাল ইনটেনসিভ রিভিশন'। শাহর অভিযোগ, তৃণমূল সুকৌশলে হিন্দুদের নাম বাদ দিয়ে অনুপ্রবেশকারীদের নাম ঢোকাচ্ছে। প্রতিটি বুথে পাহারাদার বসিয়ে ভোটার তালিকা সংশোধনের নির্দেশ দিয়েছেন তিনি। তাঁর মতে, ২০২৬-এর লড়াই কেবল ক্ষমতার নয়, বরং বাংলার 'জনবিন্যাস' রক্ষার লড়াই।

শাহ স্পষ্ট করে দিয়েছেন, ২০২৬-এর টিকিট পাওয়ার একমাত্র মাপকাঠি হবে 'পারফরম্যান্স'। কোনও নেতার অনুগামী হওয়া চলবে না, হতে হবে দলের অনুগামী। দিল্লির সরাসরি তত্ত্বাবধানে এখন থেকে পরিচালিত হবে বঙ্গ বিজেপি। সুকান্ত-শুভেন্দু-দিলীপের 'তিন মাথা' কি ব্যক্তিগত ইগো সরিয়ে এক ছাতার তলায় কাজ করতে পারবেন? শাহর কড়া হুঁশিয়ারি— 'হয় এক হয়ে লড়ুন, নয়তো হার স্বীকার করুন'।

অস্তিত্বের লড়াই দিলীপ ঘোষের প্রত্যাবর্তন কেবল একজন নেতার ফেরা নয়, বরং বিজেপির সেই পুরোনো আগ্রাসী মেজাজে ফেরার ইঙ্গিত। তৃণমূল যখন নানা অভিযোগে বিদ্ধ, তখন বিজেপি কেন তার ফায়দা তুলতে পারছে না, তা নিয়ে শাহ ক্ষুব্ধ। চব্বিশের ব্যর্থতা ভুলে ছাব্বিশে নবান্ন দখলের এই অন্তিম সুযোগে 'শাহ-দিলীপ' যুগলবন্দি কতটা কাজ করে, তার উত্তর দেবে সময়। তবে বাংলার রাজনৈতিক পিচে যে বাউন্সার আর ইয়র্কারের সংখ্যা বাড়বে, তা নিশ্চিত।

ঘুরছে নাগরদোলা, চড়তে যাবো আমি তুমি... *কলকাতার ময়দানে। ছবি : দেবার্চন চট্টোপাধ্যায়*

নির্বাচনের লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠা দিবসে নির্দেশ

নয়নিকা নিয়োগী

কলকাতা, ১ জানুয়ারি : ২৯তম প্রতিষ্ঠাদিবসে বাংলা জয়ের ডাক দিল তৃণমূল। 'যতই করো হামলা, আবার জিতবে বাংলা' স্লোগান ব্যবহার করে দলীয় নেতারা বৃহস্পতিবার বুঝিয়ে দিলেন, বছরের প্রথম দিন থেকেই ময়দানের লড়াই চলবে। আর সেটাই হবে বিজেপিকে পরাস্ত করার প্রধান অস্ত্র। নাম না করে গেরুয়া শিবিরকে 'রক্তচক্ষু', 'অপশক্তি' বলে দাগিয়ে দিয়ে এদিন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সমাজমাধ্যমে লেখেন, 'কোনওরকম অপশক্তির কাছে মাথানত নয়, সকল রক্তচক্ষুকে উপেক্ষা করেই সাধারণ মানুষের জন্য আমাদের সংগ্রাম আজীবন চলবে।' আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনকে পাখির চোখ করে এবারের প্রতিষ্ঠাদিবস তৃণমূলের কাছে বড় পরীক্ষার দিন। শহরতলি, ব্লক, ওয়ার্ড সহ প্রতিটি জেলাস্তরে দলীয় কর্মীরা এদিন আরও সক্রিয় ভূমিকা পালনের শপথ নিয়েছেন।

অন্যদিকে দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঠাকুরনগর সফর ঘিরে বিজেপি সাংসদ শান্তনু ঠাকুর হুঁশিয়ারি দিয়েছেন, বিশাল পুলিশবাহিনী নিয়ে অভিষেককে আটকানো হবে। ভোটার তালিকা সংশোধনের প্রক্রিয়ায় মতুয়াদের পাশে দাঁড়ানোর প্রয়োজন নেই তাঁর। পালটা তৃণমূলের রাজ্যসভার সাংসদ মমতাবালা ঠাকুরের হুঁশিয়ারি, অভিষেককে বাধা দিলে পরিস্থিতি ভয়াবহ হবে। জানুয়ারি মাসজুড়ে এই মতুয়া ভোটব্যাংককে শক্তিশালী করার পাশাপাশি একগুচ্ছ কর্মসূচির ঘোষণা করেছে তৃণমূল। ব্লক ও অঞ্চল স্তরে প্রচার পর্বের প্রথম পর্যায়ে নাম 'বাংলার সমর্থনে সংযোগ'। রাজ্যের প্রায় ১৮০০ জন বিশিষ্ট মানুষের বাড়িতে পৌঁছে দেওয়া হবে রাজ্য সরকারের ১৫ বছর ব্যাপী উন্নয়নমূলক কাজের রিপোর্ট

- 'উন্নয়নের পাঁচালি' ও 'উন্নয়নের সংলাপ' কর্মসূচির মাধ্যমে ব্লক ও জেলাস্তরে জনসংযোগ
- বাঙালি অস্মিতাকে হাতিয়ার করে মনীষীদের জন্ম ও মৃত্যু দিবস মর্যাদার সঙ্গে পালনের নির্দেশ
- গণতন্ত্র রক্ষার ডাক দিয়ে মতুয়া ভোটব্যাংককে শক্তিশালী করার কৌশল
- এসআইআর-এর বিরুদ্ধে সুর চড়ানোর জন্য সাংসদ, বিধায়ক সহ নেতৃত্বদের নিয়ে দল গঠন

কার্ড 'উন্নয়নের পাঁচালি'।

দ্বিতীয় পর্যায়ে বুথস্তরের জনসংযোগ কর্মসূচির নাম দেওয়া হয়েছে 'উন্নয়নের সংলাপ'। বাঙালি অস্মিতা ও কেন্দ্রের বিরুদ্ধে আর্থিক বঞ্চনার অভিযোগকে হাতিয়ার করে জনসংযোগের রণকৌশল সাজাচ্ছে জোড়াফুল। বাংলার মনীষীদের ভুল নামে ডাকা, বিকৃত উচ্চারণে সম্বোধন সহ একাধিক ইস্যুর বিরুদ্ধে সুর চড়াতে দলীয় কর্মীদের নির্দেশ দিয়েছেন দলের শীর্ষনেতৃত্ব। বিবেকানন্দের জন্মদিন, নেতাজির জন্মদিনে সুভাষ উৎসব, ২৬ জানুয়ারি প্রজাতন্ত্র দিবস ও ৩০ জানুয়ারি গান্ধিজির প্রয়াণ দিবসে শহিদ দিবস পালনের সঙ্গে বিভিন্ন মনীষীর জন্ম ও মৃত্যু দিবসে সম্মান জানানোর কথা বলা হয়েছে। বিস্তারিত কর্মসূচির বার্তা ইতিমধ্যেই দলের সর্বস্তরে পৌঁছে দিয়েছে রাজ্য সভাপতি সুব্রত বক্সী।

ব্লক ও ওয়ার্ড স্তরে ধাপে ধাপে স্ক্রুটিনির পর শাসক শিবিরের আশঙ্কা, বিজেপির সাংগঠনিক শক্তি খুব একটা উন্নত নয়। ফলে এই শক্তিকে আরও চাঙ্গা করতে গণতন্ত্র বাঁচানোর ডাক দিচ্ছে তৃণমূল। বৃহস্পতিবার অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় সমাজমাধ্যমে লেখেন, 'নতুন বছরে সৌভ্রাতৃত্ব ও সম্প্রীতির বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে নব উদ্যমে আগামীর লড়াইয়ের জন্য প্রস্তুত হোন।' এদিন প্রথমে কালীঘাট, তারপর দলের সদর দপ্তর নতুন ও পুরোনো তৃণমূল ভবনে জাতীয় পতাকা ও দলীয় পতাকা তুলে প্রতিষ্ঠাদিবসের কর্মসূচি শুরু করেন সুব্রত বক্সী ও দলের অন্যতম রাজ্য সহসভাপতি জয়প্রকাশ মজুমদার। মেয়র ফিরহাদ হাকিম, মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস, মন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়, সাংসদ সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় সহ আরও অনেকে এই কর্মসূচিতে যোগ দেন। শুক্রবার থেকেই জেলা সফর শুরু করছেন অভিষেক। প্রথম দিন তাঁর কর্মসূচি রয়েছে বারুইপুরে। ব্রিগেড সমাবেশের ন্যায় র‍্যাম্প সহ একাধিক সাজসজ্জায় সেজে উঠেছে ফুলতলা সাগর সংঘের মাঠ।

খড়্গপুরে হিরণ জটে দিলীপ

অরূপ দত্ত

কলকাতা, ১ জানুয়ারি : শা'র থেকে সবুজসংকেত পাওয়ার পরই মাঠে নেমে পড়লেন দিলীপ ঘোষ। বৃহস্পতিবার সল্টলেকের বিজেপি দপ্তরে গিয়ে রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্যের সঙ্গে বৈঠক করেন দিলীপ। সেখানে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের সাধারণ সম্পাদক সংগঠন অমিতাভ চক্রবর্তী। আগামী ১৩ তারিখে দুর্গাপুরে রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্যের সঙ্গে সভা করতে চলেছেন দিলীপ। এখন থেকে দিলীপের সমস্ত কর্মসূচি আগের মতোই অনুমোদন দেবে দল। '২৬-এর বিধানসভা ভোটে খড়্গারপুর থেকে প্রার্থী হতে চেয়েও দলকে বার্তা দিয়েছেন তিনি।

খড়্গাপুরে বিজেপির বর্তমান বিধায়ক হিরণ চট্টোপাধ্যায়। '২৬-এ দলের প্রার্থী করার ব্যাপারে সাধারণভাবে জয়ী প্রার্থীরা অগ্রাধিকারী। এমনটাই জানিয়েছিলেন সুনীল বনশল। তবে জেতা সব প্রার্থী যে টিকিট পাবেন এমন নিশ্চয়তাও দেওয়া হয়নি। সূত্রের মতে, বিধায়কের গত পাঁচ বছরের পারফরমেন্স অবশ্যই বিচার্য হবে টিকিট দেওয়ার ক্ষেত্রে। সেক্ষেত্রে বর্তমান ৬৫ জন বিধায়কের মধ্যে প্রায় অর্ধেক বিধায়ক টিকিট নাও পেতে পারেন। দলীয় সূত্রে তেমনই ইঙ্গিত রয়েছে। সেই তালিকায় কোন কোন বিধায়ক আছেন, তা এখনও চূড়ান্ত না হলেও খড়্গাপুরের বর্তমান বিধায়ককে নিয়ে দলে চর্চা আছে। এই আবহে শা'র ডাকে দিলীপের প্রত্যাবর্তন এবং তারপরেই প্রকাশ্যে খড়্গপুর আসন থেকে প্রার্থী হওয়ার ব্যাপারে দিলীপের মন্তব্য যেভাবে সামনে এসেছে, তাতে খড়্গাপুরে প্রার্থীবদলের সম্ভাবনা উড়িয়ে দিচ্ছে না অনেকেই।

বুধবার শাহি মিটিংয়ে দিলীপের সঙ্গেই উপস্থিত ছিলেন হিরণও। এদিন খড়্গারপুর থেকে প্রার্থী হওয়ার ব্যাপারে দিলীপের মন্তব্য নিয়ে বিতর্ক তৈরি না করলেও হিরণের কথায় অসন্তোষের আঁচ। হিরণ বলেন, 'বিধায়ক, সাংসদদের বৈঠকে দিলীপবাবুকে আলাদা করে কিছু বলেননি শা। পরে কে কোথায় কী বলেছেন, তা জানি না।' তিনি আরও বলেন, 'ভোটে আমি প্রার্থী হব কি না তা এখনও ঠিক করিনি। দল প্রার্থী করবে কি না তাও জানি না। রাজ্য সভাপতি বা দলের তরফ থেকে আমাকে খড়্গপুরে বিধায়ক হিসেবে কাজ করে যেতে কোনও বারণ করা হয়নি।'

বৃহস্পতিবার সল্টলেকে বৈঠকের পর রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য বলেছেন, 'গোটা মাঠজুড়েই খেলবেন দিলীপদা।' শা-র পর এদিন রাজ্য সভাপতিদের সঙ্গে বৈঠকের পর রীতিমতো আত্মবিশ্বাসী দিলীপ। প্রায় ৮ মাস ধরে দলে ব্রাত্য থাকার পর খোদ অমিত শা'র উপস্থিতিতে যেভাবে দলীয় কাজে ফিরতে পারলেন তাতে খুশি দিলীপ। অতীতে সুকান্ত, শুভেন্দু সহ রাজ্য নেতৃত্বের একাংশের সঙ্গে বাগবিতণ্ডায় জড়িয়ে নিজে ও দলকে সমস্যায় ফেলেছিলেন তিনি। অতীত থেকে সেই শিক্ষা নিয়ে এখন সে ব্যাপারে সতর্ক দিলীপ। রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য বলেছেন, 'অতীত বিতর্ক এখন ক্লোজ চ্যাপ্টার। এখন শুধুই সামনে এগিয়ে চলা। '২৬-এর নির্বাচনে দল যাতে সর্বশক্তি দিয়ে ঐক্যবদ্ধভাবে লড়াই করে রাজ্যে বিজেপি সরকার আনতে পারে সেটাই এখন আমাদের লক্ষ্য।'

ভারসাম্যের অঙ্কে বদল ভরকেন্দ্রে

স্বরূপ বিশ্বাস

কলকাতা, ১ জানুয়ারি : বিদায়ি ২০২৫-এর শেষদিন বুধবার রাজ্য প্রশাসনের শীর্ষ দুই পদে রদবদল ঘটিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। রাজ্যে বিধানসভা ভোটের মুখে এই রদবদল তাৎপর্যপূর্ণ। বৃহস্পতিবার মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশেই রাজ্যে প্রথম মহিলা মুখ্যসচিব ও নয়া স্বরাষ্ট্রসচিব হিসেবে দায়িত্ব নিয়েছেন যথাক্রমে নন্দিনী চক্রবর্তী এবং জগদীশ প্রসাদ মিনা। একইসঙ্গে বিদায়ি মুখ্যসচিব মনোজ পন্থকে মুখ্যমন্ত্রীর প্রধান সচিব হিসেবে নিযুক্ত করা হয়েছে। নবান্নের অন্দরমহলে প্রশ্ন, তাহলে কি প্রশাসনের ক্ষমতার ভরকেন্দ্রে কারও একাধিপত্য রাখতে চান না বলেই মুখ্যমন্ত্রী পন্থকে প্রধানসচিব করে কৌশলী সিদ্ধান্ত নিলেন? বিষয়টি নিয়ে আমলামহলে চর্চা ও জল্পনা ইতিমধ্যেই শুরু হয়েছে।

আলোচনার কেন্দ্রে আরও একটি বিষয়। মুখ্যমন্ত্রী তাঁর এই সিদ্ধান্তে রাজ্যবাসীকে একটা বার্তাও দিতে চেয়েছেন। তা হল, রাজ্যে মহিলা মুখ্যমন্ত্রীর আমলে এই প্রথম একজন মহিলাকে মুখ্যসচিব পদে বসানো হল। অভিজ্ঞতার নিরিখে প্রায় আটজন আইএএসকে টপকে আনা হল তাঁকে। যা রীতিমতো চর্চার বিষয় নবান্ন প্রশাসনের অন্দরে। মুখ্যমন্ত্রী বরাবরই নারী স্বাধীনতা ও নারীদের ক্ষমতায়ন নিয়ে সরব থাকেন। এই সিদ্ধান্তে সেটা আবারও স্পষ্ট করলেন তিনি।

বিগত কয়েক বছরে পন্থের প্রশাসনিক অভিজ্ঞতাকে বারবার স্বীকৃতি দিয়ে এসেছেন মুখ্যমন্ত্রী। বিভিন্ন সরকারি কাজে পন্থকে কাজে লাগিয়ে ফলও পেয়েছেন তিনি। আর তাতেই পন্থ রাজ্যের মুখ্যসচিবের দায়িত্ব পালন করে মুখ্যমন্ত্রীর আস্থা অর্জনেও সফল হয়েছেন। তাঁর দক্ষতা ও অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগাতেই এবার নবান্নে তাঁর শীর্ষ প্রশাসনিক

- বছরের শেষ দিনে মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে প্রথম মহিলা মুখ্যসচিব হয়েছেন নন্দিনী চক্রবর্তী
- অভিজ্ঞতার নিরিখে প্রায় আটজন আইএএস-কে টপকে তাঁকে আনা হয়েছে
- মুখ্যমন্ত্রী তাঁর এই সিদ্ধান্তে রাজ্যবাসীকে একটা বার্তা দিতে চেয়েছেন বলে মনে করা হচ্ছে

অন্দরে মুখ্যসচিব নন্দিনীকে ছাড়াও বিদায়ি মুখ্যসচিব পন্থকে রেখে দিলেন। আসলে নবান্নে শীর্ষ প্রশাসনের অন্দরে ক্ষমতার ভরকেন্দ্রে কারও একার একাধিপত্য রাখতে চান না বলেই মুখ্যমন্ত্রী তাঁর এই কৌশলী সিদ্ধান্তে অটল রইলেন বলে মনে করা হচ্ছে।

ইস্তফা অনিকেতের

কলকাতা, ১ জানুয়ারি : ওয়েস্টবেঙ্গল জুনিয়ার ডক্টরস ফ্রন্টের বোর্ড অফ ট্রাস্টের সভাপতিপদ থেকে ইস্তফা দিলেন চিকিৎসক অনিকেত মাহাতো। আরজি কর মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে তরুণী চিকিৎসকের ধর্ষণ ও খুনের ঘটনার বিরুদ্ধে আন্দোলনের অন্যতম মুখ অনিকেত। বছরের প্রথম দিনেই তাঁর এই সিদ্ধান্ত কম তাৎপর্যপূর্ণ নয়। তাঁর সিদ্ধান্তকে বেদনাদায়ক উল্লেখ করে বোর্ডকে চিঠি দিয়েছেন তিনি। মূলত ফ্রন্টের ট্রাস্ট ও কমিটির মধ্যে দায়িত্ব বণ্টন নিয়ে সমস্যার সূত্রপাত হয়েছে।

ফ্রন্টের এগজিকিউটিভ কমিটি তৈরি নিয়ে ট্রাস্টের অন্য সদস্যদের সঙ্গে অনিকেতের মতপার্থক্যের বিষয়টি চিঠিতে উল্লেখ করা হয়েছে। তাঁর অভিযোগ, আইনি পরামর্শ না মেনে, ট্রাস্টের সঙ্গে বোঝাপড়া না করে কমিটি তৈরি করা হচ্ছে। যা নির্যাতিতার জন্য ন্যায়বিচারের দাবির আন্দোলনের সঙ্গে অসঙ্গতিপূর্ণ। তিনি চেয়েছিলেন, আইনি লেখাপড়ার পরেই কমিটি নির্বাচিত হোক। কিন্তু বার বার ট্রাস্টের অন্য সদস্যদের একথা জানিয়ে লাভ হয়নি। ফ্রন্টের অন্য সদস্যরা আগেই ভোটাভুটির মত জানালে সেই প্রক্রিয়া শুরু হয়ে যায়। জানা গিয়েছে, ফ্রন্টের এগজিকিউটিভ কমিটিতে ভোটের মাধ্যমে সম্প্রতি নতুন করে ৩৭ জনকে নিয়োগ করা হয়েছে। চিঠিতে অনিকেত লিখেছেন, আন্দোলন চলাকালীনও বিভিন্ন বিষয়ে বাকি সদস্যদের সঙ্গে

তাঁর মতপার্থক্য হয়েছে। তবু ঐক্য বজায় রেখে সাধ্যমতো কাজ করেছেন। তবে নির্যাতিতার ন্যায়বিচারের দাবিতে লড়াই চালিয়ে যাবেন বলে জানিয়েছেন। এই বিষয়ে অনিকেতকে একাধিকবার ফোন করা হলে যোগাযোগ করা সম্ভব হয়নি। আন্দোলনের অন্যতম মুখ দেবাশিস হালদার জানান, অনিকেতের সঙ্গে এই বিষয়ে আলোচনা করবেন তাঁরা। বৃহস্পতিবার জিবি বৈঠক ডাকা হয়েছিল। তারই আগে তিনি পদত্যাগ করেন।

প্রস্তুতি স্কুলে স্কুলে

কলকাতা, ১ জানুয়ারি : বছর শুরু হতেই প্রস্তুতি তুঙ্গে রাজ্যের স্কুলগুলিতে। দোরগোড়ায় মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক সহ গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষাগুলির পাশাপাশি প্রথম সামেটিভ পরীক্ষাও রয়েছে। এই বছর প্রথম সিমেস্টার ব্যবস্থায় চূড়ান্ত পর্যায়ের উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা। নতুন ব্যবস্থায় খাপ খাইয়ে চতুর্থ সিমেস্টারের পরীক্ষা দিতে যাতে পরীক্ষার্থীদের অসুবিধা না হয়, সেজন্য প্রস্তুতি নেওয়া শুরু করে দিয়েছেন স্কুলের প্রধান শিক্ষকরা। দফায় দফায় মক টেস্ট, ক্লাস্টারভিত্তিক ভাগ করে পড়ুয়াদের প্রশিক্ষণ দেওয়া চলছে স্কুলগুলিতে। যে বিষয়গুলিতে পড়ুয়াদের অসুবিধা রয়েছে, সেগুলি নিয়ে শেষ পর্যায়ের চূড়ান্ত পৃথক ক্লাসের আয়োজন করছে স্কুলগুলি।

মিত্র ইনস্টিটিউশনের প্রধান শিক্ষক রাজা দে বলেন, 'শীতকালীন ছুটিতে মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের আলাদা আলাদা করে ডেকে ডাউট ক্লিয়ারিং সেশন চলেছে। এই মাসেও উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের ক্লাস্টারে ভাগ করে অঙ্ক, ভৌতবিজ্ঞান সহ যে বিষয়গুলিতে সমস্যা রয়েছে, তার সমাধান করা হচ্ছে।' উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার প্রশ্ন বণ্টনে যাতে সমস্যা না হয়, সেই কারণে আলাদা আলাদা রঙের প্রশ্নের প্যাকেট পাঠাচ্ছে উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ। বরাবরের মতো চলতি মাস স্কুলগুলির কাছে অগ্নিপরীক্ষা।

উত্তরে প্রচারে গুরুত্ব

কলকাতা, ১ জানুয়ারি : এসআইআর শুনানিপর্ব নিয়ে রাজ্য-রাজনীতি সরগরম। তার মধ্যেই বিধানসভার আগামী ভোটপ্রচারকেও সমান অগ্রাধিকার দিচ্ছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। রাজ্য থেকে জেলাস্তরে এখন থেকেই কর্মসূচি ছকে ফেলতে দলের রাজ্য সভাপতি সুব্রত বক্সীকে নির্দেশ দিয়েছেন তিনি। বৃহস্পতিবার ছিল তৃণমূলের প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী। তার ফাঁকেই এই নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে কথা হয় দলের সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ও সুব্রত বক্সীর। দলীয় সূত্রের খবর, অভিষেককে উত্তরবঙ্গ থেকে প্রচার শুরু করতে মুখ্যমন্ত্রী নির্দেশ দিয়েছেন আগেই। অভিষেক যাচ্ছেনও ৩ তারিখ আলিপুরদুয়ার। ১৩ জানুয়ারি কোচবিহার যাওয়ার কথা।

উত্তরবঙ্গ থেকে কার্যত ভোটপ্রচার শুরু করবেন মুখ্যমন্ত্রীও। ১৭ জানুয়ারি জলপাইগুড়ি যাওয়ার কথা তাঁর। ওইদিন জলপাইগুড়িতে কলকাতা হাইকোর্টের সার্কিট বেঞ্চের অনুষ্ঠান। ওই সূত্রেই মুখ্যমন্ত্রী যাবেন। পাশাপাশি উত্তরবঙ্গে ভোটপ্রচারও শুরু করতে চান মুখ্যমন্ত্রী। বিধানসভা ভোটে বিরোধী দল বিজেপির শক্তঘাঁটি উত্তরবঙ্গে তৃণমূলের আরও ভালো ফল চান তিনি। তাই কোমর বেঁধে নেমে দলের জয়ের পথ সুগম করতে হবে বলে এদিনের মুখ্যমন্ত্রীর কথায় উঠে এসেছে।

জানা গিয়েছে, উত্তরবঙ্গে যাওয়ার আগে সেখানকার সব জেলার হালহকিকত ছাড়াও জেলাস্তরে দলের সর্বশেষ অবস্থা এবং সেইসঙ্গে চলতি এসআইআরের শুনানি পর্বের ওপর দলীয় রিপোর্টের ব্যাপারে খোঁজখবর নিতে শুরু করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। এই নিয়ে একান্তে তাঁর কথা হচ্ছে অভিষেক ও সুব্রত বক্সীর সঙ্গে।

কুয়াশা কাটতেই মানুষের ঢল

রিমি শীল

কলকাতা, ১ জানুয়ারি : নতুন বছরের প্রথম দিনে উৎসবের উষ্ণতায় ভাসল কলকাতা থেকে শহরতলি। সকাল থেকেই তিলোত্তমার দখল নিল উৎসবমুখর বাঙালি। বর্ষবরণের রাত থেকে ফেস্টিভ মুড। আর বৃহস্পতিবার শহরের কুয়াশা কাটতে না কাটতেই রাস্তায় নেমেছে মানুষের ঢল। ইকোপার্ক থেকে আলিপুর চিড়িয়াখানায় কালো মাথার ভিড়ের ঠেলায় যেন একে অপরকে টেক্কা দিচ্ছে। শুধুমাত্র হইহুল্লোড় নয়, ভক্তি ও বিশ্বাসের টানে ভিড় জমল কালীঘাট, দক্ষিণেশ্বর, পরেশনাথ মন্দির, তারাপীঠ, সহ তীর্থস্থানগুলিতেও।

ইকোপার্ক, ব্রিগেড ময়দান, পার্কস্ট্রিট, বিড়লা মিউজিয়াম, সায়েন্সসিটি, জাদুঘর, মিলেনিয়াম পার্ক সহ একাধিক জায়গায় উপচে পড়েছে ভিড়। ট্রাফিক সামলাতে হিমসিম খেতে হয়েছে পুলিশকে। দর্শনার্থী নিয়াশা চট্টোপাধ্যায় বললেন, 'বছরের অন্য সময় বাইরে কাটে। এই সময় কলকাতা এসে উপভোগ করা বেশ আনন্দের।' কর্তৃপক্ষ সূত্রের খবর, এদিন এখানে ৫ হাজার মানুষের ভিড়

বছরের প্রথম দিন ইকো পার্কে। -রাজীব মণ্ডল

হয়েছে। পার্কস্ট্রিট থেকে বাইপাস লাগোয়া বার-রেস্তোরাঁগুলি ছিল হাউসফুল। আনলিমিটিডে বুফে ও পানীয়র অফারে থিকথিকে ভিড়। এই পরিস্থিতিতেই রাস্তার ধারের ফুডস্টল ও হকারদেরও রেকর্ড ব্যবসা জমেছে। নন্দন চত্বরে এক ঝালমুড়ির বিক্রেতার কথায়, 'গত বছরের তুলনায় এবছর বিক্রি বেশি হয়েছে।'

কল্পতরু উৎসবের জন্য এদিন বেলা বাড়তেই ভক্তদের ভিড় জমে দক্ষিণেশ্বর, বেলুড়মঠ, কামারপুকুর, আদ্যাপীঠ থেকে কাশীপুর উদ্যানবাটীতেও। পুজোর ডালা হাতে ভিড় করেন ভক্তরা। দক্ষিণেশ্বরের প্রাক্তন সেবায়েত প্রসূন হাজরা বলেন, '৩ লক্ষ লোকেরও বেশি ভিড় হয়েছে। আমাদের বিভিন্ন ব্যবস্থা করে রাখতে হয়েছে।' সেবায়েত সৌভিক জানান, ৩০ হাজারেরও বেশি ভক্ত এদিন তারাপীঠে এসেছেন। কলকাতা সহ রায়চক, বকখালি, সুন্দরবন, দিঘায় পিকনিক করতে ভিড় জমান পর্যটকরা।

নতুন বছরের রাত ১২টা বাজতেই শুরু হয় কালীপটকা, সেল, রকেট, ফানুস, চকলেট বোমার মতো নিষিদ্ধ শব্দবাজির ব্যবহার। রাজ্য দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদের মাপকাঠি অনুযায়ী, তপসিয়া, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, সল্টলেকে শব্দমাত্রা নির্দিষ্ট সীমা ছাড়ায়। তাতেই বাতাসে বিস্তর বিষ ছড়িয়েছে। শহরের বেশিরভাগ জায়গায় একিউআই ৩০০ ছাড়িয়ে যায়। এদিনও কলকাতার বাতাসের গুণমান খারাপ অর্থাৎ একিউআই ২০১-৩০০-এর মধ্যে ছিল। পরিবেশবিদ সুভাষ দত্তের কথায়, 'মানুষ সচেতন না হলে এগুলি রোখা যাবেনা।'

লক্ষ ভক্ত জগন্নাথ ধামে

চিত্ত মাহাতো

দিঘা, ১ জানুয়ারি : বছরের প্রথম দিনে দিঘার অন্যতম আকর্ষণ জগন্নাথ ধামে কার্যত ভক্তের সংখ্যা লাখ ছাড়াল। রাত পর্যন্ত ভক্তদের জন্য এদিন মন্দিরের দ্বার খোলা রাখা হয়। সকাল থেকে রাত পর্যন্ত কার্যত জনসমুদ্রের আকার নেয় দিঘা জগন্নাথ ধাম। মানুষের মুখে মুখে ধ্বনিত হয় জয় জগন্নাথ। দিঘার জগন্নাথ ধাম ট্রাস্ট সূত্রে খবর, এদিন বিকেল ৪টা পর্যন্ত জগন্নাথ ধামে ভক্তের সংখ্যা ১ লক্ষ ছাড়িয়েছে। রাত পর্যন্ত সেই সংখ্যা গিয়ে দাঁড়াবে ২ লক্ষের কাছাকাছি। মানুষের উদ্দীপনার কথা ভেবে বছরের প্রথম দিন রাত পর্যন্ত খোলা রাখা হয় জগন্নাথ মন্দিরের প্রবেশদ্বার। মন্দির কর্তৃপক্ষের তরফ থেকেও এদিন বিশেষ পুজোপাঠের আয়োজন করা হয়। দুপুরে ছাপান্ন ভোগেও ছিল বিশেষ বিশেষ পদ। এরপর সন্ধ্যে থেকে শুরু হয় বিশেষ কীর্তন। সেখানেও কীর্তনের তালে পা মেলান ভক্তরা। নতুন বছরের প্রথম দিনে বাড়তি ভক্তের সমাগমের আশঙ্কা করে মন্দির কর্তৃপক্ষের তরফ থেকে এদিন অতিরিক্ত ভোগেরও ব্যবস্থা করা হয়। প্রত্যেক ভক্তের জন্য এদিন

দিঘার জগন্নাথ ধামে উপচে পড়া ভিড়।

বিশেষ গজার ব্যবস্থা করা হয়। নতুন বছরের উৎসবের আমেজে কয়েকদিন আগে থেকেই গোটা মন্দির রংবেরঙের আলোর সাজে সাজিয়ে তোলা হয়। মন্দিরের পাশাপাশি মন্দিরের সামনে অবস্থিত নেচার পার্কেও ছিল বিশেষ ভিড়।

যাতে উৎসবের তাল যাতে না কাটে সেজন্য গোটা মন্দির চত্বরে লাগানো হয় অতিরিক্ত সিসি ক্যামেরা। করা হয়েছিল ড্রোনের ব্যবস্থা। দিঘা জগন্নাথ ধাম ট্রাস্টের সদস্য রাধারমন দাস বলেন, 'সকাল সাড়ে ছটা থেকে বিকেল চারটে পর্যন্ত এক লক্ষের বেশি ভক্তের সমাগম হয়েছে জগন্নাথ ধামে। রাতে সেই সংখ্যা প্রায় ২ লক্ষ ছুঁয়ে যায়। নতুন বছরে ৫৬ ভোগেও বিশেষ বিশেষ পদ অর্পণ করা হয় জগন্নাথদেবকে।'

কেঁচোর অন্ত্রে সঞ্জীবনীর খোঁজ

প্রথম পাতার পর

মৃতদেহ সৎকার করার প্রাকৃতিক ইঞ্জিনটি থেমে যেতেই গ্রাম ও শহরের উপকণ্ঠে পচাগলা লাশ জমতে শুরু করে। সেখান থেকে ডাইক্লোফেনাক মেশে মাটি ও জলে। আর সেই মাটি বা জল থেকে তা পাখিদের শরীরে ছড়িয়ে পড়ার সম্ভাবনাও পাল্লা দিয়ে বাড়ে। বিপদ বুঝে পরবর্তীতে ডাইক্লোফেনাক নিষিদ্ধ হয়েছে ঠিকই, কিন্তু দীর্ঘদিন ধরে মাটি ও জলে মিশে থাকা সেই বিষকে সাফ করবে কে? একটি ওষুধ, যা আরোগ্যের জন্য তৈরি হয়েছিল, সেটিই যেন পরিবেশের গলায় মরণফাঁস হয়ে দেখা দেয়।

উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের বায়োটেকনলজি বিভাগের 'ওমিক্স ল্যাব'-এ দীর্ঘদিন থেকেই ব্যাকটিরিয়া নিয়ে গবেষণা চলছিল। যে গবাদিপশুদের শরীরে ডাইক্লোফেনাক থাকে তাদের মলে কীভাবে দিব্যি বেঁচে আছে কেঁচোর দল, তা একসময় ভাবিয়ে তোলে গবেষকদের। সেখান থেকেই শুরু হয় পরীক্ষানিরীক্ষা। তিন গবেষক তিন বছরেরও বেশি সময় ধরে গবেষণা চালান। আর ২০২৫-এর শেষবেলায় ওমিক্স-এ দেখা মিলল বিস্ময়কর বৈজ্ঞানিক আলোকবর্তিকা। শেষপর্যন্ত আমাদের পায়ের তলার নরম মাটির গভীরে থাকা কেঁচোর অন্ত্রে কাঁটাছেড়া করতে গিয়েই বিজ্ঞানীরা বিষমুক্তির উপায় খুঁজে পেলেন। দু'দিন আগে ২০২৫-এর ৩০ ডিসেম্বর বিজ্ঞানের জার্নাল 'টক্সিকোলজি ইন্টারন্যাশনাল'-এ প্রকাশিত হয়েছে উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষকদের সাফল্যের কথা।

কীভাবে সেরাসিয়া ব্যবহার করা যায় আপাতত তা নিয়ে তাঁরা ভাবনাচিন্তা শুরু করেছেন বলেই জানিয়েছেন রণধীর। তাঁর বক্তব্য, 'পাখিদের শরীরে যেভাবে ডাইক্লোফেনাক ঢুকছে সেভাবে সেরাসিয়া ঢুকিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে। তাহলেই সেরাসিয়া ডাইক্লোফেনাক ভেঙে দিয়ে পাখিদের রক্ষা করতে পারবে। সেটা কীভাবে করা যায় সেসব নিয়ে আরও বিস্তারিত পর্যালোচনা জরুরি। আমরা এবার সেই লক্ষ্যে কাজ শুরু করব।'

গবেষকরা মনে করছেন, ডাইক্লোফেনাকের অন্ধকার যুগ কাটিয়ে জৈব-পরিচ্ছন্নতার যুগে উত্তরবঙ্গের মাটির এই বিজ্ঞানীরা একদিন বিশ্বের সমস্ত নদী আর মাটিকে ওষুধমুক্ত করবে। ডাইক্লোফেনাকের বিষে নীল হওয়া আকাশ হয়তো কাল আবার শকুনের ডানায় ঢাকা পড়বে, আর সেই রূপকথার কারিগর হবে কেঁচোর অন্ত্রে লুকিয়ে থাকা এক অদৃশ্য মিত্র। যার লড়াইয়ের গল্প লেখা হয়েছে উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের ল্যাবে।

বিহার মডেলে ঘর গোছানোর ছক গেরুয়া শিবিরের

তৃতীয় সপ্তাহে মালদায় মোদি

কল্লোল মজুমদার

মালদা, ১ জানুয়ারি : নিজের মোবাইল খুলে মালদার আবহাওয়ার পূর্বাভাস দেখছিলেন বিজেপির দক্ষিণ মালদা সাংগঠনিক জেলা সভাপতি অজয় গঙ্গোপাধ্যায়। কপালে চিন্তার ভাঁজ। কিন্তু কেন? আসলে নতুন বছরের ১৭ কিংবা ১৮ জানুয়ারি মালদা সফরে আসছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। হাতে আর খুব বেশি সময় বাকি নেই। আর তাই আবহাওয়া নিয়ে চিন্তার ভাঁজ বিজেপি নেতাদের কপালে। সেজন্যই বারবার মোবাইল খুলে জানুয়ারির তৃতীয় সপ্তাহের আবহাওয়ার পূর্বাভাস দেখছেন কেবল অভিজিৎ নয়, মালদা জেলার অন্য বিজেপি নেতারাও।

অজয় বলছিলেন, 'কেন্দ্রীয় সংগঠনের তরফে ১৭ বা ১৮ তারিখ প্রধানমন্ত্রীর মালদা সফরের কথা জানানো হয়েছে। তবে আমাদের বড় দুশ্চিন্তা আবহাওয়া নিয়ে। খারাপ আবহাওয়ার জন্য এর আগে রানাঘাটে প্রধানমন্ত্রীর হেলিকপ্টার নামতে পারেনি। মালদায় ২৫ ডিসেম্বর থেকে ২৫ জানুয়ারি পর্যন্ত আকাশ মেঘলা থাকে, সেই দিকটা মাথায় রেখেই আমরা এগোচ্ছি।'

- ১৭-১৮ জানুয়ারি মোদির সফরের কথা থাকলেও কুয়াশা ও মেঘলা আবহাওয়ার আশঙ্কায় দুশ্চিন্তা
- বুথ স্তরের কর্মীদের চাঙ্গা করতে প্রতিটি মণ্ডল কমিটিতে বিধায়ক ও সাংসদদের বিশেষ দায়িত্ব বণ্টন
- বিহারের শতাধিক অভিজ্ঞ নেতা ও সংগঠককে দিয়ে বিশেষ কৌশলে ঘর গোছানোর পরিকল্পনা

কেন্দ্রীয় সংগঠনের তরফে ১৭ বা ১৮ তারিখ প্রধানমন্ত্রীর মালদা সফরের কথা জানানো হয়েছে। তবে আমাদের বড় দুশ্চিন্তা আবহাওয়া নিয়ে। মালদায় ২৫ ডিসেম্বর থেকে ২৫ জানুয়ারি পর্যন্ত আকাশ মেঘলা থাকে, সেই দিকটা মাথায় রেখেই আমরা এগোচ্ছি

-অজয় গঙ্গোপাধ্যায়

নতুন বছরের শুরুতেই রাজনীতির পারদ চড়তে চলেছে মালদা তথা গৌড়বঙ্গে। সামনেই বিধানসভা ভোট। তার আগে আগে মালদায় মোদির আগমন নিঃসন্দেহে স্থানীয় রাজনীতিতে একটা বড় ঘটনা। তবে প্রধানমন্ত্রীর সফরের পথে এখন বড় বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে উত্তুরে হাওয়া আর ঘন কুয়াশা। তাই জেলা বিজেপির অন্দরে এখন সাংগঠনিক প্রস্তুতির চেয়েও বেশি চর্চা চলছে আবহাওয়া নিয়ে।

প্রধানমন্ত্রীর সভার জন্য বেছে নেওয়া হয়েছে দুই যমজ শহর ইংরেজবাজার ও পুরাতন মালদার সংযোগস্থলে বাইপাসের ধারের সেই পরিচিত ময়দানটি। সেখানে আগেও সভা করেছেন প্রধানমন্ত্রী। লোকসভা ভোটের আগে এই সভাকে ঘিরেই মালদার ১২টি বিধানসভা কেন্দ্রে নিজেদের শক্তি ঝালিয়ে নিতে চায় বিজেপি। বিশেষ করে দক্ষিণ মালদা আসনটি পুনরুদ্ধারে মরিয়া গেরুয়া শিবির। দলের কৌশল অনুযায়ী, উত্তর ও দক্ষিণ মালদার ৫৯টি মণ্ডল কমিটিকে চাঙ্গা করতে ময়দানে নামছেন বিধায়ক ও সাংসদরা। প্রতিটি মণ্ডলে দুজন করে বিধায়ক যাবেন। আর দুটি করে মণ্ডল কমিটির দায়িত্বে থাকবেন একজন করে বিজেপি সাংসদ।

জেলার দুটি লোকসভা কেন্দ্রের মধ্যে শুধুমাত্র উত্তর মালদায় রয়েছে বিজেপির সাংসদ। গত নির্বাচনে দক্ষিণ মালদা আসনটিতে জয়লাভ করেছিলেন কংগ্রেস প্রার্থী ইশা খান চৌধুরী। আর জেলার ১২টি বিধানসভা কেন্দ্রের মধ্যে মাত্র চারটি কেন্দ্র-ইংরেজবাজার, পুরাতন মালদা, গাজোল ও হবিবপুর বিজেপির দখলে রয়েছে। বাকি কেন্দ্রগুলিতে জয়লাভ করেছিলেন রাজ্যের শাসকদল তৃণমূলের প্রার্থীরা।

তাই ভোটের আগে সংগঠন শক্তিশালী করা জরুরি বিজেপির পক্ষে। আর সেই কাজ করতে গিয়ে এবারে বিজেপি চমক 'বিহার মডেল'। দলীয় সূত্রের খবর, মালদা তথা উত্তরবঙ্গ দখলে স্থানীয় নেতাদের প্রশিক্ষণ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে পদ্ম শিবির। সেজন্য প্রতিবেশী রাজ্য বিহার থেকে শতাধিক অভিজ্ঞ সংগঠক ও নেতা আসছেন জানুয়ারিতেই। তাঁরা টানা সাতদিন উত্তরবঙ্গের প্রতিটি বিধানসভায় সংগঠনের খুঁটিনাটি খতিয়ে দেখবেন। যদিও এসবই বিজেপির 'গোপন পরিকল্পনা'। তা নিয়ে জেলা নেতারা এখনই মুখ খুলতে নারাজ।

স্লিপার প্রাপ্তি বঙ্গের

প্রথম পাতার পর

রাজু বলেন, 'উত্তরবঙ্গবাসীর জন্য প্রধানমন্ত্রীর উপহার এই ট্রেন। এখন থেকে উত্তরবঙ্গের মানুষ মধ্যরাতে দক্ষিণবঙ্গের ট্রেনে উঠতে পারবেন। উপকৃত হবেন দক্ষিণবঙ্গের মানুষও।' শংকরের কথায়, 'বিধানসভায় যেমন মানুষের দাবি তুলে ধরি, তেমনই রেলমন্ত্রীর কাছে এই দাবি জানিয়েছিলাম।'

'রেলমন্ত্রীর উপহার উত্তরবঙ্গের মানুষ মনে রাখবে' বলে শংকরের কথায় ভোটে কৃতিত্ব নেওয়ার ইঙ্গিত স্পষ্ট। রেলমন্ত্রী বলেন, 'নতুন প্রযুক্তিতে তৈরি এমন ট্রেনের দাবি দীর্ঘদিনের। গুয়াহাটি-কলকাতার মধ্যে প্রথম ট্রেন চালাতে পেরে আমরা খুশি। এর ফলে রেল, দেশ এবং যাত্রীরা উপকৃত হবেন। অর্থনৈতিক বুনিয়াদ আরও শক্তিশালী হবে, যাত্রী স্বাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধি পাবে।'

রেল সূত্রে পাওয়া প্রস্তাবিত সময়সূচি অনুযায়ী ট্রেনটি রাত ৭টায় অসমের কামাখ্যা থেকে ছেড়ে হাওড়ায় পৌঁছাবে পরেরদিন সকাল সাড়ে ৯টায় এবং হাওড়া থেকে সন্ধে ৬টায় ছেড়ে কামাখ্যা পৌঁছাবে পরেরদিন সকাল সাড়ে ৮টা। হাওড়া যাওয়ার পথে ট্রেনটি নিউ জলপাইগুড়ি জংশনে পৌঁছাবে রাত ১টা নাগাদ। যাত্রাপথে স্টপ থাকবে নিউ বঙ্গাইগাঁও, নিউ কোচবিহার, নিউ জলপাইগুড়ি, মালদা টাউন, আজিমগঞ্জ ও ব্যান্ডেল।

ওড়িশা, অন্ধ্রপ্রদেশ সহ একাধিক রাজ্যের নাম সামনে এসেছে প্রথম বন্দে ভারত স্লিপারের জন্য। কিন্তু ট্রেনটির প্রথম চলাচলে বাংলা ও অসম অন্য রাজ্যগুলি টেক্কা দিল। রেল সূত্রে খবর, সম্পূর্ণ শীতাতপনিয়ন্ত্রিত ১৬ কোচের ট্রেনটিতে থাকছে ১১টি তৃতীয় শ্রেণি, ৪টি দ্বিতীয় শ্রেণি এবং একটি প্রথম শ্রেণির কোচ। মোট ৮২৩ জন যাত্রী বহনের ক্ষমতা থাকবে ট্রেনটির। প্রাথমিকভাবে কামাখ্যা ও হাওড়ার মধ্যে খাবার সহ ভাড়া থ্রি টিয়ারে ২,৩০০, টু টিয়ারে ৩,০০০ এবং ফার্স্ট ক্লাসে ৩,৬০০ টাকা ধরা হয়েছে। তবে উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের এক আধিকারিকের বক্তব্য, 'ট্রেনটি প্রিমিয়াম হওয়ায় ভাড়ায় কিছুটা হেরফের হবে।' কিছুদিন আগে কোটায় ট্রেনটির ট্রায়াল রান হয়েছে। আগামী সপ্তাহে দুটি রেক দিল্লি হয়ে হাওড়া এবং কামাখ্যা পৌঁছাবে। প্রয়োজনে আরও একবার পরীক্ষামূলক যাত্রা হবে। সপ্তাহে ছয়দিন চলাচল করলেও, সপ্তাহে কী বারে বন্ধ থাকবে, তা এখনও চূড়ান্ত হয়নি।

ঠিকাদার-ভরা জেলা কমিটি

প্রথম পাতার পর

এছাড়াও সম্প্রতি যে জেলা কমিটি প্রকাশ করা হয়েছে তাতে সাধারণ সম্পাদক পদে প্রায় ১৭ জনের নাম ঘোষণা করা হয়েছে। অভিযোগ, এই ১৭ জনের মধ্যেও আবার প্রায় ১০ জনই ঠিকাদার। সাধারণ সম্পাদক পদে পাওয়া সঞ্জিত বর, বিপ্লব নার্জিনারি, শ্যামল বোস, দুলাল দে, মিহির দত্ত, মনোরঞ্জন দে সহ আরও অনেকেই বড় মাপের ঠিকাদার। অনেকে তৃণমূলে আসার আগে থেকেই ঠিকাদারি করলেও গত কয়েক বছর ধরে নাকি তাঁদের কাজের বহর বেড়েছে। বিপুল সম্পত্তির মালিকও হয়েছেন ঠিকাদারি করা ওই তৃণমূল নেতারা। জেলা কমিটির সদস্যরা ছাড়াও এক-দুজন ব্লক সভাপতিরও মূল পেশা ঠিকাদারি।

তৃণমূলের এক নেতা বলেছেন, মৃদুল গোস্বামী, মোহন শর্মা, সৌরভ চক্রবর্তীর সময়েও অনেকে ঠিকাদারি করে পদ পেয়েছিলেন। তবে সেই সংখ্যাটা ছিল কম। কিন্তু প্রকাশ দায়িত্ব নিতেই জেলা কমিটিতে ঠিকাদারদের সংখ্যা বেড়ে গিয়েছে। এখন দলের রাশ তাঁদের হাতেই। এই ঠিকাদারদের জন্য দলের ফল জেলায় খারাপ হচ্ছে। জানি না, এই যাত্রায় আমাদের নেতা অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় বিষয়টিতে নজর দেবেন কি না।

শনিবার আলিপুরদুয়ারে আসছেন অভিষেক। তাঁর আসার আগে এখন ঠিকাদার নেতাদের নিয়ে চরম অস্বস্তিতে আছে তৃণমূলের জেলা নেতৃত্ব। তাই অভিষেকের আলাপচারিতা কর্মসূচির আশপাশে ঠিকাদারদের গতিবিধি নিয়ন্ত্রণ করা হতে পারে। এমনকি একেবারে বড় পদাধিকারী ছাড়া কোনও ঠিকাদার নেতা যাতে অভিষেকের কর্মসূচির মধ্যে ঢুকে না পড়েন সেদিকেও নজর রাখা হচ্ছে।

পিকনিক স্পটে উচ্চগ্রামে ডিজে

প্রথম পাতার পর

তিনি জানান, বন্যজন্তুরা সাধারণত রাতে বেরোয়, তাই দিনেরবেলায় ডিজে বাজাতে কাউকে বাধা দেওয়া হয়নি। তবে পানিঝোরা বা দমনপুরের মতো স্পটগুলোতে ডিজে থাকলেও শব্দের মাত্রা কিছুটা নিয়ন্ত্রণে ছিল।

ওয়েস্ট দমনপুরের রেঞ্জ অফিসার অর্ণব চৌধুরী এই বিষয়ে সরাসরি কোনও মন্তব্য করতে রাজি হননি। তিনি পুরো বিষয়টি উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের ওপর ছেড়ে দিয়েছেন।

অন্যদিকে, স্থানীয় সচেতন বাসিন্দা প্রতিভা মণ্ডল ও দিবাকর দাসরা মনে করেন, উন্মত্ত হয়ে জঙ্গলের পাশে এমন বিশৃঙ্খলা করার কোনও মানে হয় না। এতে যেমন পশুদের কষ্ট হয়, তেমনি সাধারণ মানুষেরও শারীরিক সমস্যা দেখা দেয়। প্রশাসন ও বন দপ্তর যদি শুরু থেকেই কড়াকড়ি করত, তবে এই নিয়মভঙ্গের চিত্র দেখা যেত না। জঙ্গল লাগোয়া এলাকায় প্রায়ই হাতি বা লেপার্ডের আনাগোনা থাকে।

এমতাবস্থায় ডিজে বাজানো বা জঙ্গলে অবাধ প্রবেশ বড় কোনও দুর্ঘটনার আমন্ত্রণ জানাচ্ছে বলে বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন।

তোর্ষাপারে

প্রথম পাতার পর

কোচবিহার দক্ষিণ বিধানসভা এলাকায়। হারের পরও উন্নয়নের গতি না থমকানোই এবার এলাকায় নির্বাচনি সমীকরণ তৈরি করবে।

কোচবিহার-১ ব্লকের ন'টি গ্রাম পঞ্চায়েত এবং কোচবিহার পুরসভা নিয়ে কোচবিহার দক্ষিণ বিধানসভা কেন্দ্র গঠিত। পদ্ম শিবিরের বিজয়ী সেনাপতির বিরুদ্ধে এলাকায় ভালোই ক্ষোভ রয়েছে। বিধায়ককে তৃণমূল কায়দা করে কাজ করতে দেয়নি, এলাকায় ঢুকলেই হামলা চালিয়েছে- এমন অভিযোগ বহু আছে। কিন্তু সেসব প্রতিরোধ করে বিজেপির মানুষের কাছে পৌঁছোনোর চেষ্টায় যথেষ্ট খামতি থেকে গিয়েছে। এলাকায় ঘুরলেই তার আঁচ মেলে। চিলকিরহাট, পাটছড়া, চান্দামারি, ফলিমারি, ঘুঘুমারির একাংশে একসময় বিজেপির ভালো প্রভাব ছিল। গত কয়েক বছরে সেই অর্থে ওইসব এলাকায় তেমন কোনও দলীয় কর্মসূচিই হয়নি। তৃণমূলের হাতে আক্রান্ত কর্মীদের ভরসা দিতে এলাকায় গিয়ে পড়ে থাকেননি কোনও নেতা। ফলে নিজেদের বাঁচাতে এবং অভিমানে বিজেপির একটা অংশ নাম লিখিয়েছে ঘাসফুল শিবিরে। তাদের ফিরে আসার সম্ভাবনা নেই বললেই চলে।

গত পাঁচ বছর আগে জনমত যখন গেরুয়া আবির উড়িয়েছিল, তখন মানুষ চেয়েছিল এমন এক অভিভাবক যিনি বিপদে-আপদে ছায়া দেবেন। কিন্তু অভিযোগের পাহাড় বলছে, বিজয়ী বিধায়ক নিখিলরঞ্জন নিজেকে বন্দি করে ফেলেছেন শহরের নির্দিষ্ট বৃত্তে। প্রান্তিক গ্রামগুলোর রাস্তার সমস্যা বা ভাঙনকবলিত মানুষের চোখের জল তাঁর ড্রয়িংরুম পর্যন্ত পৌঁছায়নি। ফলে এলাকায় তোর্ষার মতোই পর্দার আড়ালে বিজেপি-পাড় ভাঙার খেলাটা অনেকদিন ধরেই চলছে।

একসময় বামেদের শক্ত ঘাঁটিতে বিজেপি যে সাংগঠনিকভাবে বিশাল কিছু করেছে তা কিন্তু নয়। বামেদের ভোটের একটা বড় অংশ, বিক্ষুব্ধ তৃণমূল এবং রাজ্য সরকার বিরোধী ভোটের মিলিত অঙ্কেই নিখিলরঞ্জন জয়ী হয়েছেন। তারপরও এলাকায় নেতা তৈরি করতে পারেননি। শুরুতে দিব্যনাথ বর্মনের মতো নেতারা গ্রামে গ্রামে ঘুরে সংগঠন করলেও বিধানসভার পর সেভাবে তাঁদের আর দেখা মিলছে না। আবার দীপা চক্রবর্তী, বিরাজ বসুর মতো নেতৃত্ব ওই কেন্দ্রে প্রার্থী হওয়ার দৌড়ে থাকায় গোষ্ঠীকোন্দলের চোরা স্রোত বইতে শুরু করেছে।

তৃণমূলের সার্বিক অন্যায়ের বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষ তাদের ভোট দেবেন- এই ভাবনাকে কিছু সময়ের জন্য সরিয়ে রাখলে কোচবিহার দক্ষিণ কেন্দ্রে বিজেপির নিশ্চিত ভোটব্যাংক সেভাবে কিছুই নেই। বিজেপির যখন দিশেহারা অবস্থা, ঠিক তখনই উলটো ছবি এঁকেছে তৃণমূল। পাঁচ বছরে নানা সমস্যা মিটিয়ে এলাকায় লাগাতার কর্মসূচি করে সংগঠন টনটনে করে ফেলেছে শাসকদল। যা বিজেপির জনসমর্থনের ভিত অনেকটাই আলগা করে দিয়েছে।

তা সত্ত্বেও তৃণমূলের রাজনীতির পিচ একেবারে ঝকঝকে নয়। সেখানেও লুকিয়ে আছে সেরাজুল কাঁটা। সংখ্যালঘু ভোটার অধ্যুষিত দক্ষিণ বিধানসভা কেন্দ্রে শুকটাবাড়ি বরাবরই ফ্যাক্টর। অতীতে অনেক ভোটের হিসেব বদলে দিয়েছে শুকটাবাড়ি। সেই এলাকায় বাহুবলী তৃণমূল নেতা সেরাজুল হক আপাতত দল থেকে বহিষ্কৃত হলেও তাঁর অনুগামীরা এখনও অনেকের রাতের ঘুম কেড়ে নিতে পারে। রাজনীতির পাটিগণিতে তিনি হয়তো একা কিছুই করতে পারবেন না, কিন্তু তাঁর ভোট কাটার ক্ষমতা যে কোনও শিবিরকে ভাবাতে বাধ্য। দক্ষিণ বিধানসভায় বাম, কংগ্রেস সহ অন্য দলগুলোর খানিকটা ভোট থাকলেও তা ফলাফল ওলটপালট করে দেবার মতো নয়।

গ্রামের বাইরে কোচবিহার শহর বরাবরই একটু অন্য ধাতুতে গড়া। এখানকার মানুষ আবেগ আর যুক্তি দুটোকেই সমান গুরুত্ব দেন। বারবার শহরবাসী যখন ঘাসফুল থেকে মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছে তখন অভিজিৎ খেলেছেন এক কৌশলী চাল। শুধু রাজনীতি দিয়ে মন জয় করা যায় না বুঝে তিনি আশ্রয় নিয়েছেন সংস্কৃতির। পাঁচ বছর ধরে দুশোটিরও বেশি দল নিয়ে শুরু করেছেন হেরিটেজ ক্রিকেট টুর্নামেন্ট। বছর দুয়েক হল কোচবিহার শহরে শুরু করেছেন জাঁকজমকপূর্ণ হেরিটেজ নাট্যোৎসব। শিক্ষক দিবস পালন করে সাংস্কৃতিক আবহে তিনি শহরের মানুষের নাগরিক আভিজাত্যকে ছুঁতে চেষ্টা করছেন। রুচিশীল এই জনসংযোগ ধীরে ধীরে বরফ গলাতে শুরু করেছে। শহরের যে ড্রয়িংরুমে একসময় তৃণমূল ব্রাত্য ছিল, সেখানে আজ অন্তত তর্কের টেবিলে দলের উপস্থিতি উজ্জ্বল। শহরে ওয়ার্ডভিত্তিক জনসংযোগ এবং পুরসভার কর বৃদ্ধি ইস্যুতে রবীন্দ্রনাথ ঘোষের বিরুদ্ধে গিয়ে ব্যবসায়ীদের পাশে দাঁড়ানোয় শহরে ২০২১-এর চাইতে অনেক বেশি সুবিধাজনক জায়গায় পৌঁছে গিয়েছে জোড়াফুল শিবির।

সন্ধ্যায় সূর্যাস্তের ছবি তুলতে ফাঁসিরঘাটে ভিড় জমিয়েছিলেন কিছু উঠতি ফোটোগ্রাফার। তাঁদের লেন্সে প্রকৃতির আলো-ছায়ার খেলা ধরা পড়েছে। কোচবিহার দক্ষিণ বিধানসভার ভোটারদের চোখে রাজনীতির আলো-ছায়া কতটা ধরা পড়বে তা সময়ই বলবে।

ভুলভুলাইয়ায় ঘুরে বেড়ান বিভ্রান্ত ভোটারকুল

প্রথম পাতার পর

আলোচনায় মেতে উঠবে সব পার্টির মুখ।

এই দেখুন না দেশের দু'নম্বর রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব বাংলায় ঘুরে গেলেন। বাঙালি শ্রমিকদের ভিনরাজ্যে নিগ্রহ নিয়ে একটা কথাও বলে গেলেন না। যেন এটা খুবই স্বাভাবিক ব্যাপার। যেন এই পুরো দেশটা বাঙালি শ্রমিকদের নয়। কেন যাচ্ছ ভাই বাংলা ছেড়ে? বাংলা কি তোমাদের চাকরি দিতে পারছে না? অমিত শা এবং তাঁর অনুগামীরা এই প্রশ্নগুলো তুলবেন, অথচ বলতে পারবেন না, কেন উত্তরপ্রদেশ-বিহার-ওড়িশা-অসমের লক্ষ লক্ষ মানুষ কত স্বচ্ছন্দে পেট চালাচ্ছেন বাংলায়? তাঁরাও কিন্তু পরিযায়ী! ঠিক যেমন আমাদের ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, আইটি কর্মীরা ভিনদেশে, ভিনরাজ্যে পরিযায়ী। তাঁদের এইসব প্রশ্ন শুনতে হয় না স্রেফ ধনী বলে।

দরিদ্র শ্রমিকদের নিয়ে কেন্দ্রের চুপ করে বসে থাকা সবচেয়ে ভয়ংকর দিক এই মুহূর্তে। এটা শুধু বাংলার সমস্যা বলে মুখ ঘুরিয়ে বসে থাকলে মুশকিল। ক'দিন আগে কেরলে বাম সরকারের রাজ্যে ছত্তিশগড়ের এক তরুণকে পিটিয়ে মেরে ফেলা হয়েছে। এবং সেখানেও সেই পরিচিত প্রশ্নটি উঠেছে, তুই কি বাংলাদেশি?

বাংলাদেশি হলেই কি মেরে ফেলার অধিকার জন্মে যায় কোনও রাজ্যের মানুষদের? দেশজুড়ে মূল প্রশ্নের মধ্যে এটা পড়বে।

ভোটারদের নিয়ে পার্টিগুলোর টানাপোড়েনের মাঝে আরও একটা প্রশ্ন গুরুত্বপূর্ণ। কতজন রোহিঙ্গা শেষপর্যন্ত আমাদের ভোটার তালিকা থেকে বাদ পড়লেন বাংলায়? অমিতবাবুর পার্টির জাতীয় এবং রাজ্যের নেতারা যা নিয়ে সোচ্চার হয়েছিলেন।

বছর শেষের দিন এক আন্তর্জাতিক বাংলা ওয়েবসাইটে রোহিঙ্গাদের নিয়ে এক চাঞ্চল্যকর প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়। চট্টগ্রাম এলাকায় খুব অল্প টাকা দিলেই রোহিঙ্গা কিশোরীদের ক্রেতাদের হাতে তুলে দিচ্ছে দালালরা। কিশোরীরাও অসহায়, পেট চালানোর টাকা নেই।

আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যমের সাংবাদিকরাই ক্রেতা সেজে এই চক্র ফাঁস করে দিয়েছেন বাংলাদেশে। সেখানে বলা হয়, রোহিঙ্গা নাবালিকাদের দেহব্যবসায় নামানো হচ্ছে ব্যাপক হারে। এবং তাদের পাঠানো হচ্ছে ঢাকা, কাঠমান্ডু, কলকাতা সহ ভারতের বিভিন্ন শহরে।

রাতে খবরটা পড়লাম এবং সকালে উঠেই দেখি সেই খবর আর নেই নামী ওয়েবসাইটে। বাংলাদেশ সরকারের কোনও ভূমিকা এর পেছনে রয়েছে কি না বোঝা মুশকিল। শরণার্থী, বিপন্ন রোহিঙ্গাদের জন্য বাংলাদেশ সরকার অতীতে অনেক কিছু করেছে। এখন তারা ভারত-বাংলাদেশে ভোটের ইস্যু হয়ে দাঁড়িয়েছে।

কলকাতার কাছে বারুইপুরের লাগোয়া এলাকায় একটা সময় রোহিঙ্গারা ডেরা বেঁধেছিলেন। এখন পুরোপুরি হাওয়া সবাই। কেন হাওয়া, কোথায় চলে গেলেন তাঁরা রাতারাতি, এই দুটো প্রশ্নের উত্তর রাজ্য এবং কেন্দ্রের দুই সরকারেরই দেওয়া উচিত। তারা দিতে ব্যর্থ। এসআইআর শুরুর আগে অমিতবাবুর রাজ্য নেতাদের কথায় মনে হয়েছিল, পুকুরের জালে মাছ ধরার মতো রোহিঙ্গাদের পাওয়া যাবে। এবং তারা জালের মধ্যে ধরা পড়া অজস্র মাছের মতো লাফাবে। কোথায় কী, বাস্তবে এখনও কিছুই দেখা গেল না। বিজেপি নেতারা এখন চুপ।

তৃণমূল নেতারা সোচ্চার এই ইস্যুতে। তারা আবার চুপ অন্য ইস্যুতে। যেমন সল্টলেকের মেসি কাণ্ড। নেতারা যে যেভাবে পারছেন, মানুষকে ভুলিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছেন নিজেদের দোষত্রুটি। দক্ষিণ কলকাতার বিজয়গড়ের মূল রাস্তা দিয়ে গেলে যেমন চোখে পড়ছে পদত্যাগী ক্রীড়ামন্ত্রী অরূপ বিশ্বাসের বিশাল বিশাল কাটআউট। ওটা তাঁর নিজের এলাকা। এক একটা কাটআউটে এক এক রকম রংয়ের পাঞ্জাবি। ভোটের সময় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বা অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়েরও এত বড় এত বেশি কাটআউট দেখা যাবে বলে মনে হয় না। স্থানীয়রা অনেকেই তা দেখে হাসছেন। বলছেন, মন্ত্রীর যে শুভানুধ্যায়ীর মাথা থেকে বেরিয়েছে এই প্ল্যান, তা হিতে বিপরীত হবে।

অতীত ভোলানোর অঙ্কটাই ভুল। শুভেন্দু অধিকারী বা সুকান্ত মজুমদাররা যেমন অতীত ভোলাতে রোহিঙ্গা বা অনুপ্রবেশকারী নিয়ে কিছু বলছেন না। কেননা এখানে ব্যর্থতার দায় কেন্দ্রীয় সরকারের উপরেই বেশি পড়ে। রোহিঙ্গা এবং অনুপ্রবেশকারীরা এলে সীমান্তরক্ষীদের ওপরেই পুরো দায়। আরও বিশেষ করে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা'র উপরেও। তাই প্রথমে চেঁচিয়ে পদ্ম শিবির চুপ।

দু'পারের বাঙালিরাই তাই নির্বাচনের মুখে ভুলভুলাইয়ার মধ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। কী যে সত্যি, কী যে মিথ্যে কেউ জানে না। শুধু জানে, ধর্মই এখন পার্টিগুলোর হৃৎপিণ্ড-কিডনি-ফুসফুস হয়ে দাঁড়িয়েছে। তারা একমুখী, আবার বিভ্রান্তও।

বিভ্রান্তির প্রশ্নে বাংলাদেশে একটু চোখ রাখি। সেখানে সদ্য প্রয়াত খালেদা জিয়ার স্বামী প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানকে সামরিক উত্থানে মেরে ফেলা হয়েছিল। প্রথমে কবর দেওয়া হয় চট্টগ্রামের রাঙ্গুনিয়া পাহাড়ে। পরে ঢাকায় নতুন সরকার এসে সেই সময়ের 'শেরে বাংলা পার্ক'-এ নতুনভাবে সমাধিস্থ করে তাঁকে। এরশাদ ক্ষমতায় এসে সেই পার্কের নাম করেন 'চন্দ্রিমা উদ্যান'। বিএনপি সরকার ক্ষমতায় ফিরে সেই পার্কের নাম বদলে করে 'জিয়া উদ্যান'। আওয়ামী লীগ ফিরে সে নাম আবার করে দেয় 'চন্দ্রিমা উদ্যান'। এখন হাসিনা বিদায়ের পর আবার 'জিয়া উদ্যান' নামই সাইনবোর্ডে দেখা যাচ্ছে।

আসলে দুই দেশেই এখন যার সরকার, তাদেরই উদ্যান, তাদের মূর্তি। দিন দশেক আগে লখনউয়ের ৬৫ একর জমিতে যোগী সরকারের উদ্যোগে প্রধানমন্ত্রী মোদি রাষ্ট্র প্রেরণাস্থল উদ্বোধন করলেন। বসল তিন প্রয়াত নেতার বিশাল ব্রোঞ্জের মূর্তি। অটলবিহারী বাজপেয়ী, শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ও দীনদয়াল উপাধ্যায়। এর আগে যেমন মায়াবতী সরকার ওই শহরে তৈরি করেছিল কাশীরামের মূর্তি ঘিরে বিশাল পার্ক।

এক একটা পার্টি আসে। আর আমাদের প্রণম্য নেতাদের মুখ পালটে যায়, পালটায় ইতিহাস। নেতা হলে সুবিধে, মূর্তি তৈরি হবেই। কলকাতায় যেমন নামী গায়ক ও অভিনেতা শক্তি ঠাকুরের কোনও মূর্তি নেই। অথচ শক্তির ভাই, ছোটখাটো নেতার মূর্তি দেখা যায় বাইপাসের ধারে। আলো দিয়ে সাজানো থাকে প্রতি রাতে।

এসবের মাঝে আরও বেশি করে ভুলভুলাইয়ায় ঘুরতে থাকে সাধারণ মানুষ। অনেকে ভোটার হওয়ার জন্য ঘুরতে থাকেন অ্যাম্বুল্যান্সে, স্ট্রেচারে, কৃত্রিম পায়ে।

পৃথিবীর পাঠশালা

কুকুর যখন সার্জেন্ট

কুকুর মানুষের বন্ধু, কিন্তু 'সার্জেন্ট স্টাবি' ছিল তার চেয়েও বেশি কিছু। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে এই আমেরিকান পিটবুল কুকুরটি রীতিমতো সৈনিকের দায়িত্ব পালন করেছিল।

রাস্তায় কুড়িয়ে পাওয়া এই কুকুরটি সৈন্যদের সঙ্গে ফ্রান্সে যায়। তার ঘ্রাণশক্তি ও শ্রবণশক্তি ছিল অসাধারণ। সে অনেক দূর থেকে বিষাক্ত গ্যাসের গন্ধ পেত এবং ঘেউ ঘেউ করে ঘুমন্ত সৈন্যদের জাগিয়ে দিত। একবার সে এক জার্মান গুপ্তচরকে কামড়ে ধরে বন্দি করতে সাহায্য করেছিল। যুদ্ধে আহতও হয়েছিল সে। তার বীরত্বের জন্য তাকে আনুষ্ঠানিকভাবে 'সার্জেন্ট' পদ দেওয়া হয়। স্টাবিই একমাত্র কুকুর যে যুদ্ধের ময়দানে প্রোমোশন পেয়েছিল। আজও আমেরিকার স্মিথসোনিয়ান মিউজিয়ামে তার মূর্তি রাখা আছে।

সমুদ্রের গভীর শব্দ

১৯৯৭ সালে আমেরিকার মহাসাগরীয় সংস্থা 'নোয়া' সমুদ্রের তলদেশ থেকে এক বিকট শব্দ রেকর্ড করে, যার নাম দেওয়া হয় 'দ্য ব্লুপ'। প্রশান্ত মহাসাগরের প্রায় ৫০০০ কিলোমিটার দূর পর্যন্ত এই শব্দ শোনা গিয়েছিল।

শব্দটি কোনও তিমি বা সাবমেরিনের আওয়াজের চেয়েও বহুগুণ জোরালো ছিল। বিজ্ঞানীদের একাংশ তখন জল্পনা শুরু করেন—তবে কি সমুদ্রের নীচে কোনও অতিকায় দানব বা গডজিলার অস্তিত্ব আছে? কারণ নীল তিমির পক্ষেও এত জোরে শব্দ করা সম্ভব নয়। বছরের পর বছর গবেষণার পর বিজ্ঞানীরা সিদ্ধান্তে আসেন, এটি সম্ভবত 'আইসকোয়াক' বা বিশাল হিমশৈল ভেঙে পড়ার শব্দ। কিন্তু রহস্যপিপাসু মানুষ আজও বিশ্বাস করেন, সমুদ্রের অতলে এমন কিছু আছে যা আমাদের অজানা।

মানুষের চামড়ায় বই

বইয়ের মলাট সাধারণত কাগজ, কাপড় বা চামড়ার হয়। কিন্তু হার্ভার্ড ইউনিভার্সিটির লাইব্রেরিতে এমন একটি বই আছে, যার মলাট তৈরি হয়েছে মানুষের চামড়া দিয়ে! বিষয়টি গা শিউরে ওঠার মতো হলেও সত্য। উনবিংশ শতাব্দীর এই বইটির নাম 'Des destines de l'me' (আত্মার গন্তব্য)। বইটির লেখক তাঁর এক মানসিক ভারসাম্যহীন রোগী, যিনি স্ট্রোক হয়ে মারা গিয়েছিলেন, তাঁর পিঠের চামড়া দিয়ে এটি বাঁধাই করেছিলেন। লেখকের যুক্তি ছিল, মানুষের আত্মা নিয়ে লেখা বই মানুষের চামড়াতেই মোড়া উচিত। ২০১৪ সালে বিজ্ঞানীরা ডিএনএ টেস্ট করে নিশ্চিত হন যে ওটা সত্যিই মানুষের চামড়া। একে বলা হয় 'অ্যানথ্রোপোডার্মিক বিবলিওপেজি', যা একসময় চিকিৎসাশাস্ত্রে প্রচলিত ছিল, কিন্তু এখন তা কেবলই ইতিহাসের এক বীভৎস অধ্যায়।

শয়তানের লেখা বাইবেল

সুইডেনের জাতীয় লাইব্রেরিতে রাখা আছে বিশ্বের বৃহত্তম মধ্যযুগীয় পাণ্ডুলিপি 'কোডেক্স গিগাস'। কিন্তু লোকে একে চেনে 'ডেভিলস বাইবেল' নামে। এই বিশাল বইটি লম্বায় ৩ ফুট এবং ওজনে ৭৪ কেজি!

লোককথা অনুযায়ী, ত্রয়োদশ শতাব্দীতে এক সন্ন্যাসী তাঁর পাপের জন্য মৃত্যুদণ্ড পান। প্রাণ বাঁচাতে তিনি প্রতিজ্ঞা করেন, এক রাতের মধ্যে তিনি এমন এক বই লিখবেন যা মঠের নাম উজ্জ্বল করবে। কিন্তু মাঝরাতে তিনি বুঝতে পারেন এ কাজ অসম্ভব। তখন তিনি নাকি শয়তানের কাছে আত্মা বিক্রি করে দেন এবং শয়তান নিজেই সেই বই শেষ করে দেয়। বইয়ের একটি পাতায় শয়তানের বিশাল এক রঙিন ছবি আছে, যা সচরাচর কোনও ধর্মীয় বইতে থাকে না। হাতের লেখা বিশ্লেষণ করে বিশেষজ্ঞরা বলেন, এটি সত্যিই একজন মানুষেরই লেখা, তবে এক রাতে নয়, লিখতে সময় লেগেছিল প্রায় ২০ বছর!

সিকিমে বন্দি

আলিপুরদুয়ার, ১ জানুয়ারি : বর্ষবরণে উত্তর সিকিমে বেড়াতে গিয়ে প্রবল তুষারপাতে আটকে পড়েছে আলিপুরদুয়ারের এক রেলকর্মীর পরিবার। বিকাশ ভৌমিক নামে ওই রেলকর্মী আলিপুরদুয়ার জংশন এলাকার বাসিন্দা। বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় ভিডিও বার্তায় উত্তর সিকিমে সন্তান ও পরিবার সহ আটকে পড়ার কথা বলতে শোনা যায় তাঁকে। সামাজিক মাধ্যমে সেটি ভাইরাল হতেই হইচই শুরু হয় (তবে সেই ভিডিওর সত্যতা যাচাই করেনি উত্তরবঙ্গ সংবাদ)। ওই রেলকর্মী ও তাঁর পরিবারের সঙ্গে ফোনে যোগাযোগ করা সম্ভব হয়নি। এই বিষয়ে পুলিশ ও প্রশাসন কিছু জানাতে পারেনি। আলিপুরদুয়ার থানার আইসি অনির্বাণ ভট্টাচার্য বলেন, 'আমাদের কাছে এমন কোনও ঘটনার খবর নেই।'

শুনানিতে সরলীকরণ

প্রথম পাতার পর

চা বাগান রয়েছে, যেগুলি দেড়শো-দুশো বছরের পুরোনো। এইসব বাগানে বংশপরম্পরায় যাঁরা কাজ করছেন, তাঁরা কেউ নেপাল, বিহার বা অন্য জায়গা থেকে এসেছিলেন। ভোটার হিসাবে বৈধতা প্রমাণের জন্য কমিশন নির্দিষ্ট ১১-১২টি নথির কোনওটি এঁদের নেই।

সেক্ষেত্রে ওই শ্রমিকরা তাঁদের বাগান ও অন্য সরকারি নথিতে নথিভুক্ত হয়ে থাকলে তার প্রমাণ শুনানিতে বিশেষ নথি হিসেবে গ্রাহ্য করা হবে বলে মনোজ জানান। তাঁর মুখে জানা গেল, সম্প্রতি দার্জিলিংয়ের জেলা শাসক উত্তরবঙ্গের এই বিশেষ সমস্যার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন। মনোজ বলেন, 'আমরা একটি প্রস্তাব তৈরি করে বিবেচনার জন্যে কমিশনের কাছে পাঠিয়েছিলাম। তাতে সম্মতি দিয়েছে কমিশন।'

আদিবাসী জনগোষ্ঠীর ক্ষেত্রে নথির সরলীকরণের কথা বলতে গিয়ে মুখ্য নির্বাচনি আধিকারিক উত্তরবঙ্গের আলিপুরদুয়ার জেলায় বসবাসকারী আদিম উপজাতি টোটোদের প্রসঙ্গ উল্লেখ করেন। টোটো জনগোষ্ঠী বংশপরম্পরায় ভুটান সীমান্ত এলাকায় বসবাস করে। মনোজ স্বীকার করলেন, এই জনজাতির মধ্যে এখনও বহু মানুষ রয়েছেন, যাঁদের কমিশন নির্ধারিত কোনও শংসাপত্র নেই। একই অবস্থা ঝাড়গ্রাম, বাঁকুড়া, পুরুলিয়া ও মেদিনীপুরে। তিনি জানান, সংশ্লিষ্ট জেলা শাসকরা এইসব জনজাতির মানুষের সঙ্গে কথা বলে ও পারিপার্শ্বিক পরিস্থিতি বিচার করে সিদ্ধান্ত নেবেন।

মুখ্য নির্বাচনি আধিকারিক বলেন, 'জেলা শাসকের নির্দেশে ওইসব এলাকায় ইআরও এবং এইআরও-রা গিয়ে শিবির করে সমস্যার নিষ্পত্তি করবেন।' অনাথ আশ্রমে থাকা আবাসিক ও যৌনপল্লির বাসিন্দাদের ক্ষেত্রেও নথির বিষয়টি প্রথাগতভাবে না দেখে নমনীয় মনোভাব নিচ্ছে কমিশন। মাধ্যমিকের অ্যাডমিট কার্ডকেও এখন থেকে প্রামাণ্য নথি হিসাবে গ্রহণ করা হবে বলে তিনি জানান।

অন্যদিকে, গত কয়েকদিন ধরে রাজ্যজুড়ে অশীতিপর, অসুস্থদের শুনানিতে হাজিরার ছবি প্রকাশ্যে আসায় হয়রানির অভিযোগে বিরোধীরা সোচ্চার হওয়ায় কমিশন প্রবল অস্বস্তিতে। ইতিমধ্যে তাঁদের বাড়ি গিয়ে শুনানির কথা কমিশন বললেও সেই ছবির কোনও পরিবর্তন হয়নি। ভাবমূর্তি রক্ষায় নির্বাচন কমিশন এখন সেই দায় বিএলও ও সুপারভাইজারদের ঘাড়ে চাপিয়ে দিচ্ছে।

মনোজ বলেন, 'এরপর শুনানিতে ৮৫ বছরের বেশি বয়সের বা গুরুতর অসুস্থ কাউকে দেখা গেলে বিএলও ও সুপারভাইজারদের বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপ করবে কমিশন।' তবে কমিশনের এই সিদ্ধান্তে তাঁদের ফের বলির পাঁঠা করা হচ্ছে বলে ক্ষুব্ধ বিএলও ও সুপারভাইজাররা। বিএলও অধিকার রক্ষা মঞ্চের নেত্রী তনুশ্রী মোদক বলেন, 'কমিশন বিএলও এবং সুপারভাইজারদের ওপর আবার অমানবিক আচরণ করতে চলেছে। কমিশন কেন তাঁদের শুনানিতে ডাকার নোটিশ পাঠায়? এই দায় কমিশনকেই নিতে হবে।'

বাজার সরকার
বাজারের ওঠাপড়া গায়ে লাগবে না যদি আপনি বাজার সরকারের কথা শুনে চলেন
আপনি প্রশ্ন করুন আমাদের ফেসবুক পেজে। শেয়ার ও মিউচুয়াল ফান্ড সংক্রান্ত সব প্রশ্নের জবাব দেবেন
বিনিয়োগ বিশেষজ্ঞ বোধিসত্ত্ব খান
আজ সন্ধে ৬টা
উত্তরবঙ্গ সংবাদের স্টুডিও থেকে
LIVE
www.facebook.com/uttarbangasambadofficial

২০২৫ পেরিয়ে আমরা পৌঁছে গিয়েছি ২০২৬-এ। বছর ফুরোলেও নাগরিক সমস্যা থেকে যায় সেই তিমিরেই। তা মেটাতে হেলদোল নেই নেতা-প্রশাসনের। নতুন বছরে সমস্যার সুরাহা হোক, এমনই বক্তব্য আমজনতার।

নাগরিকের প্রত্যাশা

মহল্লায় সরকারি প্রকল্পের জল পাই না বহু বছর। স্ট্যান্ডপোস্টগুলি নিশ্চিহ্ন। নেই আবর্জনা সাফাইয়ের উদ্যোগ। যে যেখানে পারছেন আবর্জনা ফেলছেন। নিকাশিনালা আবর্জনায় ভরা। দূষণে জেরবার আমরা। নতুন বছরে প্রার্থনা, ওই সমস্যাগুলি মেটাতে উদ্যোগ নেওয়া হোক। তবে তারও আগে চাই, ডলোমাইটমুক্ত হোক বীরপাড়া।

শ্যামল পাল
বীরপাড়া

আমাদের মহল্লা সুভাষপল্লিতে ভাঙা রাস্তাগুলির মেরামত চলছে। আলোর ব্যবস্থাও রয়েছে। তবে আমি পুরোনো বাসস্ট্যান্ড চত্বরে লটারির টিকিট বিক্রি করি। বাড়ি থেকে যাতায়াতে যানজটে প্রচণ্ড সমস্যায় ভুগি। কারণ হাজারো প্রতিশ্রুতি সত্ত্বেও ওভারব্রিজ তৈরি করা হয়নি। নতুন বছরে ওভারব্রিজ তৈরির কাজ শুরু করা হোক।

অঞ্জন সান্যাল
বীরপাড়া

মঙ্গলাবাড়ি থেকে জয়গাঁ শহরের দোকানে কাজ করতে যাই। সকাল ৮টায় ঘর থেকে বের হলে ৯টায় শহরে পৌঁছাই। গোপীমোহন এলাকা, সুমসুমি বাজারে ট্রাফিক পুলিশ আরও সক্রিয় হলে যানজট সমস্যা মিটবে।

অনীতা মাঝি
জয়গাঁ

সাড়ে সাতটায় জল আসে। যে বাড়িতে কাজ করি সেখানে সকাল আটটায় যেতেই হবে। পানীয় জলের পরিষেবা ঠিকঠাক পাচ্ছি না। সেকারণে জল আনতে নদীতে ছুটতে হয় মাঝে মাঝে। জল পরিষেবা ঠিকঠাক দেওয়া হোক।

সিয়া বরাহী
জয়গাঁ

পেটের তাগিদে টোটো চালিয়ে খাই। ফালাকাটা শহরে টোটোর রুট ঠিক করা এবং ভাড়ার তালিকা দরকার। এতে চালক, যাত্রী- সকলেরই সুবিধা হয়। অনেক গলিপথ খারাপ। সেদিকে পুরসভা নজর দিক।

নিরঞ্জন ঘোষ
ফালাকাটা

ফালাকাটা ট্রাফিক মোড়ে আমার ফলের দোকান। কিন্তু দোকানে সামনে যানজট লেগে থাকে। খদ্দেররা দোকানে আসতে পারেন না। পুরসভা ও পুলিশ যানজট নিয়ন্ত্রণে উদ্যোগ নিলে ভালো হয়।

আশিস কর, ফালাকাটা

পাকা নিকাশিনালা আমাদের এলাকায় এখনও নেই। এর ফলে সামান্য বৃষ্টিতে জল জমে যায়। নতুন বছরে পাকা নিকাশি ব্যবস্থা হোক, এটাই চাইব।

সোনাই দত্ত দে জোয়ারদার
আলিপুরদুয়ার

আরও বেশি মানুষ অংশ নিন

দেবকুমার মুখোপাধ্যায়,
প্রাক্তন উপাচার্য,
পঞ্চানন বর্মা বিশ্ববিদ্যালয়

ভারতবর্ষ সমন্বিত সংস্কৃতির দেশ। ডুয়ার্স উৎসব আমার কাছে এই সমন্বিত সংস্কৃতির বিমূর্ত রূপ। ঐতিহ্যবাহী ডুয়ার্স উৎসব ধীরে ধীরে মানুষের মাঝে সমন্বিত সংস্কৃতির অনুভূতিতে পরিণত হয়েছে, যদিও ডুয়ার্স অঞ্চলের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য, লোকসংস্কৃতি, চা শিল্প, হস্তশিল্প এবং পর্যটন সম্ভাবনাকে দেশ-বিদেশের মানুষের কাছে তুলে ধরা এই উৎসবের মূল লক্ষ্য ছিল। তবুও আদিবাসী নৃত্যের তালে তালে, ভাওয়াইয়া সংগীতের মূর্ছনায় এই উৎসব প্রতি মুহূর্তে আমাদের জাতীয় সংহতিকে শক্তিশালী করছে। আলিপুরদুয়ার বহু ভাষাভাষী, জনজাতির মানুষকে দীর্ঘদিন ধরে লালন করেছে। এর প্রাকৃতিক সৌন্দর্য দেশ-বিদেশের বহু পর্যটককে যেমন আকর্ষণ করে, তেমনি তথ্যনিষ্ঠ সমাজতাত্ত্বিক গবেষণার জন্য বহু গবেষক এখানে আসেন। ডুয়ার্স উৎসব একদিকে যেমন পর্যটনশিল্পকে শক্তিশালী করেছে, তেমনি দেশের সমন্বিত সংস্কৃতিকে বিশ্বের শিক্ষার আঙিনায় এক আলাদা মাত্রা দিয়েছে।

শক্তিশালী সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল শুধুমাত্র মানুষকে আনন্দ দেয় না, সেই সঙ্গে মানুষের চেতনার জগৎকে সমৃদ্ধ করে। ছোট্ট শিশুটি যখন এক মঞ্চে তার শিল্পশৈলী পরিবেশন করছে, ঠিক তারপরই হয়তো অন্য একটি মঞ্চে মেচ জনজাতির ধর্মীয় নৃত্য বরায়া নায় অথবা মেচেনি নাচ মঞ্চস্থ হচ্ছে। সেই শিশুটির মনের ভেতরে তার অজান্তে একটা কালচারাল ট্রান্সফরমেশন ঘটে যায় এই অনুষ্ঠান দেখে। সেই সঙ্গে তার না দেখা পোশাক, খাদ্য, ভাষা- তাকে ভারতের অন্তরাত্মার সঙ্গে একাত্ম হতে সহায়তা করে। শুধু শিশুরা নয়, প্রত্যেক মানুষ এমন পরিবেশে এলে নিজের যাপনকে নতুন করে আবিষ্কার করে, যা ডুয়ার্স উৎসবকে বিশ্ব ডুয়ার্স উৎসবে উন্নীত করে। স্থানীয় শিল্পীদের সঙ্গে বহিরাগত শিল্পীদের বিভিন্ন অনুষ্ঠান যেমন পর্যটক এবং স্থানীয় মানুষদের আনন্দ প্রদান করে তেমনি এই অঞ্চলের সব ধরনের শিল্পীদেরও বৌদ্ধিক উন্নতিতে সহায়তা করে এবং বাড়তি উৎসাহ জোগায়। খাদ্যরসিক বাঙালিদের জন্য ডুয়ার্স উৎসব এক অনন্য জায়গা। এক মেলাতে মানুষের রসনা তৃপ্তিতে এত ধরনের খাবার মেলে যা এককথায় অসাধারণ। মেলা মানে নাগরদোলা, মেলা মানে বন্দুক দিয়ে বেলুন ফাটানো, মেলা মানে মোটর সাইক্লিস্টদের দুঃসাহসিক কেরামতি, মেলা মানে অনেক গলার আবোঝা কোরাস। সব আছে এই ডুয়ার্স উৎসবে। এমনিতেই যে কোনও মেলা সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক মেলবন্ধনকে দৃঢ় করে। আর ডুয়ার্স উৎসব তার বিভিন্ন ধরনের খাদ্য, পোশাক, অনেক ধরনের সাংস্কৃতিক উপস্থাপনা এই মেলবন্ধনকে এক অন্যমাত্রা এনে দেয়।

ডুয়ার্স উৎসবের একটি অর্থনৈতিক দিক আছে। একদিকে যেমন স্থানীয় হস্তশিল্প, বনজ সম্পদ ও খাদ্যসামগ্রীর স্টল থাকে, অন্যদিকে পর্যটন বিষয়ক সেমিনার ও আলোচনা সভার মাধ্যমে ডুয়ার্স অঞ্চলের ইকো ট্যুরিজমকে তুলে ধরার একটা প্রচেষ্টা থাকে। এই ধরনের উদ্যোগ স্থানীয় মানুষের আর্থসামাজিক উন্নতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। এই উৎসবে যে পরিমাণ আর্থিক লেনদেন হয়, তা বহু মানুষের রুজিরোজগারের একটা উৎস হয়ে দাঁড়ায়। ডুয়ার্স উৎসব আলিপুরদুয়ারকে রাজ্য ও জাতীয় পর্যটন মানচিত্রে আরও দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করতে সহায়ক হয়েছে। তবে উন্নতির সুযোগ আরও আছে। প্রয়োজন আরও বেশি মানুষের অংশগ্রহণ।

ডুয়ার্স উৎসব

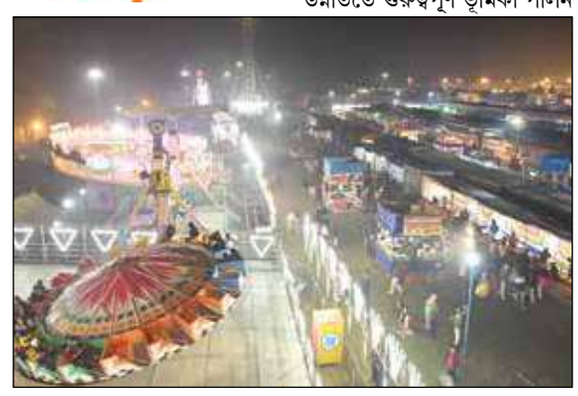

পাখির চোখে ডুয়ার্স উৎসব প্রাঙ্গণ। ছবি : আয়ুষ্মান চক্রবর্তী

মানবপুজো

আলিপুরদুয়ার, ১ জানুয়ারি : ‘জীবে প্রেম করে যেই জন, সেই জন সেবিছে ঈশ্বর’- আদর্শকে সামনে রেখে গত ৯ বছর ধরে অভিনব আয়োজন করছেন ১১ নম্বর ওয়ার্ডের জামতলার বাসিন্দা প্রদীপ সরকার। নাতি পরশ সরকারের জন্মদিন উপলক্ষ্যে ইংরেজি বছরের প্রথম দিনে ‘মানব পূজা’র আয়োজন করেন তিনি। দুঃস্থ, গরিব, পিছিয়ে পড়া ১১ জন মানুষকে পুজো করেন। এদিন পা ধুইয়ে, মালা পরিয়ে, ধূপধুনো দেখিয়ে, প্রণাম করে তাঁদের আশীর্বাদ নেন প্রদীপ। পাশাপাশি, প্রায় ৫০০ জনকে কম্বল বিতরণ করা হয়। এই আয়োজনের নাম দিয়েছেন ‘মানব পূজা।’

এর পাশাপাশি এদিন প্রায় ৬০০ মানুষকে পেট ভরে খাওয়ান তিনি। ডাল, ভাজা, মুড়িঘণ্ট, ফুলকপির তরকারি, কাতলা মাছ, চাটনি, দই, মিষ্টি সহ বিভিন্ন পদ ছিল। প্রদীপ বলেন, ‘প্রতিবার নাতির জন্মদিনে মানব পূজা করি। দুঃস্থের সেবায় আমার আনন্দ। আশা করি, আমার অবর্তমানে বংশপরম্পরায় এই প্রথা চলবে।’ এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন আলিপুরদুয়ার পুরসভার চেয়ারম্যান প্রসেনজিৎ কর, জেলা পরিষদের মেন্টর মৃদুল গোস্বামী, তৃণমুল নেতা দীপ্ত চট্টোপাধ্যায় সহ অন্যরা।

কল্পতরু উৎসব

ফালাকাটা ও আলিপুরদুয়ার, ১ জানুয়ারি : কল্পতরু উৎসব হল ফালাকাটা রামকৃষ্ণ মিশনে। বৃহস্পতিবার এই উপলক্ষ্যে মিশনে নানা অনুষ্ঠান হয়। প্রার্থনা, সংগীত, কথামৃত পাঠ, সন্ধ্যারতি ও আলোচনা সভা হয়েছে। অন্যদিকে, বৃহস্পতিবার কল্পতরু উৎসব হল আলিপুরদুয়ার রামকৃষ্ণ আশ্রমে। এদিন সকাল দশটা নাগাদ পুজো শুরু হয়। পুজো উপলক্ষ্যে ভক্তিগীতি পরিবেশন করেন ভক্তরা।

ডায়েরির ভাঁজে বাঁচে নস্টালজিয়া

আলিপুরদুয়ার, ১ জানুয়ারি : এক সময় ইংরেজি নতুন বছর আর ডায়েরি ছিল সমার্থক। ওই সময় নতুন বছর এলে শহরের বইয়ের দোকানগুলো প্রাণ ফিরে পেত। রঙিন মলাটের ডায়েরি হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা মানুষ, পাতার ভাঁজে ভাঁজে নতুন স্বপ্ন লেখার প্রস্তুতি, এই ছিল নতুন বছরের চেনা ছবি। সময় পালটে গিয়েছে। ডিজিটাল প্ল্যানারের এই দুনিয়ায়, ডায়েরি লেখা এখন হারিয়ে যাওয়া অভ্যেস মাত্র।

বছরের প্রথম দিন শহরের বিভিন্ন খাতা-কলমের দোকান ঘুরে দেখা গেল, তাকে কিছু ডায়েরি সাজানো আছে বটে, কিন্তু ক্রেতা নেই। নতুন বছরে মানুষের চোখ আটকে মোবাইলের স্ক্রিনে। নতুন বছর আর ডায়েরির সম্পর্ক সম্বন্ধে বলতে গিয়ে শহরের প্রবীণ বাসিন্দা অবনীকান্ত সাহা বলেন, ‘এক সময় জানুয়ারির এক তারিখ মানেই ছিল নতুন ডায়েরি। অফিসে ঢোকার আগে ডায়েরির পাতায় বছরের প্রথম লাইন লিখতাম। এখন সেই অভ্যেসটাই হারিয়ে গিয়েছে।’ স্মৃতিচারণের সময় তাঁর গলায় আক্ষেপের ছাপ স্পষ্ট টের পাওয়া যায়।

বধূ কুন্তলা শিকদার বলেন, ‘আগে ডায়েরি ছাড়া চলা অসম্ভব ছিল। সংসারের খরচ, আত্মীয়ের জন্মদিন- সব ডায়েরিতেই লেখা থাকত। এখন ফোনে ক্যালেন্ডার অ্যাপেই সব কাজ হয়ে যায়। বাড়িতে ডায়েরি থাকলেও খুলে দেখা হয় না।’

সময়ের তাগিদে মানুষ কাগজে লেখার অভ্যেস ছেড়েছে। এর প্রভাব পড়েছে ব্যবসাতেও। ব্যবসায়ী অজিতকুমার দাস বলেন, ‘একসময় নববর্ষের আগে ডায়েরির বিশাল অর্ডার আসত। এখন হাতেগোনা কয়েকটা আনতে হয়। বিক্রি হয় খুবই কম।’ আরেক ব্যবসায়ী তপন পাল বলেন, ‘ডায়েরি এখন স্মৃতির জিনিস। কেউ কেউ এই নস্টালজিয়ার টানেই কিছু ডায়েরি কেনেন, কিন্তু ব্যবহার খুব কম।’ উপহারের সামগ্রী হিসেবেই এখন মূলত ডায়েরি বিক্রি হয় বলে তপন জানান।

এক সময় জানুয়ারির এক তারিখ মানেই ছিল নতুন ডায়েরি। অফিসে ঢোকার আগে ডায়েরির পাতায় বছরের প্রথম লাইন লিখতাম। এখন সেই অভ্যেসটাই হারিয়ে গিয়েছে।

অবনীকান্ত সাহা
প্রবীণ নাগরিক

জেন জেড-দের কাছে ডায়েরি আর ডায়ানোসর প্রায় এক জিনিস। একসময় দাপিয়ে বেড়ালেও এখন মূল্যহীন। কলেজ পড়ুয়া রাহুল দত্ত বলেন, ‘ডায়েরি মানে বাড়তি ঝামেলা। ডিজিটাল প্ল্যানার অ্যাপে সব অটো-সেট হয়ে যায়। আলাদা করে লেখার দরকার নেই।’

ছাদ আজও একরাশ স্মৃতির দলিল। দিনের শেষে ক্লান্তি মেটাতে কিংবা পাহাড় দেখার আকুতি নিয়ে অনেকেই আজও ভিড় জমান বাড়ির ছাদে। এই মানুষগুলোর যাপিত জীবনের না বলা কথাগুলো নিয়েই উত্তরবঙ্গ সংবাদে নতুন বিভাগ- ‘ছাদ-ডায়ারি’।

ছাদ যেন পরিবারের আড্ডার ঠেক

আয়ুষ্মান চক্রবর্তী

আলিপুরদুয়ার, ১ জানুয়ারি : শীতকাল এলে অনেকের কাছেই ছাদ যেন হয়ে ওঠে ‘পরম প্রিয়’। কমবেশি সকলেই চান দু’দণ্ড সময় সেখানে জিরোতে। পড়ন্ত বিকেলে ছাদে বসে কেউ পছন্দ করেন চা-পকোড়া খেতে, কেউ আবার পড়শির খোঁজ নেন। আবার কেউ রোদ পোহান। তবে ১১ নম্বর ওয়ার্ডের শহরের বাসিন্দা শেষাদ্রি সাহার কাছে শীত-গ্রীষ্ম-বর্ষা, ছাদ যেন পরিবারের সকলের আড্ডার স্থল। দিন শেষে সকলের জড়ো হওয়ার ‘ঠেক’। মুঠোফোনকে দূরে সরিয়ে বাড়ির ছোট-বড় সকলে মিলে চলে গল্পগুজব।

শেষাদ্রি বললেন, ‘বাড়ির ছাদে সময় কাটাতে বরাবরই খুব পছন্দ করি। ছাদে গেলে মনে হয় মুক্ত পরিবেশে চলে এসেছি। মন ফুরফুরে হয়ে যায়। ঠান্ডা মাথায় অনেক কিছু ভাবা যায়। পরিবারের লোকেদের পাশাপাশি বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গেও চা খেতে খেতে আড্ডা চলে। পারিবারিক নানা বিষয়ের পাশাপাশি সাম্প্রতিক নানা বিষয় নিয়েও আলোচনা হয়। সেই মুহূর্তগুলো খুব দামি।’

অফিস থেকে বাড়ি ফিরে ফ্রেশ হয়ে চায়ের কাপ হাতে ছাদে চলে যান শহরের অপর বাসিন্দা প্রিয়ম সরকার। ছাদ তাঁরও প্রিয়। গিন্নির সঙ্গে বসে ছাদে সময় কাটাতে ভালো লাগে তাঁর। দিনে তেমন সময় মেলে না। সেকারণে সন্ধ্যায় ছাদে বসে দুজন দুজনার খবর নেন। প্রিয়মের কথায়, ‘সারাদিন কে কী করেছি, সেসব নিয়ে গল্প চলে। কেটে যায় সময়। ছাদে বসেই দেখি চাঁদের ঢলে যাওয়া।’

তাঁদের মতো আরও অনেকেরই মনের কথা বলতে পছন্দ সেই ছাদ। এই যেমন শহরের নাগরিক অরিন্দম ঘোষের কথা ধরা যাক। তিনি বলছেন, ‘মাঝেমধ্যেই বন্ধুরা আসে বাড়িতে। চা-পকোড়া-মুড়ি খেতে খেতে আড্ডা চলে। শেয়ার মার্কেট, জিও-পলিটিক্স, সিনেমা - সবকিছু নিয়েই কথা হয়।’

প্রভাত সংঘ এলাকার দম্পতি সুপ্রিয় রায় সরকার ও প্রিয়াসা দত্তও ভালোবাসেন ছাদে সময় কাটাতে। দম্পতির বক্তব্য, ‘ঝক্কিপূর্ণ জীবন থেকে একটু বিরতি নিতেই মূলত ছাদে যাওয়া। আকাশ পরিষ্কার থাকলে পাহাড় দর্শনও হয় ছাদ থেকে। শীতের মিঠে রোদে গল্প চলে।’ ১৩ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা শম্পা দত্তর গলাতেও বারবার ফিরে এল পরিবারের সকলের সঙ্গে ছাদে বসে জমিয়ে আড্ডার স্মৃতি। তিনি বললেন, ‘ছাদে বসে পরিবারের সকলে মিলে কত্ত কথা, কত গল্প হত। সেই স্মৃতি আজও মনের মণিকোঠায়।’

তাঁদের কথায় ছাদ যে স্মৃতির দলিল, সেটাই প্রতিফলিত হল বারবার।

বাড়ির ছাদে আড্ডায় দুই পরিবার।

ডুয়ার্স উৎসবের

পূর্ত দপ্তরের স্টল

প্রতিবারের মতো এবারও পূর্ত দপ্তরের স্টল রয়েছে ডুয়ার্স উৎসবে। আলিপুরদুয়ার জেলায় দপ্তরের করা বিভিন্ন কাজ ও বিল্ডিংয়ের ছবি তুলে ধরা হচ্ছে সেই স্টলে। জয়গাঁর কোএডুকেশন গভর্নমেন্ট স্কুল, আলিপুরদুয়ারের নিউ সার্কিট হাউস সহ আরও নানা কাজ তুলে ধরা হয়েছে। পাশাপাশি জেলা আদালতের একটি মডেলও রয়েছে।

নৃত্য প্রতিযোগিতা

ডুয়ার্স উৎসবের শিশু মঞ্চে প্রতিদিনই নানা বিষয়ের ওপর প্রতিযোগিতা রয়েছে। গতকাল থেকেই তা শুরু হয়েছে। বৃহস্পতিবার ছিল দেশাত্মবোধক গানে নৃত্য প্রতিযোগিতা। সবমিলিয়ে ১২০ জন খুদে শিল্পী এই প্রতিযোগিতায় অংশ নেয়।

কচুরি

প্রতিবারের মতো এবারও ডুয়ার্স উৎসবে একাধিক খাবারের দোকান রয়েছে। তবে এর মধ্যে সকলের মন বেশি কাড়ছে কাতলা মাছের কচুরি, কড়াইশুঁটির কচুরি। মেলা ঘুরতে ঘুরতে অনেকেই কচুরির স্বাদ নিচ্ছেন।

লোকনৃত্য

ডুয়ার্স উৎসবে লোকসংস্কৃতি মঞ্চের উদ্বোধন হয় বুধবার সন্ধ্যায়। বৃহস্পতিবার ছিল লোকনৃত্যের প্রতিযোগিতা। চূড়ান্ত পর্যায়ে ২৫ জন শিল্পী অংশগ্রহণ করে।

তথ্য : আয়ুষ্মান চক্রবর্তী

একাকী পথে প্রজ্ঞার পদচিহ্ন... বৃহস্পতিবার লে-তে।

দেশে ফিরতেও ভয় বাংলাদেশি পড়ুয়াদের

নবনীতা মণ্ডল

নয়াদিল্লি, ১ জানুয়ারি : ঢাকায় অস্থিরতার পারদ যত চড়ছে, ততই উদ্বেগ বাড়ছে ভারতে পড়তে আসা বাংলাদেশি পড়ুয়াদের বড় অংশের মধ্যে। ২০২৪-এর ৫ অগাস্টের পালাবদলের প্রভাব যে শুধু ওপার বাংলায় আটকে নেই, তা স্পষ্ট হয়ে উঠছে ভারতে থাকা তরুণ বাংলাদেশিদের মানসিক অবস্থায়।

বাংলাদেশের রাজনীতি এখন আর দলবদল, নির্বাচন বা ক্ষমতার হিসাব-নিকাশ নয়, এটি পরিণত হয়েছে এক গভীর অনিশ্চয়তার খেলায়। যার সবচেয়ে বড় শিকার দেশের তরুণ প্রজন্ম। ভারতের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে আসা বহু বাংলাদেশি ছাত্রছাত্রী আজ এমন এক পরিস্থিতিতে রয়েছেন, যেখানে বিদেশে থাকা তুলনামূলকভাবে নিরাপদ মনে হচ্ছে তাঁদের কাছে।

ভারতে থাকা বাংলাদেশি পড়ুয়াদের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তাঁদের কথাবার্তা থেকে উঠে এসেছে আতঙ্ক, অনিশ্চয়তা এবং ভবিষ্যৎ নিয়ে গভীর সংশয়ের ছবি। অনেকেই পরিবারের নিরাপত্তার কথা ভেবে সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবহার কমিয়ে দিয়েছেন, কেউ কেউ আবার নিজের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা এমনকি পেশা বেছে নেওয়ার সিদ্ধান্তও নতুন করে খতিয়ে দেখতে বাধ্য হচ্ছেন। আশঙ্কা একটাই, রাজনৈতিক শক্তির নিশানায় পড়ে গেলে তার খেসারত দিতে হতে পারে দেশে থাকা পরিবারকে।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের এক ছাত্র বলেন, ‘বাংলাদেশে প্রতিদিন যে ধরনের খবর সামনে আসছে, তা আমাকে মানসিকভাবে ভেঙে দিচ্ছে।’ তিনি বলেন, ‘আমার বাবা-মা একাই থাকেন। আমি প্রতিদিন ভয়ে থাকি কিছু হলে আমি কিছুই করতে পারব না।’ তাঁর মতে, এখন সোশ্যাল মিডিয়ায় নিরপেক্ষ থাকাটাও নিরাপদ নয়, কারণ ভুল ভাবে কেউ কিছু ব্যাখ্যা করলেই বিপদ। এক ছাত্রের কথায়, ‘বাংলাদেশে এখন প্রশ্নটা কে কী ভাবছে তা নয়, প্রশ্নটা কে কোন দলে পড়ছে।’

দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র অজিত দেবনাথ (ময়মনসিংহের বাসিন্দা) যিনি আওয়ামি লিগ সমর্থক পরিবারের সন্তান জানালেন যে, তিনি নিয়মিত

প্যানিক অ্যাটাকে ভুগছেন। তাঁর কথায়, ‘আমার পরিবার প্রতিদিনের সমস্যাগুলি আড়াল করার চেষ্টা করে। বারবার বলে, চিন্তা করিস না, পড়াশোনায় মন দে। কিন্তু আমি জানি ওরা কী ভয় নিয়ে দিন কাটাচ্ছে। ঠিকানা বদলানো, অকারণে তুলে নিয়ে যাওয়ার আশঙ্কা, অপরাধ না করেও সবসময় আতঙ্কে থাকতে হচ্ছে।’

তিনি আরও বলেন, ‘আমি আদৌ দেশে ফিরতে পারব কি না জানি না। পোস্ট গ্র্যাজুয়েশনের পর আমাকে বিকল্প পরিকল্পনা ভাবতেই হচ্ছে। বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ যেমন অনিশ্চিত, তেমনই আমার নিজেরটাও।’

সংখ্যালঘু ছাত্রদের আশঙ্কা আরও গভীর। তাঁদের মতে, রাজনৈতিক অস্থিরতার সময় সংখ্যালঘুরা সবচেয়ে সহজ লক্ষ্য। বেগম খালেদা জিয়ার মৃত্যুর পর এবং তারেক রহমানের প্রত্যাবর্তন ঘিরে তৈরি উত্তেজনার মধ্যেই বহু এলাকায় সংখ্যালঘুদের ওপর চাপ বেড়েছে বলে অভিযোগ। জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়ের এক ছাত্র বলেন, ‘এখন রাজনৈতিক পরিচয়ের সঙ্গে ধর্মীয় পরিচয়ও জুড়ে দেওয়া হচ্ছে। এতে বিপদ দ্বিগুণ।’

দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের শেষ বর্ষের ছাত্রী আলিশা বলেন, ‘যে রাতে বাংলাদেশের দুইটি বড় সংবাদমাধ্যমে আগুন লাগানো হয় এবং ছায়ানট আক্রান্ত হয়, তার পরের দিনই আমার পরীক্ষা ছিল। পড়াশোনার বদলে সারারাত খবরের সামনে বসেছিলাম।’ জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়ের দেবাশিস মজুমদারের কথায় , ‘বাংলাদেশে হিন্দুদের বিরুদ্ধে হিংসা ও বৈষম্য নতুন নয়। কিন্তু এখন পরিস্থিতি এতটাই অনিশ্চিত যে ভবিষ্যৎ নিরাপদ বলে মনে হচ্ছে না।’ তিনি জানান, তাঁর আত্মীয়দের অনেককেই ‘প্রোটেকশন মানি’ দিতে বাধ্য করা হয়েছে, না দিলে বাড়িঘর ভাঙচুর, অগ্নিসংযোগের ঘটনা ঘটেছে।

দেবাশিসের আশঙ্কা, ফেব্রুয়ারিতে প্রস্তাবিত নির্বাচনের আগে পরিস্থিতি আরও হিংসাত্মক হতে পারে। তাঁর কথায়, ‘ভোট দিতে না চাওয়া বা ক্ষমতাসীনদের অপছন্দের ভোট দিলে মানুষকে ভয় দেখানো বা বাধ্য করার চেষ্টা চলতে পারে। তাতে বাংলাদেশের পরিস্থিতি আরও খারাপ হবে।’

দামি হচ্ছে বিড়ি, সিগারেট

নয়াদিল্লি, ১ জানুয়ারি : বছরের শুরুতেই ধূমপায়ীদের দুঃসংবাদ দিল কেন্দ্র। ১ ফেব্রুয়ারি থেকে দেশজুড়ে বাড়তে চলেছে সিগারেট, বিড়ি, পানমশলা সহ তামাকজাত পণ্যের দাম। বুধবার অর্থমন্ত্রক থেকে জারি করা এক বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, নেশার দ্রব্যের ওপর নতুন কর কাঠামো ও ‘হেলথ অ্যান্ড ন্যাশনাল সিকিউরিটি সেস’ কার্যকর হতে চলেছে। জিএসটি ক্ষতিপূরণ সেস তুলে দিয়ে তার বদলে এই নতুন শুল্ক ব্যবস্থা চালু করা হচ্ছে।

নয়া নিয়ম অনুযায়ী, ফেব্রুয়ারির প্রথম দিন থেকে পানমশলা, সিগারেট এবং তামাকজাত পণ্যের ওপর জিএসটির হার হবে ৪০ শতাংশ। তবে বিড়ির ক্ষেত্রে এই হার রাখা হয়েছে ১৮ শতাংশ। এর পাশাপাশি পানমশলার ওপর ‘স্বাস্থ্য ও জাতীয় নিরাপত্তা সেস’ এবং তামাকজাত পণ্যের ওপর অতিরিক্ত আবগারি শুল্ক চাপানো হবে। অর্থমন্ত্রকের হিসাব বলছে, এই ত্রিস্তরীয় কর ব্যবস্থার ফলে খুচরো বাজারে বিড়ি-সিগারেটের দাম একলাফে অনেক বাড়বে, এমনকি কোনও কোনও পণ্যের দাম প্রায় দ্বিগুণ হতে পারে।

ভারত-পাকের তালিকা বিনিময়

নয়াদিল্লি, ১ জানুয়ারি : সীমান্তে উত্তেজনা এবং দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের টানাপোড়েনের মধ্যেও দীর্ঘদিনের প্রথায় ছেদ পড়ল না। ১৯৮৮-র দ্বিপাক্ষিক চুক্তির শর্ত মেনে বছরের প্রথম দিনেই পরমাণুকেন্দ্রের তালিকা বিনিময় করল ভারত-পাকিস্তান। দিল্লি ও ইসলামাবাদ বৃহস্পতিবার নিজেদের পরমাণুকেন্দ্রের নিখুঁত অবস্থান সংক্রান্ত নথি একে অপরের হাতে তুলে দিয়েছে।

ভারতের বিদেশমন্ত্রকের পক্ষ থেকে এক বিবৃতিতে বলা হয়েছে, ‘দিল্লি ও ইসলামাবাদে কূটনৈতিক চ্যানেলের মাধ্যমে ভারত ও পাকিস্তান পরস্পরের সঙ্গে পারমাণবিক কেন্দ্রের তালিকা বিনিময় করেছে। পারমাণবিক কেন্দ্রে আক্রমণে নিষেধাজ্ঞা সংক্রান্ত চুক্তির আওতায় এই প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়েছে।’ ১৯৮৮ সালের ৩১ ডিসেম্বর স্বাক্ষরিত চুক্তির মূল লক্ষ্যই ছিল, যুদ্ধকালীন বা অস্থির পরিস্থিতিতে একে অপরের পরমাণুকেন্দ্রে হামলা না চালানো। ১৯৯১-এ চুক্তিটি কার্যকর হওয়ার পর ১৯৯২ সালের ১ জানুয়ারি থেকে এই প্রথা শুরু হয়। এই নিয়ে টানা ৩৫ বার এই গুরুত্বপূর্ণ তথ্য বিনিময় করল দুই প্রতিবেশী দেশ।

হত মাও নেতা

পাটনা, ১ জানুয়ারি : স্পেশাল টাস্ক ফোর্স ও বিহার পুলিশের যৌথ অভিযানে মৃত্যু হল মাওবাদী নেতা দয়ানন্দ মালাকারের। বুধবার বেগুসরাইয়ে ঘটনাটি ঘটেছে। গ্রেপ্তার হয়েছে তাঁর দুই সহযোগী। উত্তর বিহারে মাওবাদী কেন্দ্রীয় জোনাল কমিটির সেক্রেটারি ছিলেন দয়ানন্দ। তাঁর মাথার দাম ছিল ৫০ হাজার টাকা।

জিএসটি সংগ্রহ

নয়াদিল্লি, ১ জানুয়ারি : ডিসেম্বরে জিএসটি সংগ্রহ ৬.১ শতাংশ বেড়ে ১.৭৫ লক্ষ কোটি টাকা হয়েছে। ২০২৪-এর ডিসেম্বরে এই অঙ্ক ছিল ১.৬৪ লক্ষ কোটি টাকা। ২০২৫-এর নভেম্বরে জিএসটি সংগ্রহ হয়েছিল ১.৭০ লক্ষ কোটি টাকা। চলতি অর্থবর্ষের তৃতীয় কোয়ার্টার পর্যন্ত মোট ১৬.৫০ লক্ষ কোটি টাকার জিএসটি আদায় হয়েছে। বিগত বছরের তুলনায় যা ৮.৬ শতাংশ বেশি।

আমরা তোমার কথা ভাবছি : নিউ ইয়র্কের মেয়র

উমরকে চিঠি মামদানির

নিউ ইয়র্ক, ১ জানুয়ারি : দেশের রাজনৈতিক মহলের কাছে তিনি কার্যত অন্তরালে চলে গিয়েছেন। ৫ বছর ধরে ইউএপিএ মামলায় তিহারে বন্দী প্রাক্তন ছাত্রনেতা উমর খালিদ কেমন আছেন, কেন তিনি জামিন পাচ্ছেন না, কারামুক্তি কবে হবে তা নিয়ে দেশের রাজনীতিকদের একটা বড় অংশই নিস্পৃহ। কিন্তু নিজের দেশের কেউ না ভাবলেও সাত সমুদ্র তেরো নদীর পারের শহর নিউইয়র্কের নতুন মেয়র তথা তরুণ রাজনীতিক কিন্তু জেএনইউয়ের প্রাক্তন বাম ছাত্রনেতাকে ভুলে যাননি। আর তাই ভারতীয় সময় বুধবার মধ্যরাতে আমেরিকার বৃহত্তম শহরের প্রথম মুসলিম মেয়র হিসেবে শপথগ্রহণের কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই জেলবন্দী উমর খালিদকে একটি খোলা চিঠি পাঠিয়েছেন মামদানি। কনকনে ঠান্ডার মধ্যেই নিউ ইয়র্ক থেকে দিল্লির তিহার জেলের অন্ধকার কুঠুরিতে পৌঁছেছে সহমর্মিতার এক উষ্ণ বার্তা।

মামদানির নিজের হাতে লেখা সেই চার লাইনের ছোট্ট চিঠিতে তিনি লিখেছেন, ‘প্রিয় উমর, আমি প্রায়ই তোমার সেই কথাগুলো ভাবি— নিজের ভেতর কোনো তিক্ততা জমতে না দেওয়া কতটা জরুরি। তোমার বাবা-মায়ের সঙ্গে দেখা হওয়াটা আমার কাছে সত্যিই আনন্দের ছিল। আমরা সবাই তোমার কথা ভাবছি।’

উমরের বন্ধু বনজ্যোৎস্না লাহিড়ী সমাজমাধ্যমে এই চিঠিটি শেয়ার করেছেন। সম্প্রতি উমরের বাবা-মা জোহরানের সঙ্গে আমেরিকায় গিয়ে দেখা করেছিলেন বলেও জানিয়েছেন তিনি। তবে নিউইয়র্কের মেয়রের এই চিঠিটি যখন মানবাধিকারের পক্ষে

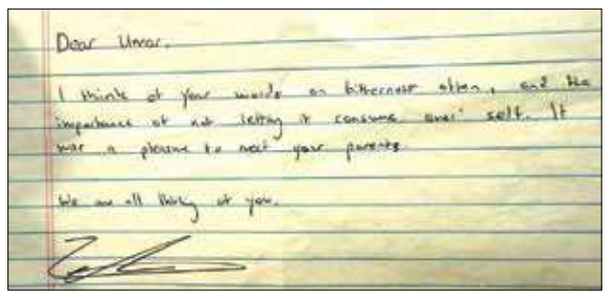

কোরান হাতে শপথ জোহরান মামদানির। নীচে উমর খালিদকে লেখা তাঁর চিঠি।

একটি বড় বার্তা হিসেবে দেখা হচ্ছে তখন ভারতের রাজনৈতিক মহলের একাংশ একে অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ বলেও দাবি করেছেন। ঘটনা হল, এর আগে ২০২৩ সালে নিউ ইয়র্কের এক অনুষ্ঠানে জোহরান উমরের ‘জেল ডায়েরি’ পড়ে শুনিয়েছিলেন।

এদিকে জোহরান মামদানি একেবারে আক্ষরিক অর্থেই ‘শপথ’ নিলেন, তবে কোনও জিম বা প্রাসাদে নয়, মাটির তলায় পুরোনো, পরিত্যক্ত এক রেলস্টেশনে! ১ জানুয়ারি মধ্যরাতে যখন গোটা দুনিয়া বর্ষবরণের আনন্দে মশগুল, তখন নিউ ইয়র্কের ১১২ তম মেয়র হিসেবে ইতিহাস গড়লেন বিখ্যাত চলচ্চিত্র পরিচালক মীরা নায়ারের পুত্র জোহরান। শপথ নেওয়ার পর তাঁর প্রথম কথা, ‘এই সম্মান ও সুযোগ পাওয়া গর্বের ব্যাপার। জীবনের শেষপ্রান্তেও আজকের কথা মনে থাকবে।’

৩৪ বছর বয়সি এই ডেমোক্র্যাটিক সোশ্যালিস্ট নেতা নিউ ইয়র্কের ইতিহাসে প্রথম মুসলিম এবং ভারতীয় বংশোদ্ভূত মেয়র। কিন্তু তাঁর শপথ নেওয়ার জায়গাটি ছিল সবথেকে বড় চমক। ১৯৪৫ সাল থেকে বন্ধ পড়ে থাকা ম্যানহাটনের ‘সিটি হল’ সাবওয়ে স্টেশনে পবিত্র কোরানে হাত রেখে তিনি যখন মেয়র হলেন, তখন স্টেশনের দেওয়াল থেকে চুনকাম খসে পড়ছে। কোনও ঝকঝকে ঝাড়বাতি নেই, নেই এসির হাওয়া। আসলে জোহরান বোঝাতে চাইলেন, তিনি আমজনতার মেয়র, তাই সাধারণ মানুষের যাতায়াতের মাধ্যম সাবওয়ে থেকেই তাঁর মেয়র হিসাবে যাত্রা শুরু। তবে নিন্দুকেরা বলছেন, ওপরতলার রাজনীতিতে জায়গা পেতে মেয়রের বোধহয় একটু ‘আন্ডারগ্রাউন্ড’ হওয়া দরকার ছিল!

শপথ নেওয়ার সময় পাশে ছিলেন স্ত্রী রামা আর বাবা-মা। মা মীরা নায়ার নিশ্চয়ই ভাবছিলেন, ছেলের নাটকীয় উত্থান নিয়ে আস্ত একটা ব্লকবাস্টার সিনেমা অনায়াসেই বানিয়ে ফেলা যায়।

দুপুরে অবশ্য বামপন্থী রাজনীতির ‘দাদা’ বার্নি স্যান্ডার্সের উপস্থিতিতে খোলা আকাশের নীচে আর একবার অনুষ্ঠান হবে। তবে এই হাড়কাঁপানো ঠান্ডায় মাটির নীচের পরিত্যক্ত স্টেশন বেছে নিয়ে জোহরান প্রমাণ করলেন, গরম খবরের জন্য জাঁকজমকের দরকার হয় না, স্রেফ আত্মবিশ্বাস আর একটু অন্যরকম ভাবনাই যথেষ্ট।

সিআইএ-র রিপোর্টে সুর বদল ট্রাম্পের

ওয়াশিংটন, ১ জানুয়ারি : পুতিনের বাসভবনে ইউক্রেনের ড্রোন হামলার অভিযোগে বিশ্ব রাজনীতি তোলপাড়। মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পও ক্ষোভ প্রকাশ করেছিলেন। রাশিয়ার দাবি অনুযায়ী, ড্রোন হামলা হয়েছিল ২৮ ডিসেম্বর। কিন্তু সেই ঘটনার তিন দিন পর আমেরিকার প্রথমসারির এক সংবাদমাধ্যম গোয়েন্দা সংস্থা সিআইএ-র রিপোর্ট উদ্ধৃত করে জানাল, নভগোরদে পুতিনের বাসভবনে কোনও হামলা চালায়নি জেলেনস্কি সরকার। এর কোনও প্রমাণ মেলেনি।

উপগ্রহ চিত্র, রেডার কভারেজ ও অন্যান্য সূত্র ব্যবহার করে রাশিয়ার দাবি খারিজ করেছে সিআইএ। তারপরই সুর বদলালেন ট্রাম্প। শুরুতে পুতিনের কথায় ইউক্রেনীয় হানা নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করলেও মার্কিন গোয়েন্দা ব্রিফিং-এর পর নিজের মত স্পষ্ট করে তাঁর সামাজিক মাধ্যমে সংবাদপত্রটির সম্পাদকীয় শেয়ার করে লিখেছেন, ‘পুতিনের কুম্ভীরাশ্রুতে আমরা নেই।’ ট্রাম্প লিখেছেন, বাসভবনে হামলার হাঁকডাক করে রাশিয়াই শান্তির পথে বাধা দিচ্ছে। সম্পাদকীয়তে রাশিয়ার অভিযোগ নিয়ে রীতিমতো সন্দেহ প্রকাশ করা হয়েছে। জেলেনস্কি কিন্তু আগেই জানিয়েছিলেন, পুতিনের বাড়ি লক্ষ্য করে কোনও ড্রোন হামলা করেনি ইউক্রেনীয় সেনা। একনায়ক পুতিন মিথ্যা বলতে অভ্যস্ত। শান্তির পরিবর্তে তিনি মৃত্যুকে বেছে নিয়েছেন। ট্রাম্প জানিয়েছেন, পুতিনই তাঁকে হামলার কথা জানিয়েছিলেন। আসলে শান্তির পথে না যাওয়ার জন্য ওটা পুতিনের একটা অজুহাত।

পানশালায় ভয়াবহ আগুনে মৃত ৪০

বার্ন, ১ জানুয়ারি : ইংরেজি বছরের শুরুতেই বিষাদ। নতুন বছরকে স্বাগত জানাতে মানুষ উৎসবে মেতেছেন। এমন আনন্দঘন মুহূর্তে সুইৎজারল্যান্ডের এক পানশালায় বিস্ফোরণ থেকে ভয়াবহ আগুনে প্রাণ হারালেন অন্তত ৪০ জন। বিখ্যাত পর্যটনস্থল ক্রান্স মন্টানার এক পানশালায় নববর্ষের অনুষ্ঠান চলাকালীন ঘটনাটি ঘটে। অগ্নিদগ্ধ হয়েছেন বহু ব্যক্তি। দুর্ঘটনার সময় পানশালাটিতে শতাধিক ব্যক্তি ছিলেন।

দুর্ঘটনায় গভীর শোকপ্রকাশ করে সুইৎজারল্যান্ডের প্রেসিডেন্ট গাই পারমেলিন নিহতদের পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানিয়েছেন। বিস্ফোরণের প্রকৃত কারণ জানা যায়নি। কর্তৃপক্ষের প্রাথমিক ধারণা, শর্টসার্কিট বা আতশবাজি দুর্ঘটনার কারণ হতে পারে।

ক্রান্স মন্টানা শহরের নামকরা পানশালা লে কনস্টেলেশানে মানুষ মেতেছে সংগীতে। চলছে আতশবাজি। ঠিক তখনই পানশালার এক কোণে আগুন লাগে। মুহূর্তে তা ছড়িয়ে পড়ে গোটা রেস্তোরাঁয়। বেরোনোর পথ সংকীর্ণ হওয়ায় বহু মানুষ আটকে পড়েন। এক

সুইৎজারল্যান্ড

প্রত্যক্ষদর্শী জানিয়েছেন, ভিতরে তখন ধোঁয়ায় দমবন্ধ অবস্থা।

ঠিক কতজন ওই অগ্নিকাণ্ডের শিকার হয়েছেন তা জানা যায়নি। ভ্যালাইস ক্যান্টন পুলিশের এক মুখপাত্র বলেছেন, ‘মৃতদের বেশিরভাগ পর্যটক। তাঁদের কাছে এই পানশালা জনপ্রিয়। নতুন বছরকে স্বাগত জানাতে তাঁরা আনন্দে মেতে উঠেছিলেন। দুর্ঘটনায় কতজন ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন তা স্পষ্ট নয়।’

গিরিরাজকে চিঠি ঋতব্রতর

নিজস্ব সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি, ১ জানুয়ারি : ইংরেজি নতুন বছরের প্রথম দিনেই পশ্চিমবঙ্গের পাটশিল্পে তৈরি হওয়া গভীর সংকটের দিকে কেন্দ্রীয় বস্ত্রমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করে চিঠি লিখলেন তৃণমূলের রাজ্যসভার সাংসদ ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়। চিঠিতে তিনি স্পষ্ট ভাষায় জানিয়েছেন, কাঁচা পাট খাতে যে পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে, তা আর কোনও সাধারণ শিল্পসংকট নয়, এটি ইতিমধ্যেই পশ্চিমবঙ্গের পাটচাষ ও পাটকল নির্ভর অঞ্চলগুলিতে একটি পূর্ণাঙ্গ অর্থনৈতিক ও সামাজিক জরুরি অবস্থার রূপ নিয়েছে। ২ থেকে ১০ জানুয়ারি পর্যন্ত রাজ্যের সমস্ত জুট মিলের সামনে আইএনটিটিইউসি অনুমোদিত শ্রমিক ইউনিয়নগুলি বিক্ষোভ প্রদর্শন করবে বলেও জানিয়েছেন তিনি।

ঋতব্রত লিখেছেন, কাঁচা পাটের তীব্র ঘাটতি, লাগামছাড়া মূল্য, চটকলের উৎপাদন সংকোচন এবং ব্যাপক কর্মসংস্থান হ্রাস-এই সবকিছু হঠাৎ করে সৃষ্টি হয়নি। গত কয়েক বছরে ধারাবাহিক নীতিগত ত্রুটির ফলেই এই সংকট ধীরে ধীরে গভীর হয়েছে। তিনি জানিয়েছেন, কাঁচা পাটের চড়া দামের কারণে এবং তীব্র কার্যকরী মূলধন সংকটে বহু চটকল শিফট কমাচ্ছে, কোথাও আবার উৎপাদন পুরোপুরি বন্ধ করার পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। এর ফলে হাজার হাজার চটকল শ্রমিক কর্মদিবস ও মজুরি হারাচ্ছেন, যা গঙ্গাপাড়ের শিল্পাঞ্চলগুলিতে ক্রমশ একটি গভীর সামাজিক সংকটের জন্ম দিচ্ছে।

বিষ জলে শেষ শৈশব, ইন্দোরে হাহাকার

ইন্দোর, ১ জানুয়ারি : যে হাতগুলোয় খেলনা থাকার কথা ছিল, সেখানে আজ হাসপাতালের স্যালাইনের নল। বছরের পর বছর ধরে দেশের সবথেকে পরিচ্ছন্ন শহরের তকমা পাওয়া মধ্যপ্রদেশের ইন্দোরের ভগীরথপুরা এলাকায় এখন শুধুই সন্তানহারা মায়েদের বুকফাটা কান্নার আওয়াজ। প্রশাসনের চূড়ান্ত উদাসীনতায় পানীয় জলের পাইপলাইনে নর্দমার দূষিত জল মিশে যাওয়ায় মৃত্যু হয়েছে অন্তত ১০ জনের। যাদের মধ্যে অধিকাংশই নিষ্পাপ শিশু।

তবে দুর্দশার এখানেই শেষ নয়। এই চরম শোকের মুহূর্তে ক্ষতে নুনের ছিটে দিয়েছে স্থানীয় বিধায়ক ও মন্ত্রী কৈলাস বিজয়বর্গীয়র দায়িত্বজ্ঞানহীন মন্তব্য। একদিকে যখন স্বজনহারারা বিচারের দাবি তুলছেন, তখন মন্ত্রীর গলায় ‘সব মৃত্যু জলের জন্য নয়’—এমন দাবি জনমানসে ক্ষোভের আগুন জ্বালিয়ে দিয়েছে। সাংবাদিকের প্রশ্নের মুখে তাঁর মেজাজ হারানো এবং অসংবেদনশীল শব্দ প্রয়োগ মধ্যপ্রদেশের বিজেপিশাসিত

হাসপাতালে হাজির মুখ্যমন্ত্রী মোহন যাদব ও কৈলাশ বিজয়বর্গীয়।

প্রশাসনের মানবিক মুখটাকেই প্রশ্নের মুখে দাঁড় করিয়েছে।

বুধবার রাতে অসুস্থদের দেখতে গিয়ে মেজাজ হারান মন্ত্রী বিজয়বর্গীয়। বেসরকারি হাসপাতালের বিল মেটানো এবং প্রশাসনের গাফিলতি নিয়ে এক সাংবাদিকের প্রশ্নের উত্তরে মেজাজ হারিয়ে বিজয়বর্গীয় বলেন, ‘আরে ছাড়ুন। কেন এসব বেকার প্রশ্ন করছেন?’ তখন সাংবাদিক পালটা জানান, তিনি কোনও ভিত্তিহীন প্রশ্ন করছেন না। তখন ক্ষুব্ধ মন্ত্রী বলেন, তাতে ঘণ্টা হয়েছে। তখন ওই সাংবাদিক পালটা বলেন, ‘আপনি একজন অভিজ্ঞ মন্ত্রী। আপনার মুখে এই ধরনের ভাষা শোভা পায় না।’ বেশ খানিকক্ষণ তর্কাতর্কি হয় সাংবাদিক, মন্ত্রী ও পার্ষদদের মধ্যে। তার ভিডিও সমাজমাধ্যমে ভাইরাল হয়ে যায়। পরে অবশ্য সমাজমাধ্যমে ক্ষমা চেয়ে নেন কৈলাস এবং জানান, ‘উত্তেজনায় শব্দচয়ন ভুল হয়েছিল, কিন্তু আমরা মানুষের সেবায় দিনরাত এক করছি।’ তাতে বিতর্ক থামেনি। কংগ্রেস নেতা জিতু পাটোয়ারি মন্ত্রীর পদত্যাগ দাবি করে একে ‘বিজেপির দম্ভ’ বলে কটাক্ষ করেছেন।

মন্ত্রীর মন্তব্যে বিতর্ক

মধ্যপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী মোহন যাদব মৃতদের পরিবার পিছু ২ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ এবং আহতদের বিনামূল্যে চিকিৎসার ঘোষণা করেছেন। কর্তব্যে গাফিলতির অভিযোগে ইতিমধ্যে একজন জোনাল অফিসার ও একজন অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ারকে সাসপেন্ড করা হয়েছে। একজন সাব-ইঞ্জিনিয়ারকে চাকরি থেকে বরখাস্ত করা হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন, এই ধরনের অবহেলা যাতে ভবিষ্যতে আর না ঘটে তা সুনিশ্চিত করা হবে।

একটি নর্দমার পাশ দিয়ে যাওয়া ফুটো হওয়া জলের পাইপলাইন দিয়ে দিনের পর দিন ঢুকেছে বিষ। গত অগাস্ট মাসে এই পাইপলাইন মেরামতের জন্য ২.৫ কোটি টাকা বরাদ্দ হলেও লাল ফিতের ফাঁসে আটকে ছিল কাজ। তারই মাশুল গুনছে ভগীরথপুরার শোকার্ত মায়েরা। এক মায়ের প্রশ্ন, ‘আমার ছেলেটা শুধু জল চেয়েছিল, আর সেই জলই ওর কাল হল। এখন টাকা দিয়ে কী হবে?’ বস্তুত, গোটা ভগীরথপুরা এখন এক মৃত্যুপুরী। প্রতিটি ঘরে কেউ না কেউ অসুস্থ। প্রায় ১,৫০০ মানুষ ডায়ারিয়া ও বমির উপসর্গ নিয়ে লড়াই করছেন। ২৪ ডিসেম্বর থেকে এলাকার বাসিন্দারা পুরসভার সরবরাহ করা জলে দুর্গন্ধ ও তিতকুটে স্বাদের অভিযোগ তুলছিলেন। কিন্তু প্রশাসনের ঢিলেমির সুযোগে পরিস্থিতি হাতের বাইরে চলে যায়। স্বচ্ছতার বড় বড় বিজ্ঞাপনের আড়ালে এই নিকাশি ব্যবস্থার কঙ্কালসার চেহারা ইন্দোরের সাধারণ মানুষকে আজ আতঙ্কে তাড়া করে বেড়াচ্ছে।

দেরাদুন ক্ষতে ‘ঐক্যের’ প্রলেপ ভাগবতের

রায়পুর, ১ জানুয়ারি : দেরাদুনের মাটিতে ত্রিপুরার ছাত্রের রক্ত কি তবে ভারতের বৈচিত্র্যের গায়ে কলঙ্কের ছিটে লাগিয়ে দিয়েছে? এই প্রশ্ন যখন গোটা দেশকে বিঁধছে, ঠিক তখনই ছত্তিশগড়ের রায়পুর থেকে সংহতি ও ঐক্যের বার্তা দিলেন আরএসএস প্রধান মোহন ভাগবত। বুধবার ইংরেজি নতুন বর্ষবরণের আগে তাঁর স্পষ্ট ঘোষণা, ‘ভারত সবার, এখানে ভেদাভেদের কোনও স্থান নেই।’

একইসঙ্গে হিন্দি আগ্রাসনের অভিযোগ খণ্ডনে তাঁর দাওয়াই, ‘বাড়িতে অন্তত মাতৃভাষায় কথা বলুন।’ দক্ষিণ ভারত থেকে বাংলা—সর্বত্র ‘হিন্দি আগ্রাসন’-এর অভিযোগে উত্তপ্ত রাজনীতি। সম্প্রতি দেরাদুনে ত্রিপুরার ছাত্র অ্যাঞ্জেল চাকমার হত্যা এবং তার পিছনে বর্ণবিদ্বেষের অভিযোগ ঘিরে দেশজুড়ে ক্ষোভ ছড়িয়েছে। পাশাপাশি দেশের একাধিক বিজেপিশাসিত রাজ্যে বাঙালি পরিযায়ী শ্রমিকদের ওপর যেভাবে হামলার ঘটনা ঘটছে, তাতেও গেরুয়া শিবিরের বিরুদ্ধে বাঙালি বিদ্বেষের অভিযোগ তুলেছে পশ্চিমবঙ্গের শাসক তৃণমূল। বিরোধীদের অভিযোগ, ‘হিন্দি-হিন্দু-হিন্দুস্তান’

ভারত সবার, এখানে ভেদাভেদের কোনও স্থান নেই।

-মোহন ভাগবত

তত্ত্বে আঞ্চলিক পরিচয়গুলো ক্রমশ কোণঠাসা। এই আবহে ভাগবতের মুখে ‘সব ভাষাই জাতীয় ভাষা’ এবং ‘অন্য রাজ্যে থাকলে সেই রাজ্যের ভাষা শেখা উচিত’—এই বার্তা আসলে ভারতের বৈচিত্র্যময় ভোটব্যাংককে ধরে রাখার একটি মরিয়া চেষ্টা।

সরসংঘচালক মনে করিয়ে দিয়েছেন, দেশের ভিতরের বিভাজনই বহিরাগত শত্রুর সবচেয়ে বড় অস্ত্র। ভারতের কোনও প্রান্তের মানুষই যাতে ভিন রাজ্যে গিয়ে নিজেকে ‘পর’ বলে মনে না করেন, তা নিশ্চিত করা প্রতিটি নাগরিকের কর্তব্য। তিনি বলেন, ‘জাতপাত, সম্পত্তি, ভাষা কিংবা অঞ্চলের ভিত্তিতে মানুষকে বিচার করবেন না। সবাইকে আপন বলে মনে করুন। গোটা ভারতটাই আমার।’ ভাগবত জোর দিয়েছেন ভারতের সংবিধানের প্রস্তাবনা পাঠ করার ওপর। তাঁর মতে, আইনি অধিকারের চেয়েও বড় হল সামাজিক আচরণ। জাতপাতের বেড়া ভাঙার বার্তাও দিয়েছেন তিনি। ভাগবত বলেন, ‘আমাদের কোনও ভাই যেন অস্পৃশ্য না থাকে।’

রাজনৈতিক মহলের মতে, ২০২৬-এর রাজনৈতিক মানচিত্রে আঞ্চলিক দলগুলোর প্রভাব কমাতে সংঘপ্রধান এখন ‘আঞ্চলিকতা’কেই অস্ত্র করছেন। হিন্দিভাষী বলয়ের বাইরে নিজেদের গ্রহণযোগ্যতা বাড়াতে এই ‘মাতৃভাষা’ প্রেম আসলে একটি রাজনৈতিক ‘মাস্টার স্ট্রোক’। উত্তরবঙ্গের মতো মিশ্র সংস্কৃতির অঞ্চলেও এই মন্তব্যের প্রভাব পড়বে।

স্ত্রী সাক্ষী ও মেয়ে জিভাকে নিয়ে উৎসবে মেতে মহেন্দ্র সিং ধোনি।

বান্ধবীর সঙ্গে বর্ষবরণের রাতে নেইমার।

নতুন বছরকে স্বাগত তারকাদের

শ্রীলঙ্কাকে হোয়াইটওয়াশ করে উজ্জয়িনীর মহাকালেশ্বর মন্দিরে রেণুকা সিং ঠাকুর, স্নেহ রানা ও শেফালি ভার্মা।

হবু স্ত্রী বংশিকার সঙ্গে খোশমেজাজে কুলদীপ যাদব।

‘জীবনের আলোকে নিয়ে ২০২৬-এ পা’

নয়াদিল্লি, ১ জানুয়ারি : লক্ষ্য ২০২৭ বিশ্বকাপ।

প্রস্তুতি, ফিটনেস নিয়ে ঘাম ঝরানোর পাশাপাশি ম্যাচ প্র্যাকটিসকে গুরুত্ব দিচ্ছেন বিরাট কোহলি। ইতিমধ্যেই বিজয় হাজারে ট্রফিতে দুটি ম্যাচ খেলেছেন। চেনা মেজাজেই বোলারদের শাসন করেছেন। নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে ১১ জানুয়ারি শুরু ওডিআই সিরিজের আগে দিল্লির হয়ে আরও একটা ম্যাচ খেলবেন।

নতুন শুরু। আশা করি, সবার জন্য অনেক সুখ, সমৃদ্ধি, সাফল্য নিয়ে আসবে ২০২৬।

-অনিল কুম্বলে

স্ত্রী অনুষ্কা শর্মার সঙ্গে জোড়া ছবি পোস্ট করেন বিরাট কোহলি। যা নিয়ে সামাজিক মাধ্যমে উন্মাদনা তুঙ্গে।

মাঝের কয়েকদিন আপাতত ছুটি। নতুন বছরের শুরুর দিনটা পরিবার নিয়ে বিন্দাস মেজাজে কাটালেন কিং কোহলি। একইসঙ্গে নতুন ইংরেজি বছরকে স্বাগতও জানালেন। অনুষ্কা শর্মার সঙ্গে নিজের বর্ষবরণের ছবি পোস্ট করেছেন সামাজিক মাধ্যমে। যেখানে দুইজনের মুখেই রং দিয়ে বিশেষ নকশা আঁকা। কোহলির মুখের বাঁদিকে স্পাইডারম্যানের প্রতিচ্ছবি। অনুষ্কার মুখে আঁকা প্রজাপতি। পোস্টে তাঁর জীবনে অনুষ্কার গুরুত্বের কথা তুলে ধরেছেন। বিরাট লিখেছেন, ‘আমার জীবনের আলোকে সঙ্গে নিয়ে ২০২৬-এ পা রাখছি।’ বিরুষ্কার বর্ষবরণের যে ছবি স্বভাবতই ভাইরাল।

নতুন ইংরেজি বছরকে স্বাগত জানিয়ে শুভেচ্ছাবার্তা পোস্ট করেছে ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ড। পোস্ট করেছেন ক্রিস গেইল, অনিল কুম্বলে থেকে ভিভিএস লক্ষ্মণ সহ একঝাঁক প্রাক্তন ক্রিকেটার। ওয়েস্ট ইন্ডিজের কিংবদন্তি ওপেনার ক্রিস গেইল লিখেছেন, ‘প্রত্যেককে নতুন বছরের শুভেচ্ছা জানাই। আশা করি, ২০২৬ দারুণ কাটবে সবার।’

ভিভিএস লক্ষ্মণ প্রত্যেকের সুস্থতা প্রার্থনা করেছেন। শুভেচ্ছাবার্তায় শান্তি ও উন্নতি কামনা করেছেন। ইরফান পাঠান লিখেছেন, ‘নতুন বছর নতুন আশা নিয়ে শুরু করব। পাঠান পরিবারের তরফে প্রত্যেকে জানাই নতুন বছরের অনেক শুভেচ্ছা।’

ভারতীয় দলের হেডকোচ গৌতম গম্ভীরও স্বাগত জানিয়েছেন নতুন বছরকে। ইনস্টাগ্রামে পরিবারের সঙ্গে ছবি পোস্ট করে ক্যাপশনে লিখেছেন নতুন বছরে পা রাখছি। সবাইকে শুভেচ্ছা। ২০২৬-কে স্বাগত জানিয়ে অনিল কুম্বলের বার্তা, ‘নতুন শুরু। আশা করি, সবার জন্য অনেক সুখ, সমৃদ্ধি, সাফল্য নিয়ে আসবে ২০২৬।’

অলরাউন্ড পারফরমেন্সে মাতিয়ে দেওয়া শেরফানে রাদারফোর্ডকে অভিনন্দন শাই হোপের।

প্রথম জয় পেল সৌরভের দল

কেপটাউন, ১ জানুয়ারি : জয়ের সঙ্গে গতকাল বছর শেষ করল সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের প্রশিক্ষণাধীন প্রিটোরিয়া ক্যাপিটালস। দক্ষিণ আফ্রিকা টি২০ লিগে সৌরভের দল বুধবার রাতের ম্যাচে পরাজিত করে শক্তিশালী এমআই কেপটাউনকে।

প্রথমবার কোনও দলের হেডকোচের দায়িত্ব নেন মহারাজ। জোড়া হারে শুরুটা একেবারে আশাপ্রদ হয়নি। ধাক্কা কাটিয়ে অবশেষে জয়ের মুখ দেখলেন সৌরভ। প্রিটোরিয়া ক্যাপিটালসের জয়ের রাস্তা মসৃণ করে দেয় ব্যাটাররা। কাগিসো রাবাদা, ট্রেন্ট বোল্ট, রশিদ খান সমৃদ্ধ কেপটাউন বোলিংয়ের ওপর ঝড় বইয়ে দেন ডিওয়াল্ড ব্রেভিস (১৩ বলে অপরাজিত ৩৬), শেরফানে রাদারফোর্ডরা (১৫ বলে অপরাজিত ৪৫)।

দুইজনে মিলে শেষ ২৭ বলে ৮৬ রান যোগ করে সৌরভ ব্রিগেডের স্কোরকে ২২০/৫-এ পৌঁছে দেন। ম্যাচের সেরা রাদারফোর্ড তার ১৫ বলের ইনিংসে হাফডজন ছক্কা হাঁকান। ব্রেভিস মারেন চারটি ছক্কা। দুইজনে মিলে একসময় টানা ৬টি বলে ছক্কা মারেন। ব্রেভিস-রাদারফোর্ডের বিধ্বংসী ব্যাটিংয়ের সামনে অসহায় দর্শক রাবাদা-বোল্টের মতো তারকা বোলাররা! ইনিংসে শুরুর দিকে ভালো রান করেন শাই হোপ (৩০ বলে ৪৫), উইহান লুবে (৩৬ বলে ৬০)।

জবাবে মাত্র ১৩৫ রানে গুটিয়ে যায় রশিদের নেতৃত্বাধীন এমআই কেপটাউন। রাসি ভ্যান ডার ডুসেন (২৮), রায়ান রিকেলটন (৩৩), নিকোলাস পুরান (২৫) ছাড়া বলার মতো রান পাননি আর কেউ। বোলিংয়ে অধিনায়ক কেশব মহারাজের (২৮/৩) সঙ্গে দুর্দান্ত সংগত দেন রাদারফোর্ড (২৪/৪)। জোড়া ফলার দাপটে ৮৫ রানের বড় ব্যবধানে প্রতিপক্ষকে হারিয়ে তৃতীয় ম্যাচে প্রথম জয় তুলে নেয় সৌরভের প্রিটোরিয়া ক্যাপিটালস।

এসএ টি২০ লিগ

রোকো না থাকলে সংকটে পড়বে ওডিআই

নয়াদিল্লি, ১ জানুয়ারি : বিরাট কোহলি, রোহিত শর্মারা অবসর নিলে অস্তিত্ব সংকটে পড়বে ওডিআই ক্রিকেট। টি২০-র আগমনে পঞ্চাশের ফরম্যাটের আকর্ষণ বর্তমানে অনেকটাই ফিকে। তারপর রোকোর মতো চরিত্র সরে দাঁড়ালে আরও আকর্ষণহীন হয়ে পড়বে। সেক্ষেত্রে অস্তিত্ব বাঁচিয়ে রাখাই দায় হবে ওডিআইয়ের।

বিরাট, রোহিতরা ২০২৭ ওডিআই বিশ্বকাপ খেলতে মরিয়া। তারপরই আন্তর্জাতিক ক্রিকেটকে বিদায় জানাবেন। সেদিকেই ইঙ্গিত করে রোকো-পরবর্তী যুগে ওডিআই নিয়ে অশনিসংকেত অশ্বীনের। নিজের ইউটিউব চ্যানেল ‘অ্যাশ কি বাত’-এ প্রাক্তন অফস্পিনারের মন্তব্য, ‘২০২৭ বিশ্বকাপের পর ওডিআই ক্রিকেটের ভবিষ্যৎ কী দাঁড়াবে আমি নিশ্চিত নই। বরং কিছুটা চিন্তিত। বিশেষত, রোহিত, বিরাটের পর কী হবে?’ বিজয় হাজারে ট্রফির উদাহরণ টেনে অশ্বীন আরও বলেছেন, ‘রোকোর প্রত্যাবর্তনে বিজয় হাজারের মতো ঘরোয়া ট্রফি নিয়েও মানুষ উৎসাহ দেখাচ্ছে। মানছি যে কোনও খেলা সবসময় ক্রীড়াবিদদের ওপরে থাকে। কিন্তু কিছু কিছু ক্ষেত্রে খেলাকে বাঁচিয়ে রাখতে তারকাদের প্রয়োজন। বিরাট-রোহিতের আকর্ষণ তেমনই। কিন্তু প্রশ্ন ওরা দুজনে যখন সরে যাবে? তখন ওডিআই ক্রিকেটের ভবিষ্যৎ কী হবে? আমি খুব একটা আশাবাদী নই।’

নিজেকে দর্শকের আসনে বসিয়ে অশ্বীন বলেছেন, ‘বিজয় হাজারে ট্রফি (৫০-৫০ ফরম্যাট) দেখছিলাম। কিন্তু সৈয়দ মুস্তাক আলি ট্রফির (২০-২০ ফরম্যাটে) তুলনায় সেভাবে আমাকে টানেনি। আমাদের বুঝতে হবে দর্শকরা কী চাইছে। টেস্টের একটা নিজস্ব গতি রয়েছে, দর্শকদের মধ্যে জায়গাও রয়েছে। কিন্তু ওডিআইয়ের সেই জায়গা কোথায়?’

বিরাট দাবি অশ্বীনের

সামিকে রেখেই কাল হয়তো দল ঘোষণা

মুম্বই, ১ জানুয়ারি : নতুন বছরে নতুন চ্যালেঞ্জ।

ফেব্রুয়ারির শুরুতেই ঘরের মাঠে টি২০ বিশ্বকাপের আসর। গতবারের বিজয়ী ভারতীয় দল খেতাব ধরে রাখার তাগিদ নিয়ে নামবে। বিশ্বকাপের আগে বছরটা অবশ্য শুরু হচ্ছে নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে তিন ম্যাচের ওডিআই দ্বৈরথ (১১ জানুয়ারি) দিয়ে।

ওডিআইয়ের পর ভারত-নিউজিল্যান্ড ৫ ম্যাচের টি২০ সিরিজ। বিশ্বকাপের আগে যে সিরিজের দিকে স্বভাবতই চোখ থাকবে সবার। শেষবেলার প্রস্তুতিতে দলের ফাঁকফোকর ঠিক করে নেওয়ার সুযোগ গৌতম গম্ভীর-সূর্যকুমার যাদবদের জন্য। তার আগে শনিবার নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে ওডিআই দল বাছতে বসবেন অজিত আগরকারের নেতৃত্বাধীন নির্বাচক কমিটি।

১১ জানুয়ারি প্রথম ওডিআই ম্যাচ ভদোদরায়। শেষ দুই ম্যাচ যথাক্রমে রাজকোট (১৪ জানুয়ারি) ও ইন্দোরে (১৮ জানুয়ারি)। বিরাট কোহলি, রোহিত শর্মা যে সিরিজের মূল আকর্ষণ। ভারতের গত দুই ওডিআই সিরিজে দলের ব্যাটিংকে চেনা মেজাজে ভরসা জুগিয়েছেন। আসমুদ্র হিমাচল আবার শীতের আমেজ গায়ে মেখে রোকোর ব্যাটিং উত্তাপে মেতে ওঠার জন্য মুখিয়ে।

শনিবারের সম্ভাব্য দল নির্বাচন ঘিরে আলোচনার কেন্দ্রে মহম্মদ সামিও। গত ওডিআই বিশ্বকাপের পর চোটআঘাতের পর ভারতীয় দলের বাইরে। বাংলার হয়ে ঘরোয়া ক্রিকেটে ফিরলেও জাতীয় দলে ডাক পাননি। তবে চলতি বিজয় হাজারে ট্রফিতে সামির ধারাবাহিক সাফল্যকে অস্বীকার করা সহজ হবে না। সূত্রের খবর, সবকিছু ঠিকঠাক চললে নিউজিল্যান্ড সিরিজে সামির প্রত্যাবর্তন কার্যত নিশ্চিত।

নিউজিল্যান্ড ওডিআই সিরিজ

টি২০ বিশ্বকাপের আগে যথাসম্ভব তরতাজা রাখতে ওডিআই সিরিজে বিশ্রাম দেওয়া হচ্ছে হার্দিক পান্ডিয়া, জসপ্রীত বুমরাহকে। সেক্ষেত্রে বুমরাহর পরিবর্তে সামিই পেস ব্রিগেডকে নেতৃত্ব দেবেন, দাবি ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের এক শীর্ষ আধিকারিকের।

গত দুই সিরিজের দল নির্বাচনি বৈঠকেও বাংলার পেসারের নাম উঠলেও ফিটনেসের যুক্তিতে শেষপর্যন্ত ডাক পাননি। আগরকারদের যে ‘ফিটনেস’ যুক্তি যদিও উড়িয়ে দেন স্বয়ং সামি। প্রকাশ্যেই অসন্তোষ প্রকাশ করেন, যা নিয়ে বিতর্ক তৈরি হয়। বোর্ডের তরফেও এই ব্যাপারে নির্বাচক কমিটি, টিম ম্যানেজমেন্টকে বিশেষ বার্তাও দেওয়া হয়।

অপরদিকে, ওডিআই দলের সহ অধিনায়ক শ্রেয়স আইয়ারকে নিয়ে টানাপোড়েন অব্যাহত। অক্টোবরের অস্ট্রেলিয়া সফরের চোটের পর থেকে মাঠের বাইরে। ব্যাটিং অনুশীলন শুরু করেছেন। কিন্তু এখনও বেঙ্গালুরুস্থিত বোর্ডের ক্রিকেট অফ এক্সেলেন্স থেকে খেলার ছাড়পত্র পাননি। সূত্রের খবর, শ্রেয়সের দ্রুত ওজন কমা চিন্তায় রেখেছে মেডিকেল টিমকে। তাই ধীরে চলো নীতিতে আরও সপ্তাহ খানেক অপেক্ষা করতে চাইছেন চিকিৎসকরা। শনিবার ঘোষিত দলে শ্রেয়সের থাকা নিয়ে স্বভাবতই অনিশ্চয়তা।

বাঁ হাঁটুতে চোট রয়েছে কিলিয়ান এমবাপের। কমপক্ষে তিন সপ্তাহ মাঠের বাইরে থাকতে হবে তাঁকে।

বছরের শুরুতেই চোটে কাবু এমবাপে

মাদ্রিদ, ১ জানুয়ারি : স্প্যানিশ সুপার কাপ সেমিফাইনালের আগে দুঃসংবাদ রিয়াল মাদ্রিদ শিবিরে। জাভি অলন্সোর চিন্তা বাড়ালেন কিলিয়ান এমবাপে।

বাঁ হাঁটুতে চোট। অস্বস্তি উপেক্ষা করেই খেলা চালিয়ে যাচ্ছিলেন। এই মরশুমে এখনও পর্যন্ত ২৫টি ম্যাচ খেলেছে রিয়াল। তার মধ্যে ২৪টি ম্যাচে মাঠে নেমেছেন এমবাপে। দুরন্ত ছন্দেও ছিলেন। সব প্রতিযোগিতা মিলিয়ে এই পর্যন্ত ২৯ গোল করেছেন। কিন্তু চোট নিয়ে অস্বস্তি ক্রমশ বাড়ছিল। টিম ম্যানেজমেন্ট সূত্রের খবর, বুধবার এমআরআই করানোর পরই দেখা যায় ফরাসি তারকার বাঁ হাঁটুতে চোট রয়েছে।

দুঃসংবাদ রিয়াল শিবিরে

সুস্থ হয়ে এমবাপের মাঠে ফিরতে কতদিন সময় লাগবে, সেই বিষয়ে কিছু নিশ্চিত করেনি রিয়াল মাদ্রিদ। তবে জানা যাচ্ছে, কমপক্ষে তিন সপ্তাহ মাঠের বাইরে থাকতে হবে তাঁকে। অর্থাৎ আগামী সপ্তাহে সুপার কাপ সেমিফাইনালে দলের অন্যতম সেরা তারকাকে পাবেন না অলন্সো। এছাড়া লা লিগায় পরবর্তী দুই ম্যাচ এবং তারপর উয়েফা চ্যাম্পিয়ন্স লিগে মোনাকোর বিরুদ্ধেও এমবাপের খেলা নিয়ে সংশয় রয়েছে।

বিশ্বকাপের অস্ট্রেলিয়া দলে কামিন্স, নেই স্মিথ

সিডনি, ১ জানুয়ারি : নতুন বছরের প্রথম দিন।

বর্ষবরণের মেজাজে গোটা বিশ্ব। আর প্রথম দিনেই নতুন বছরের মেগা ইভেন্ট টি২০ বিশ্বকাপের জন্য দল ঘোষণা করল অস্ট্রেলিয়া। প্রত্যাশামাফিক টি২০ বিশ্বকাপ দলে প্যাট কামিন্স। অনিশ্চয়তা কাটিয়ে এদিন ঘোষিত ১৫ জনের দলে আছেন জোশ হ্যাজেলউডও।

দুই পেস তারকাই বেশ কিছুদিন ধরে চোটআঘাতে ভুগছেন। অ্যাসেজে ফিট হয়ে প্রত্যাবর্তনের পর পুনরায় চোট। ফের মাঠের বাইরে চলে যান কামিন্স। তারপর কামিন্সকে নিয়ে টানাপোড়েন তৈরি হয়েছিল। হ্যাজেলউডের পাশাপাশি কামিন্সকে নিয়ে দোলাচল দূর।

হ্যাজেলউড শেষ ম্যাচ খেলেছিলেন ভারতের বিরুদ্ধে গত বছর ৩১ অক্টোবর। দ্বিতীয় টি২০ ম্যাচের পর চোট পেয়ে ছিটকে গিয়েছিলেন। নির্বাচক কমিটির বিশ্বাস, বিশ্বকাপের আগে ম্যাচ ফিট হয়ে যাবেন হ্যাজেলউড।

প্রত্যাশামফিক ডাক পাননি স্টিভেন স্মিথও। মিচেল মার্শের নেতৃত্বাধীন ঘোষিত দলে মূলত তরুণ ও অভিজ্ঞতার মিশেল ঘটেছে। জেভিয়ার বার্টলেট, কুপার কনোলিদের পাশাপাশি গুরুত্ব পেয়েছেন নাথান এলিস, ক্যামেরন গ্রিনরা।

গ্রিনের পাশাপাশি মিডল অর্ডারে পাওয়ার হিটার হিসেবে প্রতিপক্ষকে চ্যালেঞ্জ জানাতে আছেন টিম ডেভিড, দুই বর্ষীয়ান অলরাউন্ডার গ্লেন ম্যাক্সওয়েল, মার্কাস স্টোয়িনিস। স্পিন বিভাগের নেতৃত্বে অ্যাডাম জাম্পা। প্রধান নির্বাচক জর্জ বেইলি বলেছেন, ‘ভারত, শ্রীলঙ্কার পরিবেশ, পরিস্থিতির কথা মাথায় রেখে দল তৈরি করেছি আমরা। কামিন্স, হ্যাজেলউড, ডেভিডরা সুস্থতার পথে। আশাবাদী ওদের বিশ্বকাপে পাওয়া নিয়ে।’

সিডনিতে পঞ্চম টেস্টের আগে অস্ট্রেলিয়ার প্রধানমন্ত্রী অ্যান্থনি আলবানিসের সঙ্গে দেখা করলেন ইংল্যান্ড অধিনায়ক বেন স্টোকস (বাঁয়ে)। স্টিভেন স্মিথদের সঙ্গে সেলফিও তুললেন অজি প্রধানমন্ত্রী।

অস্ট্রেলিয়ার বিশ্বকাপ দল : মিচেল মার্শ (অধিনায়ক), জেভিয়ার বার্টলেট, কুপার কনোলি, প্যাট কামিন্স, টিম ডেভিড, ক্যামেরন গ্রিন, জোশ হ্যাজেলউড, নাথান এলিস, জোশ ইনলিশ, ট্রাভিস হেড, ম্যাথু কুহনেম্যান, গ্লেন ম্যাক্সওয়েল, ম্যাথু শর্ট, অ্যাডাম জাম্পা ও মার্কাস স্টোয়িনিস।

সিডনি টেস্টে গ্রিন-লাবুশেন

অপরদিকে ৪ জানুয়ারি সিডনিতে শুরু ‘নিউ ইয়ার টেস্টের’ দল ঘোষণা করল অস্ট্রেলিয়া। ৩-১-এর অনতিক্রম্য ব্যবধানে ইতিমধ্যে অ্যাসেজ জয় নিশ্চিত করে নিয়েছে। সিডনিতে ৪-১ করার লক্ষ্যে নামবে ক্যাঙারু ব্রিগেড। অনিশ্চয়তা থাকলেও ঘোষিত ১৫ জনের দলে গ্রিনকে রাখা হয়েছে। আছেন মার্নাস লাবুশেনও। সিরিজে বাড়তি চাপ থাকলেও মিচেল স্টার্ককে বিশ্রাম দেওয়ার রাস্তায় হাঁটেননি অজি নির্বাচকরা।

দলে রয়েছেন উসমান খোয়াজাও। চলতি অ্যাসেজ শেষে অবসর নিতে পারেন বলে খোয়াজাকে ঘিরে জল্পনা অজি ক্রিকেট মহলে। যে বিতর্ক উসকে দিয়েছেন প্রাক্তন অধিনায়ক মাইকেল ক্লার্ক। ক্লার্কের দাবি, সিডনিতেই ফেয়ারওয়েল টেস্ট খেলতে নামছেন খোয়াজা। যে দাবির প্রেক্ষিতে খোয়াজার দিকে বাড়তি নজর থাকবে সবার।

সিডনি টেস্টের দল : স্টিভেন স্মিথ (অধিনায়ক), স্কট বোল্যান্ড, অ্যালেক্স ক্যারি, ব্রেন্ডন ডগেট, ক্যামেরন গ্রিন, ট্রাভিস হেড, জোশ ইনগ্লিশ, উসমান খোয়াজা, মার্নাস লাবুশেন, টড মার্ফি, মাইকেল নেসের, ঝেই রিচার্ডসন, মিচেল স্টার্ক, জেক ওয়াদারল্ড ও বিউ ওয়েবস্টার।

আর্থিক দায়ের প্রশ্নে চিঠি ১৩ ক্লাবের

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১ জানুয়ারি : দেশের সর্বোচ্চ লিগে অংশগ্রহণের সম্মতি দিল কেবল জামশেদপুর এফসি। পাঁচ দফা প্রশ্ন ও দাবি জানিয়ে সর্বভারতীয় ফুটবল ফেডারেশনের কাছে পালটা চিঠি পাঠাল বাংলার তিন প্রধান সহ মোট ১৩টি ক্লাব।

সুখবর এল না বছরের প্রথম দিনেও। আইএসএলে অংশগ্রহণকে কেন্দ্র করে অবস্থান স্পষ্ট করার জন্য সময়সীমা বেঁধে দিয়ে বুধবারই ক্লাবগুলিকে চিঠি পাঠায় এআইএফএফ। উত্তর জানানোর জন্য সময় দেওয়া হয় একদিন। এর মধ্যে জামশেদপুর জানিয়েছে, তারা দেশের সর্বোচ্চ লিগে দল নামাতে রাজি। অন্যদিকে, শর্তসাপেক্ষে লিগে অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার কথা জানাল বাকি ১৩ ক্লাব। তাদের পাঁচ দাবির বেশিরভাগটাই আর্থিক ব্যয়ভার সংক্রান্ত।

চিঠিতে লেখা হয়েছে, দেশের সর্বোচ্চ লিগ আয়োজনের জন্য কোনও বাণিজ্যিক অংশীদার পাওয়া না গেলে এবং সম্প্রচার স্বত্ব বিক্রি করা সম্ভব না হলে আয়োজক ফেডারেশন সমস্ত আর্থিক দায়ভার নেবে, এই নিশ্চয়তা দিতে হবে। তাদের দাবি, ২০২৫-'২৬ মরশুমে দেশের সর্বোচ্চ লিগে খেলার জন্য কোনও অংশগ্রহণ ফি নেওয়া যাবে না। বলা হয়েছে, এই মরশুমে যেহেতু সংক্ষিপ্ত ফরম্যাটে লিগ অনুষ্ঠিত হবে, আয়ের নির্দিষ্ট কোনও কাঠামো নেই, তাই অংশগ্রহণ ফি বা অনুরূপ কোনও অর্থ ক্লাবগুলির কাছে দাবি করতে পারবে না এআইএফএফ। অংশগ্রহণকারী ক্লাবগুলি কেবল দল পরিচালনা সংক্রান্ত ব্যয়ভার বহন করবে।

একনজরে ১৩ ক্লাবের দাবি

- বাণিজ্যিক অংশীদার না থাকলে আর্থিক দায়ভার নিতে হবে ফেডারেশনকে।
- প্রস্তাবিত সংক্ষিপ্ত ফরম্যাটে লিগ হলে অংশগ্রহণ ফি মকুব করতে হবে।
- অতিরিক্ত এবং অনির্দিষ্ট কোনও ব্যয়ভার ক্লাবগুলির ওপর আরোপ করা যাবে না।
- লিগের নির্দিষ্ট দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা লিখিতভাবে পেশ করতে হবে।
- ব্যয়ভার কমাতে কেন্দ্রীয় সরকারের থেকে প্রয়োজনীয় সাহায্য গ্রহণ করতে হবে ফেডারেশনকে।

এখানেই প্রশ্ন উঠছে, এর আগে আইএসএল ক্লাবজোট নিজেরাই লিগ আয়োজনের প্রস্তাব দিয়েছিল ফেডারেশনকে। এখন দেশের সর্বোচ্চ লিগের মূল আয়োজক যেহেতু ফেডারেশন সেই কারণেই কি আর্থিক দায় এড়াতে চাইছে তারা?

রাজি কেবল জামশেদপুর

এখানেই অবশ্য শেষ নয়। এর সঙ্গে সঙ্গেই লিগের নির্দিষ্ট সময়সূচি, দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা, রাজস্ব বণ্টন সহ বিস্তারিত বিবরণ লিখিতভাবে পেশ করতে বলা হয়েছে ফেডারেশনকে। ব্যয়ভার কমাতে এআইএফএফ-কে কেন্দ্রীয় সরকারের থেকে প্রয়োজনীয় আর্থিক সহায়তা গ্রহণ করার পরামর্শও দেওয়া হয়েছে। সবশেষে বলা হয়েছে, 'উপরোক্ত পাঁচটি বিষয়ে নিশ্চয়তা দিলে তবেই আনুষ্ঠানিকভাবে লিগে অংশগ্রহণ নিশ্চিত করবে ১৩ ক্লাব। একইসঙ্গে এআইএফএফ-কে লিগ আয়োজনে পূর্ণ সহায়তা করা হবে।' চিঠিতে এটাও বলা হয়েছে, তাদের উদ্দেশ্য কখনোই মরশুম বিলম্বিত বা ব্যাহত করা নয়। চিঠিটি পাঠিয়েছেন স্পোর্টিং ক্লাব দিল্লির সিইও ধ্রুব সুদ। সই করেছেন বাকি ১২ ক্লাবের প্রতিনিধি।

এই চিঠি প্রসঙ্গে ফেডারেশনের তৈরি করা তিন সদস্যের কমিটির অন্যতম প্রতিনিধি তথা আইএফএ সচিব অনির্বাণ দত্ত জানালেন, সময়মতো উত্তর দেওয়া হবে ক্লাবগুলিকে।

বিরক্তি, আক্ষেপে অবসর প্রাঞ্জলের

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১ জানুয়ারি : আন্তর্জাতিক ও জাতীয় ফুটবল থেকে অবসর ঘোষণা করলেন দেশের অন্যতম সেরা রেফারি প্রাঞ্জল বন্দ্যোপাধ্যায়।

> এআইএফএফ রেফারি বিভাগ রেফারিদের বিষয়ে উদাসীন। ঠিকমতো যোগাযোগ করে না।
> -প্রাঞ্জল বন্দ্যোপাধ্যায়

এআইএফএফ রেফারি বিভাগের কাজে বেশ বিরক্ত প্রাঞ্জল। তাই অবসরের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তিনি। বৃহস্পতিবার উত্তরবঙ্গ সংবাদ-কে প্রাঞ্জল বলেছেন, 'এআইএফএফ রেফারি বিভাগ রেফারিদের বিষয়ে উদাসীন। ঠিকমতো যোগাযোগ করে না। ভার চালু করার বিষয়ে কোনও উদ্যোগ নেই। ফলে আমার সামনে এগিয়ে যাওয়ার কোনও সুযোগ নেই। তাই অবসরের সিদ্ধান্ত।'

অবসর নেওয়ার পর বাংলার এই রেফারির অবশ্য একটা আক্ষেপ থেকে গেল। প্রাঞ্জল বলেছেন, 'আমি এশিয়ার প্রায় সব প্রতিযোগিতায় রেফারিং করেছি। ৯৯টা আন্তর্জাতিক ম্যাচ পরিচালনা করেছি। আর একটা ম্যাচ পরিচালনা করলে সেঞ্চুরি হয়ে যেত।'

আন্তর্জাতিক ও জাতীয় স্তর থেকে অবসর নিলেও কলকাতা লিগে রেফারিং করাবেন প্রাঞ্জল। ভবিষ্যতে বাংলা থেকে সম্ভাবনাময় রেফারি হিসেবে রোহন দাশগুপ্ত ও সুরজিৎ দাসের নাম বলেছেন তিনি।

স্মরণ সভা

বেহালাবাদক স্বর্গীয় বৃন্দাবন চন্দ্র সাহার স্মরণে আগামী ৩রা জানুয়ারি ২৬ (শনিবার) আয়োজিত স্মরণ সভায় আপনাদের উপস্থিতি একান্ত কাম্য, স্থান : নিজ বাসভবন মুকুন্দ দাস রোড, নিউ মিলনপল্লী।
বিনীত -
সাহা পরিবার

প্রথম হার সুন্দরবনের

কলকাতা, ১ জানুয়ারি : বেঙ্গল সুপার লিগে প্রথম হারের মুখ দেখল মেহতাব হোসেনের সুন্দরবন বেঙ্গল অটো এফসি। বৃহস্পতিবার ঘরের মাঠ ক্যানিং স্টেডিয়ামে মেদিনীপুর এফসির কাছে ২-০ গোলে হেরে গেল দক্ষিণের দলটি। এদিন জিততে পারলে পয়েন্ট টেবিলে শীর্ষস্থান দখল করতে পারত সুন্দরবন। সেই লক্ষ্যে ধাক্কা খেল মেহতাবের দল। প্রথমার্ধের যোগ করা সময়ে মেদিনীপুরকে এগিয়ে দেন সুদীপ। ৮১ মিনিটে গোল করে দলের ৩ পয়েন্ট নিশ্চিত করেন কুশ হাঁসদা।

প্রথম অরুণ, দ্বিতীয় রকি

দেওয়ানহাট, ১ জানুয়ারি : বলরামপুর আমরা কজন সংঘের পরিচালনায় ও জিরানপুর কালচারাল ক্লাবের সহযোগিতায় বৃহস্পতিবার ভোরে বলরামপুর ও জিরানপুরের মধ্যে ১২ কিলোমিটার রোড রেস অনুষ্ঠিত হয়। রেসে প্রথম হয়েছেন কালচিনির বাসিন্দা অরুণ তামাং। কামাখ্যাগুড়ির রকি চক্রবর্তী দ্বিতীয় ও নাটাবাড়ির সুদীপ সরকার তৃতীয় হয়েছেন। দৌড় ঘিরে অনুরাগীদের মধ্যে উৎসাহ তৈরি হয়েছিল।

তরুণের হার

কোচবিহার, ১ জানুয়ারি : বিষ্ণুব্রত বর্মন ফাউন্ডেশনের ১৬ দলীয় ক্রিকেটে বৃহস্পতিবার সিকিমের জয়সওয়াল ব্রাদার্স ৬ উইকেটে হারিয়েছে হাজরাপাড়া তরুণ দলকে। এমজেএন স্টেডিয়ামে টসে জিতে তরুণ দল ১৭.৪ ওভারে ১৫৪ রানে অল আউট হয়। কল্যাণ বর্মা ৪২ রান করেন। বল কেশ ২২ রানে নেন ৩ উইকেট। ম্যাচের সেরা রোনক আগরওয়ালের শিকার ২০ রানে ২ উইকেট। জবাবে ব্রাদার্স ১৭.৪ ওভারে ৪ উইকেটে ১৫৬ রান তুলে নেয়। বিবেক বি ৫০ রান করেন। জাহির খান ১৪ রানে ৩ উইকেট পেয়েছেন।

ম্যাচের সেরা রোনক আগরওয়াল। ছবি : শিবশংকর সূত্রধর

ম্যাচের সেরা রণিত সাহা (বাঁয়ে) ও বিষ্ণু সরকার। ছবি : শিবশংকর সূত্রধর

জয়ী ২০২০-'২১ প্রাক্তনী

কোচবিহার, ১ জানুয়ারি : রামভোলা হাইস্কুলের প্রাক্তনীদের রামভোলা প্রিমিয়ার লিগ ক্রিকেটে বৃহস্পতিবার ২০২০-'২১ প্রাক্তনী ৪ উইকেটে হারিয়েছে ২০১৬ প্রাক্তনীকে। স্কুলের মাঠে ২০১৬ টসে জিতে ১০ ওভারে ৫ উইকেটে ৯২ রান করে। রাজীব দাসের অবদান ৩১ রান। জবাবে ২০২০-'২১ প্রাক্তনী ৯.২ ওভারে ৬ উইকেটে ৯৫ রান তুলে নেয়। ম্যাচের সেরা রণিত সাহা ৩২ রান করেন। পরে ২০১১ প্রাক্তনী ৭ উইকেটে জয় পেয়েছে ২০০৯ প্রাক্তনীর বিরুদ্ধে। ম্যাচের সেরা বিষ্ণু সরকার ১২ রানে ফেলে দেন ৪ উইকেট।

হাফ ম্যারাথনে তৃতীয় জয়ন্ত

ফালাকাটা, ১ জানুয়ারি : ভেনাস ক্লাবের পরিচালনায় বৃহস্পতিবার জাতীয় স্তরের হাফ ম্যারাথন প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হল ফালাকাটায়। প্রতিবেশী দেশ ভুটান, নেপাল ছাড়াও বিভিন্ন রাজ্যের প্রতিযোগীরা এতে অংশ নেয়। পুরুষ বিভাগে ১৩ কিলোমিটারে প্রথম হয়েছেন বিহারের প্রিন্সরাজ মিশ্রা। দ্বিতীয় মহারাষ্ট্রের বিশাল ওয়াডজে এবং তৃতীয় জলপাইগুড়ির জয়ন্ত দাস। মহিলা বিভাগের ৭ কিলোমিটার দৌড়ে প্রথম ঝাড়খণ্ডের পূজা সিং। দ্বিতীয় শিলিগুড়ির অনিশা মুন্ডা এবং তৃতীয় গরুবাথানের সবিনা রাই। ভেনাস ক্লাবের সচিব পাপ্পু নন্দী বলেছেন, 'বিশ্ব শান্তির কামনায় আমাদের এই আয়োজন।'

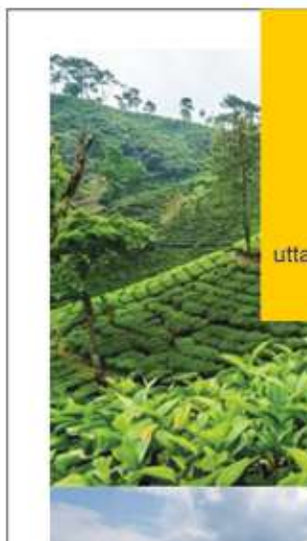

ম্যাচের সের রোনক আগরওয়াল। ছবি : শিবশংকর সূত্রধর

জাতীয় দলে কেন নেই? তোপ দিলীপের

সেঞ্চুরির পরও ভাইকে নিয়ে আফসোস সরফুর!

মুম্বই, ১ জানুয়ারি : জাতীয় দলে আপাতত ব্রাত্য।

তবে দমে যাননি সরফরাজ খান। বরং নতুন উদ্যমে ঝাঁপিয়েছেন ফের টিম ইন্ডিয়ার বন্ধ দরজাটা খোলার জন্য। বুধবার বিজয় হাজারে ট্রফিতে মুম্বইয়ের হয়ে ৭৫ বলে ১৫৭ রানের দুরন্ত ইনিংসে নিজের দাবিটা আরও জোরালো করেছেন।

৯টি চার ও ১৪টি ছক্কায় ঝড় বইয়ে দিয়েও মন খারাপ সরফরাজের! সৌজন্যে ভাই মুশির খানের সেঞ্চুরি না হওয়া। মুম্বইকে জয় এনে দেওয়া স্পেশাল ইনিংসের পর সরফু বলেছেন, 'একই ম্যাচে দুই ভাই একসঙ্গে সেঞ্চুরি করতে চাই। আমাদের দুইজনেরই এটা স্বপ্ন। গত রনজি ট্রফিতে স্বপ্নটা প্রায় পূরণ করে ফেলেছিলাম। কিন্তু পঞ্চাশের পর আউট হয়ে যাই আমরা। ভেবেছিলাম এদিন হয়ে যাবে। মুশিরও খুব ভালো খেলছিল। কিন্তু স্বপ্ন বলে কথা, অত সহজে পূরণ হয় না!'

মনের মধ্যে আরও একটা ইচ্ছে পুষে রেখেছেন। ভারতীয় ওডিআই দলে জায়গা করে নেওয়া। সরফরাজের কথায়, ৫০-৫০ ফরম্যাটে প্রচুর ম্যাচ খেলেছেন। জানেন কীভাবে ইনিংসের গতি বাড়াতে হয়। সময় নিয়ে ইনিংস তৈরি, শট খেলার সুযোগ থাকে ওডিআইয়ে। আশাবাদী, যা কাজে লাগিয়ে নির্বাচকদের গুডবুকে ঢুকে পড়তে পারবেন।

> তিন ফরম্যাটে খেলার দক্ষতা রয়েছে সরফরাজের। ওর মতো একজন প্রতিভাবান ক্রিকেটারকে অবহেলা করা, দলে না রাখাটা সত্যিই লজ্জার।
> -দিলীপ বেঙ্গসরকার

এদিকে, জাতীয় দলে ফেরার লড়াইয়ে সরফরাজ পাশে পেলেন নির্বাচক কমিটির প্রাক্তন প্রধান দিলীপ বেঙ্গসরকারকে। প্রাক্তন ভারত অধিনায়কের মতে, জাতীয় দলে সরফরাজকে না রাখা অযৌক্তিক। নির্বাচক, টিম ম্যানেজমেন্টকে একহাত নিয়ে বেঙ্গসরকার বলেছেন, 'ধারাবাহিকভাবে ভালো খেলছে সরফরাজ। জাতীয় দলে যখন ডাক পেয়েছে, তখনও রান পেয়েছে। তারপরও দলের বাইরে! আমি যার কোনও যুক্তি খুঁজে পাচ্ছি না।'

ধরমশালা টেস্টের (২০২৪-এর মার্চ) প্রসঙ্গ টেনে আরও বলেছেন, 'ধরমশালায় দেবদত্ত পাডিক্কাল আর সরফরাজের ব্যাটিং দেখেছিলাম। দুর্দান্ত পার্টনারশিপ গড়েছিল দুজনে। ভারতের জয়ে যে পার্টনারশিপ গুরুত্বপূর্ণ ছিল। অথচ, তারপর সুযোগই পেল না। কখনও ডাক পায়নি। কখনও বা দলে থেকেও প্রথম একাদশে জায়গা হয়নি। নির্বাচকদের যে সিদ্ধান্ত আমাকে যারপরনাই অবাক করে। তিন ফরম্যাটে খেলার দক্ষতা রয়েছে সরফরাজের। ওর মতো একজন প্রতিভাবান ক্রিকেটারকে অবহেলা করা, দলে না রাখাটা সত্যিই লজ্জার।'

আজ ফাজিলাদের সামনে নীতা

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১ জানুয়ারি : টানা তিন ম্যাচে জয়। ইন্ডিয়ান উইমেন্স লিগে ইস্টবেঙ্গলের মেয়েদের রাজত্ব চলছে।

তবে এবার লাল-হলুদের সামনে আসল লড়াই। কারণ শুক্রবার লিগ শীর্ষে থাকা নীতা ফুটবল অ্যাকাডেমির মুখোমুখি হবে তারা। এহেন কঠিন প্রতিপক্ষের মুখোমুখি হওয়ার আগে কোচ অ্যান্থনি অ্যাড্রুজ বলেছেন, 'নীতা অ্যাকাডেমি এখনও পর্যন্ত মাত্র দুইটি গোল হজম করেছে। তাই শুক্রবার আমাদের জন্য কাজটা কঠিন হতে চলেছে। তবে জয়ের লক্ষ্যে মাঠে নামব আমরা।'

শুক্রবার ৩ পয়েন্ট পেতে ফাজিলা ইকওয়াপুট-সৌম্যা গুগুলোথের জুটিই ভরসা লাল-হলুদের।

বিজ্ঞাপন

ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির ₹১কোটির বিজয়ী হলেন মালদা-এর এক বাসিন্দা

পশ্চিমবঙ্গ, মালদা - এর একজন

বাসিন্দা উত্তম মন্ডল - কে 01.10.2025 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 42E 95725 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি কলকাতায় অবস্থিত নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির নোডাল অফিসারের কাছে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়ী বললেন "এই অভিজ্ঞতা আরও স্থিতিশীল, আশা এবং ভবিষ্যতের পথ খুলে দিয়েছে। এই স্মরণীয় সুযোগ দেওয়ার জন্য আমি মন থেকে ডিয়ার লটারি এবং নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারিকে ধন্যবাদ জানাই। এই জয় আমাকে খুবই আনন্দিত করে তুলেছে।" ডিয়ার লটারির প্রতিটি ড্র সরাসরি দেখানো হয়।

* বিজয়ীর তথ্য সরকারি ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত।